পরলোক-তত্ত্ব।

বেদবেদান্ত, পুরাণ, প্রভৃতি নানাশাস্ত্র
হইতে সংগৃহীত

এবং

বিবিধ শাস্ত্রীয় ও পরমার্থ-তত্ত্বের সহিত বিবৃত।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক প্রণীত
ও
প্রকাশিত।
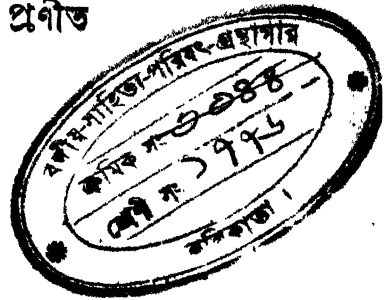
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

PARALOKA-TATWA,

OR

THE HINDU THEORY

OF THE

FUTURE STATE OF EXISTENCE OF THE SOUL.

COMPILED FROM THE SASTRAS

BY

CHANDRA SEKHARA BASU.

Calcutta:

PRINTED BY I. C. BOSE & CO., STANHOPE PRESS, 249, BOW-BAZAR STREET, AND PUBLISHED THERE BY THE AUTHOR.

1885.

To

His Highness

HON'BLE THE MAHARAJAH

LAKSHMISWARA SINGHA BAHADUR

OF DURBHUNGAH,

THIS WORK

IS DEDICATED

WITH PROFOUND RESPECT

BY HIS HIGHNESS' MOST HUMBLE SERVANT,

CHANDRA SEKHARA BASU,

AUTHOR.

ভূমিকা।

শ্রীহরি, সরস্বতীদেবী ও ব্যাসদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করি।

১। শাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ ও বিচার আছে তাহা এত মনোহর যে আমরা তাহা পাঠ বা ধ্যান করিলে আপনা-দিগকে কৃতকৃতার্থ মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। শাস্ত্রে যাহা আছে সে সমুদ্রবিশেষ। তন্মধ্যস্থ সমুদয় রত্ন উদ্ধার করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রপ্রাণীর অসাধ্য। আমি সামান্য নিমজ্জকের ন্যায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে কয়েকটি রত্ন লাভ করিয়াছি তৎসমস্ত এই "পরলোক-তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে বিন্যাসপূর্ব্বক সাধুসমাজে উপহার দিতেছি।

২। আমি এই গ্রন্থকে সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অধ্যায়ে স্থূল-শরীর, স্থূল-শরীরের অদৃশ্য আধাররূপী সূক্ষ্ম-শরীর এবং সেই সূক্ষ্মশরীরের বীজ বা উপাদানস্বরূপ কারণ-শরীরের বিবরণ আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্থিব-কলেবরত্যক্ত জীবাত্মার গম্য পারলৌকিক মার্গ-বিচার, শুভাশুভ নাড়ী বা আধ্যাত্মিক ধাতু নিরূপণ এবং ঊর্দ্ধস্বর্গগামী জীবাত্মার সম্বন্ধে বিদ্যুৎপুরুষের নেতৃত্ব বিবৃত হই-য়াছে। তৃতীয়ে নরকগতি ও সংযমনী অর্থাৎ যমপুরির স্থান ও পথের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থে দক্ষিণ-মার্গস্থ চন্দ্রলোক, পিতৃ-লোক এবং ইন্দ্রস্বর্গের স্থিতি, সীমা ও সুখভোগাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চমে ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকের সংস্থান, পরমায়ু ও ভোগাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রের স্থূল স্থূল অভিপ্রায় সমস্ত সন্নিবেশিত হই-য়াছে। ষষ্ঠে উত্তরমার্গস্থ দেবস্বর্গ ও বিষ্ণুপদনামক সর্ব্বোচ্চ স্বর্গসমূহের আনন্দভোগাদি বিষয়ে কতিপয় সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে কেবল নির্গুণমুক্তির বিবরণ আছে।

৩। আমি এই পরলোক-তত্ত্বের মধ্যে কোন বৈদেশিক দর্শনকার বা বিজাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতাকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করি নাই। কেবল বেদ, স্মৃতি, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহকে প্রমাণরূপে অবলম্বন করিয়াছি। যে সকল কৃতবিদ্য-ব্যক্তি ইউরোপীয় দর্শনকারদিগের প্রমাণ ব্যতীত কোন লেখাকে যুক্তিযুক্ত বলিতে চান না তাঁহাদিগকে আমি বিনয়পূর্ব্বক কেবল এইমাত্র নিবেদন করিতেছি যে, হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে যাবনিক প্রমাণ গ্রহণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ আমাদের শাস্ত্রে যখন সমস্ত তত্ত্ব পরিপূর্ণ, তখন অন্যত্র হইতে আমরা কি ঋণ করিব? আমাদের শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বসমূহ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সদৃশ উজ্জ্বল। তাহার তুলনায় অন্যদেশীয় ধর্ম্ম ও পারলৌকিক তত্ত্ব সকল খদ্যোতের ন্যায়। তাদৃশ খদ্যোতালোক প্রক্ষেপদ্বারা মহাগৌরবান্বিত শাস্ত্রীয় বিচারকে কলুষিত করা কর্ত্তব্য বোধ হয় না।

শাস্ত্রের প্রমাণ, ঋষির প্রমাণ, আচার্য্যের প্রমাণ, এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি এই সমস্তই আমাদের বল ভরসা। ভরসা করি, পাঠকগণ কেবল শাস্ত্রকেই সম্মান দিবার নিমিত্তে ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানদ্বারা আপনাদের হৃদয়াকাশকে আলোকিত করিবার নিমিত্তে এই সংগ্রহখানি পাঠ করিবেন। আমি এই সংগ্রহে কোন স্থানে শাস্ত্রীয় পারিভাষিক বিচার উপস্থিত করি নাই। কেননা ইহার উদ্দেশ্য তাহা নহে। প্রত্যুত সর্ব্বশাস্ত্রকে সমভাবে সম্মান দিতে ক্রটি করি নাই। পাণ্ডিত্যরাজ্যে সাংখ্য ও বেদান্তের সহস্র অনৈক্য থাকিলেও আমার বিশ্বাস এই যে পারমার্থিক-রাজ্যে তাঁহারা একবাক্য। এজন্য আমি অভিপ্রায়স্থলে উভয়কে সমভাবে গ্রহণ করিয়াছি। প্রমাণস্থলে অধিকাংশই উপনিষৎ, শারীরক সূত্র, গীতা এবং বিষ্ণুপুরাণকে আশ্রয় করিয়াছি। এই গ্রন্থের পূর্ব্বে আমি "বেদান্ত প্রবেশ" "সৃষ্টি," "বেদান্ত দর্শন," ও "প্রলয়-তত্ত্ব" নামে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছি তাহা পাঠপূর্ব্বক ইহা অধ্যয়ন করিলে ইহার তাৎপর্য্য অতি সহজে বোধগম্য হইবেক।

কিন্তু সংকলের পক্ষেই যে এই গ্রন্থ বোধগম্য হইবেক এমত আশা করিতে পারি না। ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে যত তত্ত্ব আছে তন্মধ্যে প্রকৃতি, সৃষ্টি, প্রলয়, বেদ, অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, জন্মান্তর, স্বর্গাদিভোগ এবং মোক্ষ এই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহ অতিশয় দুর্ব্বোধগম্য। এই পরলোক-তত্ত্ব নামক সংগ্রহের মধ্যে প্রসঙ্গাধীন সেই সমস্ত তত্ত্বই আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গ্রন্থখানি যার পর নাই কঠিন হইয়াছে। যাঁহারা বিচার-শাস্ত্রসমূহের অধ্যাপক তাঁহাদের পক্ষে সে সমস্ত তত্ত্ব-বোধ সুকঠিন নহে। কিন্তু তদ্ভিন্ন জনগণের পক্ষে তৎসমূহের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার।

৪। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত যে সমস্ত বিষয়-কর্ম্মী লোক বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণাদি শাস্ত্র অল্প বিস্তর শ্রবণ করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অনুরাগী হইয়াছেন; ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসভাসমূহের সহবাসে যাঁহাদের জ্ঞান ও জিজ্ঞাসাবৃত্তি স্বজাতীয়ভাবে উন্নত হইয়াছে; পক্ষান্তরে প্রেততত্ত্ব ও থিয়সফী সংক্রান্ত ইংরাজি গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণে তত্তদ্বিষয়ক বহু সংবাদ সঞ্চিত হইয়াছে, আর্য্য-শাস্ত্রীয় পরলোক-তত্ত্বের বিবরণ এই সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির অবশ্যই জানিবার ইচ্ছা আছে। আমার এই সামান্য সংগ্রহদ্বারা তাঁহাদের সেই জিজ্ঞাসাবৃত্তি যদি কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হয় তবে আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইবেক। তন্মধ্যে এই গ্রন্থপাঠদ্বারা সৌভাগ্যক্রমে যদি কাহারো ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার আধিক্য বা মুক্তির ইচ্ছা জন্মে তাহা হইলে শাস্ত্রকেই ধন্যবাদ দিবেন।

৫। এই গ্রন্থের যে যে অধ্যায়ে যে যে বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে গ্রন্থখানিকে পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য তদতিরিক্ত কতিপয় বিষয় নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে অদৃষ্টগর্ব্ভা প্রকৃতিই সকল আবির্ভাবের উপাদান কারণ। আমাদের প্রত্যক্ষ চক্ষু, কর্ণ ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট চর্ম্মাবৃত অস্থি মাংসময় দেহকে স্থূলদেহ কহে এবং অদৃশ্যমান-ইন্দ্রিয়-

শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তিবিশিষ্ট মনকে সূক্ষ্মদেহই কহে। ঐ স্থূলদেহ ও তাঁহার অদৃষ্ট-বীজরূপী সূক্ষ্মদেহ উভয়েই প্রকৃতির স্থূল সূক্ষ্ম পরিণাম। স্থূলদেহ বাহ্যপ্রকৃতিপ্রধান এবং সূক্ষ্মদেহ মানসিক প্রকৃতিপ্রধান। মৃত্যুসময়ে স্থূলদেহ পড়িয়া থাকে। জীবাত্মা কেবলমাত্র মনপ্রধান সূক্ষ্মদেহ লইয়া পরলোকগামী হন। এই নিমিত্তে আমি এই গ্রন্থের প্রথমেই প্রকৃতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণের সহিত সূক্ষ্মদেহের বিবরণ প্রদান করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে পর-লোকগামী জীবের লক্ষণ অনেক পরিমাণে বুঝা যাইবেক।

দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রে স্থূলদেহত্যক্ত জীবের পরলোকগমনার্থ একটি আধ্যাত্মিক শক্তি থাকা স্বীকার করেন। সেই শক্তি স্বর্গাদিলোক গমনের পথ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়। এমত উক্তি আছে যে, মৃত্যু-কালে তাহা তেজোময় মার্গরূপে জীবের সম্মুখে প্রকাশ পায়। শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারা জীবের হৃদয়ে যে শুভাশুভ ধাতু উৎপন্ন হয় তাকাই ঐ শক্তিরূপে গৃহীত হয়। স্থানে স্থানে তাহা নাড়ী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রুতি ও বেদান্তশাস্ত্র অর্চ্চিরভুবনগামী জীবের পক্ষে ঐ শক্তিকে তাড়িত-পন্থা এবং অমানব-বিদ্যুৎ-পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে সূক্ষ্ম-শরীরবিষয়ক সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রদর্শনের পর আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাগুক্ত আতিবাহিকী বিদ্যুৎশক্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে শাস্ত্রে পরলোকগমনার্থ যে পথ, নাড়ী বা দ্যুৎ কল্পনা করেন তাহা জীবের কর্ম্ম-নিষ্পন্ন আধ্যাত্মিক তাড়িতশক্তি মাত্র।

তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবিধ পারলৌকিক ভোগস্থান ও ভোগ-ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রকার অর্চ্চির-ধামবাসী মহাত্মাদিগের বিবরণ আছে। তৎপাঠে দৃষ্ট হইবে যে তাঁহারা দ্বিবিধ। কতক পতনশীল, আর কতক ক্রমমুক্তি-ভাগী ও সগুণমুক্তিপ্রাপ্ত। বেদান্তে কহেন যে, মনের সঙ্কল্পদ্বারা তাঁহারা পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ প্রভৃতি পরলোকগত আত্মীয়দিগকে দর্শন,

ইচ্ছামতে, দেহধারণ ও উপসংহরণ এবং ইচ্ছাপ্রভাবে গন্ধমাল্যাদি উপভোগ প্রভৃতি আনন্দ সম্ভোগ করেন।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সর্ব্বপ্রকার স্বর্গভোগই মহামায়া-স্বরূপিণী প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি পরিবর্ত্তন-শীলা কখন ব্যক্ত কখন অব্যক্ত রাত্রিস্বরূপিণী। বিশেষতঃ যে ব্রহ্মজ্ঞানী সাধুর হৃদয়ে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে তাঁহার প্রভাব রজ্জু-আশ্রিত ভ্রম সর্প-বৎ মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই সত্য। অতএব শাস্ত্র কহেন যে, কেবল ব্রহ্মরূপ পরম মোক্ষই সত্য এবং স্বর্গভোগাদি অপর সমস্ত সুখ পরমার্থতঃ অনিত্য এবং মিথ্যা। এই কারণে আমি সপ্তম অধ্যায়ে আর্য্যশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত যে নির্গুণমুক্তি তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম নিবেদন করিয়াছি। ঐ মোক্ষ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বলিয়া উক্ত হয়। উহাতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে ব্রহ্মরূপ পরম নিকেতনে, পরমাত্মস্বরূপে, জীবের অবস্থিতি হয়। তথা স্থান পাইলে আর পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিতে হয় না। সেই পরমাত্মীয় মোক্ষ প্রতিপাদনই এই গ্রন্থের মুখ্য প্রয়োজন।

৬। অনাবশ্যক বিধায় আমি এই গ্রন্থে জীবাত্মার অমরত্ব প্রমাণার্থ কোন যুক্তি বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই। ফলে জীবের কল্পকল্পান্তর-ভোগ্য সূক্ষ্ম ও কারণদেহ সম্বন্ধে এবং তাঁহার পরলোক গমনার্থ মহাতেজসম্পন্ন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে সমস্ত মীমাংসা উদ্ধৃত করিয়াছি, ভরসা করি তাহার দ্বারা ঐ অভাব অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইতে পারিবেক। যাঁহারা জীবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন হয়ত ঐ সমস্ত অধ্যয়নদ্বারা তাঁহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে পারিবে। কিন্তু যাঁহাদের আদৌ সে তত্ত্বে বিশ্বাস নাই তাঁহাদের পক্ষে কোন শাস্ত্রীয় বা লৌকিক যুক্তি যে ফলোপধায়ী হইবে না সে কথা বলা বাহুল্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মার্গবিচার।

তৃতীয় অধ্যায়।

নরকগতি প্রকরণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গীয় গতি বা দক্ষিণ মার্গ।

পঞ্চম অধ্যায়।

সপ্তস্বর্গের শৃঙ্খলা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূর্য্যোপলক্ষিত স্বর্গীয়গতি বা উত্তর মার্গ।

১। দেবযান বা দেবস্বর্গ।

২। বিষ্ণুপদাখ্য ঊর্দ্ধস্বর্গ।

সপ্তম অধ্যায়।

নির্গুণ-মুক্তি।

উপসংহার।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৪	শারীরিক	শারীরক
১৫	১২	ব্রহ্ম	ব্রহ্ম।
১৭	৭	কহে	কহেন
৫৪	২৪	পিতৃলোক	পিতৃলোকে
৫৭	১	শাস্ত্রকর্ম্মীগণকে	শাস্ত্র, কর্ম্মীগণকে
৬৮	২২	নহিবৈ	নহবৈ

পরলোক-তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর।

১। শাস্ত্রের মধ্যে এমন অনেক তত্ত্ব আছে যাহা প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞানব্যতীত বুঝা যায় না, অতএব প্রকৃতির যে অংশের জ্ঞান লাভ হইলে যে তত্ত্ব সহজে বুঝা যায়, অগ্রে সেই অংশের সংক্ষেপ মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। আমি "প্রলয়তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে "শব্দার্থ" প্রকরণে যে কতিপয় তত্ত্বের সংক্ষেপার্থ বলিয়াছি তাহা পাঠ করিলে ঐ অভাব অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইবে। তথাপি উপস্থিত ক্ষেত্রে "স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-শরীর" এ সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার অগ্রে প্রকৃতিঘটিত যে সকল কথা জানা উচিত তাহা নিম্নে বলিতেছি।

প্রকৃতি ঈশ্বরেরই সৃষ্টিশক্তি অথচ জীবের অনাদি অদৃষ্ট ও কর্ম্মবীজস্বরূপিণী। শাস্ত্রে তাঁহার দুই পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে "সদসদাত্মিকা" বিশেষণ দিয়াছেন। তিনি সৃষ্টিকালে যখন ব্যক্ত হন তখনই তাঁহার "সৎ" পক্ষের আবির্ভাব হয় এবং প্রলয়-কালে যখন পুনঃ অব্যক্তাবস্থা লাভ করেন তখনই তিনি "অসৎ" পক্ষ অবলম্বন করেন।

তাঁহার "সৎ" পক্ষ প্রকটিত-দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট, উজ্জ্বল ও চঞ্চল-গুণযুক্ত। এই সমস্ত জগৎ সেই পক্ষের পরিণাম। আকাশাদি ক্রমে পঞ্চভূত, তদন্তর্গত সূর্য্য চন্দ্র তারাগণ-বিনির্ম্মিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, জীবের মন সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, স্থূলশরীর এবং তৎসমূহের দীপ্তিদাতা দেবগণ এ সমস্তই দ্রব্যধাতুবিশিষ্টা প্রকৃতির বিকার।

তাঁহার "অসৎ" পক্ষ অপ্রকটিত-দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট, ঐ সমস্ত পদার্থের অব্যক্তবীজস্বরূপ, নিরাকার, বাক্য মনের অগোচর, তমঃ-স্বভাববিশিষ্ট এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয়স্থান।

ঐ উভয় পক্ষই দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট। প্রলয়কালে আকাশাদি সমস্ত পদার্থ, মনাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত দেবগণ, তাঁহাতে অব্যক্তরূপে অবস্থিতি করে। সৃষ্টিকালে তাহারা ব্যক্ত হয়। সুতরাং প্রলয়সময়েও কোন ভূতের বা ইন্দ্রিয়ের দ্রব্যত্ব তিরোহিত হয় না কেবল অব্যক্ত থাকে এইমাত্র। সেই দ্রব্যধাতু কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, কেননা প্রলয়-প্রলয়ান্তে তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড পুনঃ পুনঃ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ অবস্থাবিশেষে ঐ দ্রব্যধাতুর আত্যন্তিক বিনাশ হইয়া থাকে। সেরূপ বিনাশ সার্ব্বভৌমিক নহে। সুতরাং তাহাতে সৃষ্টির আত্যন্তিক উচ্ছেদ হয় না। কোন্ অবস্থায়, কাহার সম্বন্ধে, কিরূপ ফলের সহিত ঐ সৃষ্টি-বীজস্বরূপ দ্রব্যধাতুর বিনাশ হয় তাহা বলা যাইতেছে।

সৃষ্টিসম্বন্ধে প্রকৃতি যেমন সদসদাত্মিকা ও দ্রব্যধাতুবিশিষ্টা, জ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি সেইরূপ একেবারেই পূর্ণ অসদাত্মিকা এবং মায়া-মাত্র। জ্ঞান প্রকৃতির বিনাশক।

২। শাস্ত্রানুসারে সেই অদৃষ্টরূপিণী প্রকৃতি হইতে জীবের ভোগের নিমিত্তে এই সৃষ্টিরূপ ঐশ্বর্য্য বিস্তৃত হয়। কি বাহ্য জগৎ

কি ইন্দ্রিয় প্রাণ, কি মানসিক প্রকৃতি সমস্তই জীবের ভোগ্য প্রাকৃতিক মহৈশ্বর্য্য বিশেষ।

যদি অদৃষ্টের ফলভোক্তাস্বরূপ জীব না থাকিত এবং ভোগের প্রয়োজন না হইত তবে ঈশ্বরীয়শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিনাম্নী পরমমাতা স্থূল সূক্ষ্ম বসনে ভূষিত হইয়া সূর্য্যচন্দ্র-খচিত, তেজ-বায়ু-বারিমৃত্তিকাবিরচিত, ধনধান্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেন না এবং জীবের হৃদয়াকাশেও মানসিক প্রকৃতিরূপে সূক্ষ্মাকারে অধিষ্ঠান করিতেন না।

প্রকৃতি অনাদি অনন্ত। জীবও অনাদি-অনন্তকাল বিদ্যমান। জীবের সন্নিধানে তাঁহার কর্ম্মজা প্রকৃতিরূপ পরমৈশ্বর্য্য অনাদিকাল হইতে উপস্থিত থাকায় জীবেতে তদ্ভোগার্থ বাসনার উদয় হয়। সে বাসনাও প্রকৃতির সূক্ষ্ম রূপান্তরমাত্র।

সেই বাসনাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রকৃতির নিয়ামক পরমেশ্বরের নিয়মে প্রকৃতির গর্ভ্ভ হইতে এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়। তাহা অদৃষ্টের তারতম্য অনুসারে পঞ্চভূত, অন্ন, জল, বল, বীর্য্য, মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা জীবের সেবা করিয়া থাকে।

৩। উক্ত প্রকৃতিস্বরূপিণী রাজলক্ষ্মীকে সম্ভোগ দ্বারা জীবের বাসনা নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃতির কর্ম্ম সমাধা হয়। তখন যেমন ভোগ-সাধিনী কুলটা নারী সম্ভোগে অশক্ত বৃদ্ধ পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করে, সেইরূপ অনাদি কামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী প্রকৃতি ঐ নিষ্কাম পুরুষকে অবাধে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

তখন ঐ পুরুষের অদৃষ্টগর্ভ্ভা মানসিক প্রকৃতি ভর্জিতবীজবৎ অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়। সুতরাং যত দিন এসংসারে জীবিত থাকেন, ততদিন সন্ন্যাসির ন্যায় কালাতিপাত করেন।

কালপ্রাপ্তে তাঁহার দেহারম্ভক ভূতগণ বাহ্যপ্রকৃতিতে লীন হয় এবং বাসনাশূন্যতাবশতঃ অদৃষ্টরূপিণী আন্তরিক প্রকৃতি ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হইয়া যায়।

তিনি চান না বলিয়া আর তাঁহার প্রকৃতিভোগ হয় না, সংসারে আসিতে হয় না, সুতরাং জন্ম হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে এই সৃষ্টি বিলুপ্ত হয়, সকল বন্ধন ক্ষয় হয়, হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হয়। তিনি কেবল পরমাত্মস্বরূপ লাভ করেন।

৪। মহামায়া-স্বরূপিণী অনাদি অদৃষ্ট ও কর্ম্মবীজময়ী প্রকৃতির ঐ পর্য্যন্তই উদ্দেশ্য। তিনি জীবকে মাতার ন্যায় প্রতিপালনপূর্ব্বক, স্ত্রীর ন্যায় তোষণপূর্ব্বক, জলদবিস্ফারিত সৌদামিনীর ন্যায় অন্তর্ধান করেন। জীব তখন পরমাত্মস্বরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন। তাহারই নাম ব্রহ্মলাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান।

এইরূপ স্বাধীনতা যে জীবের পক্ষে উপস্থিত হয়, সেই জীব-মাত্র মুক্ত হন, প্রকৃতি কেবল তাঁহাকেই ত্যাগ করেন; কিন্তু সে সময়ে অন্যান্য জীবের পক্ষে তাঁহার প্রভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান থাকে। তাঁহাদের পক্ষে অনাদি অনন্ত এবং প্রবাহরূপে নিত্য সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে। যদ্রূপ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া এক ব্যক্তির জ্ঞান ও তাদৃশ জ্ঞান জন্য রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং তজ্জন্য ভয় নিবারণ হইলেও, অন্যান্য ব্যক্তি তখনও সেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভাবিতে পারে এবং তাদৃশ ভ্রমদৃশ্য হইতে তাহাদের ভয় জন্মিতে পারে, সেইরূপ কোন এক ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন রহিত হইলেও অপর সকলের পক্ষে তাহা রহিত হয় না।

যাঁহার পক্ষে রহিত হয় তাঁহারই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মুক্তি-পদলাভ হয়। ঐ পদ ভূলোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থূল সূক্ষ্ম সৃষ্টিপ্রবাহের পরপারে এবং প্রকৃতির অনন্ত মায়াচক্রের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে উত্থানই জীবের শেষ গতি এবং নির্ব্বাণাখ্য

পরম পদ। ঐ অবস্থায় অলৌকিক প্রেমানন্দযুক্ত একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই জীবকে আশ্রয় করে।

৫। ঐ জ্ঞানরূপ মিহিরের উদয়ে প্রকৃতি তাঁহার সমগ্র শক্তি ও আবির্ভাবের সহিত বিগত হন। তাঁহার বিরচিত বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, পুণ্য, পাপ এবং অদৃষ্ট নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থা উপলক্ষে শাস্ত্রে প্রকৃতিকে পরমার্থতঃ মিছা মায়া বলেন। এবং তাঁহার সৃষ্ট্যুপযোগী দ্রব্যত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ যাহা কিছু দিন সত্যের ন্যায় দেখা যায়, তাহাকে স্বরূপতঃ ইন্দ্রজাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই ভাবের ভাবুক হইয়া শাস্ত্র অনেকস্থলে "ভৌতিক-প্রস্থান" ত্যাগপূর্ব্বক "আহঙ্কারিক-প্রস্থানের" পক্ষপাতী হইয়াছেন।

আহঙ্কারিক-প্রস্থানের তাৎপর্য্য এই যে, কিছুই প্রকৃত ভৌতিক বা দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট নহে। প্রকৃতি জীবের অদৃষ্ট বা বাসনাস্থানে থাকিয়া ভোগায়তনরূপ স্থূল সূক্ষ্মদেহ এবং ভোগ জন্য এই মায়াময়-জগৎ রচনা করিতেছে। সে সমস্ত অহঙ্কারবশতঃ অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানাত্মক "অহং" ও "ইদং" ভাবসমুদ্ভূত বাসনাধিকারে সত্যের ন্যায় দেখা যাইতেছে। জ্ঞানোদয়ে ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হইবেক।

৬। এতদূরে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-শরীর বুঝিবার সুবিধা হইবে বিবেচনায় নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, জীবেতে তাঁহার কর্ম্মজা অনাদি প্রকৃতিজনিত যে বাসনা থাকে তাহাও প্রকৃতির রূপ। সেই বাসনা সুসিদ্ধি জন্য জীব কর্ম্মদ্বারা যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ চরিত্র উপার্জ্জন করেন তাহাও প্রকৃতির রূপান্তর। সেই অনাদি কর্ম্মনিষ্পন্ন প্রকৃতি ও তাহার সর্ব্বপ্রকার রূপান্তরই অদৃষ্ট শব্দের বাচ্য। সেই অদৃষ্ট জৈবিকপ্রকৃতিনামে এবং স্থূলতর দ্রব্যধাতুবিশিষ্টা প্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতি নামে কথিত হয়।

"অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং।" (মুণ্ডকে ১।১।৮) অব্যাকৃত অন্নস্বরূপিণী প্রকৃতিই "প্রাণ" অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ; "মন" অর্থাৎ জৈবিক প্রকৃতি, "সত্য" অর্থাৎ পঞ্চভূত, "লোকা" অর্থাৎ পঞ্চভূতবিরচিত ভূরাদি লোকমণ্ডল, "কর্ম্ম" অর্থাৎ সেই সকল লোকমণ্ডলের অধিবাসীগণের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং "অমৃত" অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রভৃতিরূপে যথাক্রম-কারণতা অবলম্বনপূর্ব্বক পরিণত হয়েন। তাঁহার এই স্থূল সূক্ষ্ম মহিমা সর্ব্বশাস্ত্র একতানে গান করিয়া থাকেন।

যখন প্রলয়দ্বারা জগৎ-সংসার সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম অব্যাকৃত মূল প্রকৃতিরূপে অবস্থান করে, তখন অদৃষ্টরূপিণী জৈবিক প্রকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতি উভয়েই স্ব স্ব আপেক্ষিক স্থূল সূক্ষ্ম আকৃতি বিসর্জনপূর্ব্বক তাহাতে লয় পাইয়া থাকে। জৈবিক প্রকৃতি নিরুদ্ধ বৃত্তিতে এবং তাহার সহিত বাহ্যপ্রকৃতি অব্যক্তভাবে লীন হয়। ভেদজাত সকল বিনষ্ট হইয়া ঐ উভয় ধর্ম্মবিশিষ্টা একমাত্র প্রকৃতি ভাবি-সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ বীজের সহিত অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করেন।

পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে জীবসকল যেমন স্ব স্ব অদৃষ্ট অর্থাৎ জৈবিক প্রকৃতির সহিত প্রকটিত হন, সেইরূপ তাঁহাদের অদৃষ্ট অনুসারে প্রকৃতি ভোগ্যবস্তুস্বরূপেও পরিণত হয়েন। তাহাতে ইন্দ্রিয়াদি-সম্পন্ন দেহ ও তদ্ভোগ্য অন্নাদি জন্মে।

৭। এস্থলে প্রকৃতিই অদৃষ্টরূপে সৃষ্টির উত্তেজিকা এবং প্রকৃতিই ভোগ্যবস্তুরূপে সৃষ্টির ও অদৃষ্টের উত্তরসাধিকা। প্রলয় দ্বারা জগৎ-সংসার অদৃশ্য হইলে সেই প্রকৃতিরূপ বীজের ধ্বংস হয় না। সুতরাং প্রকৃতিই সর্ব্বভূতের কারণ-শরীর। কেননা, সর্ব্বভূতের কারণতা তাঁহাতেই অবস্থিতি করে।

যত দিন বাসনামূলক জৈবিক প্রকৃতি থাকিবেক তত দিন

প্রকৃতি শরীর ও ভোগ সংঘটন করিবেই করিবে। কোটি কোটি মহাপ্রলয় হইলেও ঐ কারণ-শরীর ধ্বংস হইবে না।

অতএব একথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের কারণ-শরীর আমাদেরই অন্তরে আছে। প্রকৃতি সেইখানে সমস্ত ভাবিদেহের বীজস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীরের ব্যবহার নিবৃত্তি পায়, কেবল মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সৃষ্টি বিরচিত হয়, এবং যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় সে সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মসৃষ্টির ব্যবহার নিবৃত্ত হয়, কেবল কারণদেহ মাত্র বীজরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ মৃত্যুদ্বারা জীবের স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলেও মনাদি সূক্ষ্মদেহ জীবিত থাকে ও প্রলয়ে মনঃপ্রভৃতি সূক্ষ্মদেহ নিরুদ্ধবৃত্তি লাভ করিলেও, প্রকৃতি তৎসর্ব্বভূতের কারণস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। অতএব পণ্ডিতেরা যুক্তিযুক্তরূপেই প্রকৃতিকে কারণ-শরীর বলেন।

৮। সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতিরূপ বীজ হইতে এক দিকে জীবের বাসনা ও কর্ম্ম উদ্ভব হয়, অন্যদিকে দশবিধ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সূক্ষ্ম শক্তিযুক্ত অঙ্গ ও তত্তদঙ্গের স্থূলাবির্ভাব-স্বরূপ স্থূল দেহ সংঘটিত হয়। অপরদিকে তাহাদের ভোগ্য বাহ্য-বস্তু সকল যথোপযুক্তরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত সপ্তদশ সূক্ষ্ম অঙ্গ সমষ্টিভাবে সূক্ষ্ম শরীর শব্দের বাচ্য। বাহ্যতঃ স্থূল দেহে সংলগ্ন যে কর্ণ, ত্বচ, চক্ষু, রসনা, নাসা, হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু ও জননেন্দ্রিয় দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয় নহে এবং তাহাকে সূক্ষ্ম অঙ্গ বলাও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তত্তদিন্দ্রিয় গোলোকে দীপ্তিমান শব্দস্পর্শরূপাদি গ্রহণের যে সূক্ষ্ম-শক্তি বিদ্যমান আছে তাহাকেই ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মাঙ্গ বলা উদ্দেশ্য। উক্ত দশ ইন্দ্রিয় ও তৎসহিত পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অঙ্গকে সূক্ষ্ম শরীর কহে।

সৃষ্টিকালে কারণ-শরীরস্বরূপিণী জৈবিক ও ভৌতিকধর্ম্মিণী প্রকৃতি হইতে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে এবং যথা অদৃষ্ট জীবকে তদনুযায়ী স্থূল দেহ রচনা করিয়া দেয়। অতএব কারণ-শরীর যেমন সূক্ষ্মদেহের অব্যবহিত কারণ, সূক্ষ্মদেহ সেইরূপ স্থূলদেহের অব্যবহিত কারণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের কারণ-শরীর আমাদের অন্তরেই আছে, সুতরাং সূক্ষ্মদেহের বীজও সেইখানে। ঐ কারণ-রূপী বীজ ও তাহার অঙ্কুরস্বরূপ সূক্ষ্মদেহ মহাসূক্ষ্ম দ্রব্যধাতু-বিশিষ্ট। জ্ঞানের দৃষ্টিতে তাহা ইন্দ্রজাল হইলেও সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্তে তাহা সুসূক্ষ্ম দ্রব্যময় ধাতুস্বরূপ। পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ তাহাতে বিদ্যমান আছে। তথা প্রকৃতির ভৌতিক ধর্ম্মই উপাদান, পরিণামী বা সমবায়ী কারণ। এবং অদৃষ্ট তাহাকে অঙ্কুরিত করণার্থ জলসেকস্বরূপ।

মহর্ষি কপিল কহেন, "সপ্তদশৈকং লিঙ্গং" (৩।৯) লিঙ্গ-দেহ সপ্তদশ অঙ্গের সমষ্টি। এই সপ্তদশ অঙ্গের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্মভূতাংশ আছে। অতএব সূক্ষ্মদেহ দ্রব্যধাতুতে বিনির্ম্মিত। প্রকৃতির ভৌতিক ধর্ম্মই তাহার উপাদানকারণ। "প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাংকার্য্যত্বশ্রুতে।" (৬।৩২) প্রকৃতি আদ্য-উপাদান, তাহা হইতে মনাদি ইন্দ্রিয়গণ জন্মিয়াছে। কেবল কর্ম্ম তাদৃশ উপাদানকারণ নহে। "নকর্ম্ম উপাদানত্বাযোগাৎ।" (১।৮১) কর্ম্ম উপাদানকারণের যোগ্য নহে। ফলে প্রকৃতির সহকারীরূপে তাহা মনাদি ইন্দ্রিয়গণের "নিমিত্ত" বা "অসমবায়ী" কারণ বটে। যদিও কপিল ইন্দ্রিয়গণকে আহংকারিক বলেন, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহার ভূতত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহার ভৌতিকত্ব অতি সূক্ষ্ম। তাহা পঞ্চ-

ভূতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেজোময় ধাতুসমূহ দ্বারা বিরচিত, এ নিমিত্ত তাহাকে তৈজস কহে। ভূতগণের আদ্য উপাদান ও অন্তিম সংশোধিত পরিণামস্বরূপ যে তেজঃ-শক্তিসমূহ তাহাই সূক্ষ্মদেহের উপাদান। সে শক্তি মহত্তত্ত্বসম্পন্ন প্রকৃতিস্বরূপিণী। সুতরাং প্রকৃতিই তাহার উপাদান এবং জৈবিকপ্রকৃতিজ অহংকার তাহার নিমিত্ত কারণ। ফলে মূলতঃ প্রকৃতিই কর্ম্ম, অদৃষ্ট, অহঙ্কার ও ভূতগণের অনাদি বীজরূপিণী।

মনু কহিয়াছেন, "তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ।" (১২।১৭) স্থূল শরীরনাশে সূক্ষ্মদেহ তদীয় আরম্ভক ভূতাংশে বিলীন হইয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং সূক্ষ্ম দেহ ভূতমাত্রাবিনির্ম্মিত।

ব্যাসদেব কহিয়াছেন, "অন্তরাবিজ্ঞানমনসিক্রমেণতল্লিঙ্গানি-চেন্নবিশেষাৎ।" (২।৩।১৫) প্রাণমনপ্রভৃতি ভূতজ। ইন্দ্রিয়গণও ভূতজ। বেদান্তসারে আছে, "এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎপদ্যন্তে।" সূক্ষ্মভূত সকল হইতে অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতির সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি সুসূক্ষ্ম তেজোময় ভাগবিশেষ হইতে সূক্ষ্মদেহ ও তাহাদের পঞ্চীকৃত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত স্থূলতর ভাগবিশেষ হইতে স্থূল ভূতগণ ও স্থূলদেহ জন্মে।

সূক্ষ্ম শরীর তৈজস পদার্থ বটে, এবং চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, কিন্তু তাহাই স্থূল দেহের বীজ। বটকণিকাতে যেমন অদৃশ্যভাবে ভাবি-প্রকাণ্ড বৃক্ষ-উৎপাদনের বীজশক্তি বিলীন থাকে অর্থাৎ তদন্তর্গত সেই অদৃশ্য শক্তি যেমন মৃত্তিকা ও জলসহযোগে ক্রমে উত্তুঙ্গ তরুবর-রূপে পরিণত হয়, ঐ সূক্ষ্মদেহরূপ অদৃশ্য বীজশক্তি সেইরূপ অদৃষ্ট-রূপভূমি এবং অনাদিবিষয়তৃষ্ণানিবারণোপযোগীচেষ্টারূপ জলসেক সহকারে অঙ্কুরিত ও ভাবি স্থূলদেহরূপে উদয় হয়। অতএব স্থূল উৎপাদনের বীজত্ব ঐ সূক্ষ্মেতে আছে।

পূর্ব্বকালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, জীব পরলোকে গমন সময়ে সূক্ষ্মভূতস্বরূপ স্থূলদেহের বীজযুক্ত হইয়া গমন করেন, কি গম্য-স্থানে সূক্ষ্মভূতের সুলভত্ব হেতু ভূতসংসর্গবিহীন হইয়া যান? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরিক মীমাংসায় (৩।১।১—৭) বিচার করিয়াছেন যে, "তদন্তর প্রতিপত্তৌরংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং।" জীব পরলোকে গমন সময়ে দেহা-রম্ভক পঞ্চ সূক্ষ্মভূত সঙ্গে লইয়া যান। তাহাই তাঁহার ভাবিদেহের অপ্রকট-বীজস্বরূপ। এস্থলে বহুবিচারের পর আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "তস্মাৎ বীজৈর্ব্বেষ্টিতএব পরলোকং গচ্ছতীতি।" অতএব জীব স্বীয় ভাবিজন্মের স্থূল-শরীরের বীজের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরলোকে গমন করে। তাহা অদৃষ্টস্বরূপ প্রকৃতিনিষ্পন্ন ও কর্ম্মপালিত বীজ। সুতরাং পরলোকে তাহা সুলভ নহে। এজন্য তাহা সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ সেই বীজের দ্বারা অনু-স্যূত। ভাবার্থ এই যে, মৃত্যুর পর জীব যে কোন লোকে যে কোন রূপ শরীর ধারণ করেন তাহা বস্তুতন্ত্র নহে। তাহা কেবল তাঁহার স্বীয়-কর্ত্তৃতন্ত্র। সুতরাং মায়িক ও পরমার্থতঃ মিথ্যা। সর্ব্ব-শাস্ত্রের শিরোমণি বেদান্তের ইহাই সিদ্ধান্ত।

৯। মৃত্যুসময়ে স্থূলদেহ পড়িয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ জীবের সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে গিয়া জীবের অদৃষ্টানুযায়ী অন্য স্থূলদেহ সম্পাদন করে।

সূক্ষ্মদেহ যেন প্রতিজন্মের স্থূলদেহের মেরুদণ্ড ও পঞ্জরস্বরূপ। জীবের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে ঐ সূক্ষ্মদেহের আধ্যাত্মিক আকার যেরূপ বিরচিত হয়, স্থূল পঞ্চভূত সেই মূল আকৃতির উপরি তদনু-যায়ী স্থূলদেহ বিন্যস্ত করিয়া থাকে।

জীব শুভাদৃষ্টজন্য যদি স্বর্গবাসী হন তবে তাঁহার সূক্ষ্মদেহের পবিত্রতা অনুসারে উৎকৃষ্ট তেজোময় এবং স্বচ্ছ শরীর লাভ হইয়া

থাকে। তিনি তথা তাহার উপযুক্ত ভোগ্যবিষয় লাভ করেন। যদি দুরদৃষ্ট জন্য নরক-যন্ত্রণায় পতিত হন তবে তাঁহার তদবস্থাপন্ন সূক্ষ্মদেহের মালিন্যানুরূপ-যাতনা সহ কোনরূপ স্থূলদেহ জন্মে।

কাঠকে (৫।৭)। "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যে নু সংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং।" এই শ্রুতির পূজ্যপাদ-ভাষ্যকারসম্মত অর্থ এই,—মরণের পর আত্মা যেরূপ প্রকারে শরীর ধারণ করে, হে গৌতম! তাহা শ্রবণ কর। অবিদ্যাবন্ত মূঢ় জনেরা শুক্রবীজসমন্বিত হইয়া শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বারযোগে দেহীদিগের গর্ভে প্রবেশ করে। আর অত্যন্তাধম জন সকল মৃত্যুর পর বৃক্ষাদি স্থাবরভাব লাভ করে। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম এবং যেমন বিজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে সে তদনুরূপ শরীর প্রাপ্ত হয়।

মুণ্ডকে ১।২।১১। "তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাং-সোভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ সপুরুষোহ্যব্যয়াত্মা।" যে সকল জ্ঞানযুক্ত বানপ্রস্থগণ আশ্রমবিহিত তপস্যা ও শ্রদ্ধা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি ঐশ্বর্য্যবিদ্যার সেবা করেন তাঁহারা বিরজ হইয়া তেজোপথদ্বারা সত্যলোকাদিতে গমন করেন। তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ যেমন পবিত্র ও নির্ম্মল এবং তথাকার ঐশ্বর্য্য যেমন সূক্ষ্ম তাঁহাদের তদনুরূপ নির্ম্মল ভোগায়তন শরীর লাভ হয়।

১০। শাস্ত্রানুসারে দেহান্তর প্রাপ্তি স্বাভাবিক। মন-প্রধান সূক্ষ্মদেহই তাহার অবশ্যম্ভাবী হেতু। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম-দেহ মায়ার রূপবিশেষ ভৌতিক সূক্ষ্ম উপাদানে বিরচিত। মন সূক্ষ্মদেহের প্রধান অঙ্গ এবং পরিচালক। সুতরাং মনই দেহান্তর যোজনার অব্যক্ত বীজ। কিন্তু সামান্য বিষয়-বুদ্ধি দ্বারা অথবা ব্যবহারিক পদার্থ-বিদ্যার সাহায্যে সে নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শাস্ত্রের এই একটী সার সিদ্ধান্ত

যে, কেবল বাসনাকে চরিতার্থ করার নিমিত্তেই পদার্থের আবির্ভাব। পদার্থ আবির্ভূত হওয়ার বীজ বাসনাতেই আছে। স্থুল-দেহ প্রকাশের বীজও সেইরূপ বাসনাক্ষেত্র-মনেতেই আছে। তাহা অঙ্কুরিত হইবার জন্য জগদীশ্বর যে সমস্ত বিধিরূপ ক্ষেত্রাদি নিরূপণ করিয়াছেন তৎসংযোগাধীন ভোগায়তনস্বরূপ শরীর প্রকাশ পায়। মনেতে যেরূপ ভোগের স্পৃহা, যেরূপ শরীরের ধ্যান, যেরূপ প্রকৃতির আবির্ভাব, যেরূপ কর্ম্মের ভাব এবং যেরূপ জ্ঞান ধর্ম্মের প্রভাব থাকে মানসিক বীজশক্তির এমনি মহিমা যে, মৃত্যুর পর জীবকে তদুপযুক্ত দেহ প্রদান করে। যেমন বটবীজস্থা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই শক্তির পুষ্টি অপুষ্টি অনুযায়ী ভাবি বটবৃক্ষ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় মন-প্রধান সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয়পূর্ব্বক ভাবি স্থুলদেহ অপেক্ষা করিয়া থাকে। বীজকোষ বিদীর্ণ হইয়া যেমন অঙ্কুর দেখা দেয়, স্থুলদেহ বিনাশে সেইরূপ নূতন দেহ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

স্থুলদেহকে জীব স্বপ্নাবস্থায় ব্যবহার করিতে পারে না। তৎকালে মন-প্রধান সূক্ষ্মদেহরূপ বীজ হইতে পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে অভিনব স্বপ্ন-দেহ জন্মে। তাহাই অবলম্বনপূর্ব্বক জীব স্বপ্ন-রাজ্যের ফলভোগ করেন। মনই ঐরূপ দেহঘটনের হেতু। তদ্রূপ মৃত্যুর পর সেই মনস্থিত পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে এই পৃথিবীতে বা অন্য লোকে জীবের যে অভিনব দেহ আবির্ভূত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি আছে?

১১। যেমন এক স্বপ্ন-দেহের ব্যাপারকালে পূর্ব্ব স্বপ্নসময়ে স্বতন্ত্র আর একটি স্বপ্নদেহ ছিল এমন স্মরণ হয় না, সেইরূপ পরজন্মে পূর্ব্বজন্মরূপ দেহ থাকার কথা মনে পড়ে না। ইহার কারণ এই যে, স্বপ্নেতে মন যে দেহ, যে কাম্যবিষয় ও যে সৃষ্টি রচনা করে তাহার বাস্তবিক সত্তা নাই। সুতরাং পরস্বপ্ন-দেহাবচ্ছিন্ন জীব

পূর্ব্বস্বপ্নকালীন দেহ ও ব্যাপারসমূহকে স্মরণ করিতে পারে না। এক মিথ্যা অভিমান কি প্রকারে অন্য মিথ্যার স্মরণ করিবে?

ঐরূপ জীবের দেহধারণ কেবল মায়া জন্য। তাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা। আকাশ-কুসুমবৎ মিথ্যা নহে বটে, কিন্তু জাগ্রদবস্থার তুলনায় স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, তত্ত্বজ্ঞানের তুলনায় দেহধারণাদি সেইরূপ মিথ্যা। সেই জন্য পণ্ডিতেরা দেহ ও তদ্ভোগ্য ভব-বিভবকে স্বপ্নতুল্য বলেন। জ্ঞানজাগ্রত মহাপুরুষেরা সংসার-সুখস্বপ্নবিমোহিত জনগণকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত কহিয়াছেন, "তুমি কার কে তোমার, কারে বল হে আপন। মহামায়ানিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।"

স্বরূপতঃ মিথ্যা, স্বপ্ন দেহতুল্য, মহামায়াবিরচিত, এক জন্মের প্রাকৃতিক দেহাবচ্ছিন্ন স্বপ্নতুল্য ভোগনিষ্ঠ জীব কিরূপে তত্তুল্য-স্বরূপতঃ মিথ্যা পূর্ব্বদেহের ঘটনাসকল স্মরণ করিবে? অতএব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যত দিন জীব মায়াবিরচিত অদৃষ্টবশতঃ দেহের অধীন থাকিবে, তত দিন পূর্ব্বজন্মের কথা মনে করিতে পারিবে না।

কিন্তু যেমন জীবের সামান্য স্বপ্নরূপ নিদ্রা হইতে জাগরণ হইলে স্বপ্নদেহকালীন ঘটনাসকল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু স্বপ্নের কথা স্মরণ হয়, সেইরূপ অনাদি মায়ানিদ্রা হইতে জ্ঞানস্বরূপে জাগরণ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে পড়ে। নতুবা এক স্বপ্নের প্রবাহকালে যেমন তৎকালীন ঘটনাবলির কথঞ্চিৎ ধারাবাহিক স্মৃতিমাত্র সম্ভব, সেইরূপ এক জন্মের প্রবাহমধ্যে সেই জন্মেরই ঘটনাসকল স্মরণ হওয়া সম্ভব। কেবল মায়ানিদ্রা হইতে জাগরণ হইলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ব্যাপার সকল স্বপ্নবৎ মনে পড়িতে পারে।

কেবল জ্ঞান-যোগীগণই মায়ানিদ্রা হইতে জাগ্রত। অন্যে মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। তাঁহারা স্বপ্নবৎ বিষয়-সুখ-

ভোগ করিতেছেন সত্য; কিন্তু তাহা অনিত্য।" শুদ্ধ অনিত্য নহে, কিন্তু মায়া-স্বপ্ননামক মহারোগ। অতএব সাধুর কথা এই—"যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে ?" পঞ্চদশী (৬। ২১০) "মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব নচান্যথা। স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীয়তে যথা।" মুক্তিফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান-ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, যেমন স্বীয় স্বপ্নাবস্থা নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় জাগরণব্যতীত অন্য উপায় নাই। অর্থাৎ "ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান-মন্তরেণ তদজ্ঞানকল্পিতঃ স্বসংসারো ন নিবর্ত্তত ইতি ভাবঃ।" ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান বিনা অজ্ঞানকল্পিত অর্থাৎ মায়ানিদ্রাতে দৃষ্ট স্বীয় সংসাররূপ স্বপ্ন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।

যেমন জাগ্রত কালের সংস্কার অনুসারে স্বপ্নরাজ্য বিরচিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অনুসারে পরজন্মের ব্যাপার সকল সংঘটিত হয়। যেমন স্বপ্নসময়ে এমত জ্ঞান থাকে না যে, আমি আমার জাগ্রতকালের বা পূর্ব্ব স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতিকে অনুসরণপূর্ব্বক স্বপ্ন দেখিতেছি। সেইরূপ, পরজন্মে এমত জ্ঞান থাকে না যে আমি আমার পূর্ব্বজন্মের উপার্জিত প্রকৃতি অনুসারে এজন্মে কর্ম্মানুবর্ত্তী হইতেছি ও ভোগোপভোগ করিতেছি। প্রকৃতিই স্বপ্ন ও দেহ উভয়েরই মূল। মন প্রকৃতির অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। প্রকৃতিসম্পন্ন মনরূপ বীজশক্তিবশাৎ স্বপ্নদেহ ও স্থূলদেহ উভয়ই আবির্ভূত হয়। এই উভয় প্রকার দেহই মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা না হইলেও মায়িক আবির্ভাবমাত্র।

১২। প্রকৃতিরূপ বীজের আশ্চর্য্যশক্তি। তাহাকে সাকার কি নিরাকার বলিব ভাবিয়া স্থির পাই না। বটকণিকা সাকার হইলেও তন্মধ্যস্থ বীজশক্তিকে কে নিঃসংশয়ে সাকার বলিবে? তাহা শক্তিমাত্র এবং চক্ষুর অগোচর। সুতরাং তাহা নিরাকার। কিন্তু মূলে যাহা নিরাকার তাহা কিরূপে প্রকাণ্ডবৃক্ষরূপে পরিণত

হইতে পারে? সুতরাং অনুমান করিতে হইল যে, সে শক্তি সাকার; কিন্তু অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, সূক্ষ্ম এবং উপাদানকারণ।

সেইরূপ মন বীজশক্তিস্বরূপ। তাহা শরীররূপ বৃক্ষ হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেই নবতর কলেবর প্রসব করিয়া থাকে এবং আবার সেই কলেবরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। তাহা ধ্বংস হইবামাত্র আর একটি দেহ ধারণ করে। অনাদি অনন্ত ব্যাপার! শত শত কোটি কোটি কল্পেও এইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাবের প্রবাহ ক্ষান্ত হইবে না। এতাবতা শাস্ত্রকারেরা মনকে অতীন্দ্রিয় ও মায়িক পদার্থ বলিয়াও তাহাকে ভূত-বীজযুক্ত কহিয়াছেন।

শাস্ত্রের মূলভূমি এই যে, জগতে একমাত্র পদার্থ আছে। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। এই সিদ্ধান্ত পারমার্থিক, কিন্তু ব্যবহারিক নহে। সেই একমাত্র পদার্থ ব্রহ্ম তিনি স্বরূপতঃ এক, কিন্তু কারণ ও কার্য্যক্ষেত্রে উভয় চনকদলবৎ দুই। এক ভাগে তিনি অপরি-লুপ্ত চৈতন্যস্বরূপ নিমিত্ত কারণ, অন্যভাগে তিনি শক্তিপ্রধানরূপে প্রকৃতিস্বরূপ, অথবা উপাদানকারণ। শাস্ত্রে উহার এক ভাগকে ব্রহ্ম, অপরকে প্রকৃতি বলেন। উহার মধ্যে প্রকৃতি উত্তরপাদ, ব্রহ্ম পূর্ব্বপাদ। উভয়ে এক। কিন্তু কার্য্যকারণক্ষেত্রে সেই এক হইতে নানাবর্ণের পদার্থকুসুম বিকসিত হইয়া থাকে। এই নিয়মানু-সারে মন নিরাকার সাকার উভয়ই। মনই এখন স্বীয়শক্তিবলে দেহধারণ করিয়া আছে, স্বপ্নেতে স্বপ্নদেহ ধারণ করে এবং মৃত্যুর পর কর্ম্মানুসারে দেহ প্রাপ্ত হয়। সে সমস্ত স্বপ্ন-দেহ ও মাতৃ-পিতৃজ জাগ্রত-দেহ মনেরই রূপবিশেষ।

১৩। যে জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসাদে কামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী প্রকৃ-তির বন্ধন বিনাশ পায় সুতরাং কারণ-শরীর ধ্বংস হয়, তাহাই জীবের শেষ জন্ম। কারণের বিনাশে সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর-রূপ কার্য্যেরও ক্রমে বিনাশ হয়। কেবল যত দিন মৃত্যু না হয় তত দিন

ঐ স্থূল সূক্ষ্মদেহ ভর্জিতবীজবৎ অবস্থিতি করে। মৃত্যুকালে তাদৃশ জীব ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

সংসারাবস্থায় প্রকৃতিরূপ ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ দ্বারা জীব যেন প্রকৃতিতে বিরচিত হইয়া যান। স্থূল সূক্ষ্মদেহ প্রকৃতিরই আবির্ভাব, কখন তাহাকে "আমি" বলিয়া মনে করেন। সন্তানসন্ততি, হস্তী, হিরণ্য, রাজ্য, ধন, প্রকৃতিরই মায়া, কখন তাহাতে "মম" বিশেষণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু কিছুই আমি বা আমার নহে।

বহু জন্মের পরীক্ষার পর ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসাদে জীবের আমিত্ব ও মমত্ব রূপ প্রাকৃতিক ভাগ বিগত হয়। তখন তিনি প্রকৃতিরূপ ভোগসাধিকা মাতাকে ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ পিতৃ-ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করেন। তাহাতে তিনি ব্রহ্ম-ধাতুদ্বারা বিরচিত হয়েন এবং আমিত্ব ও মমত্বাদি সেই ব্রহ্মেতে অর্পণ করিয়া থাকেন।

আর জন্ম বা শরীর পরিগ্রহ হয় না, কারণের সহিত সূক্ষ্মদেহ নিবৃত্ত হয়। মৃত্যুকালে তেজঃপথাদি দ্বারা তাঁহার ঊর্দ্ধগতি হয় না, তাঁহাকে স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদিতে যাইতে হয় না। তিনি এইখানেই পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামণন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।
তস্মাৎ তত্ত্ববিদোবাগাদিনাং পরমাত্মনি লয়ঃ॥
শাঃ অধিঃ ৪।২।১৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মার্গ-বিচার।

১৪। ইতিপূর্ব্বে সূক্ষ্মশরীরসম্বন্ধে কতিপয় সামান্য বিবরণ প্রদান করিয়াছি। সেই শরীর আশ্রয়পূর্ব্বক মৃত্যুর পরে সোপাধিক জীব যে সমস্ত গতি লাভ করেন, এক্ষণে তাহার সবিশেষ সংবাদ বিবৃত হইবেক।

হিন্দুশাস্ত্রমতে জীবগণের ধর্ম্ম স্বাধীন-গতির পক্ষপাতী। যিনি যেমন কর্ম্ম বা জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন তিনি তদনুযায়ী ফলভোগের অধিকারী। সুতরাং শাস্ত্রে কহে, এই স্বাধীনতা অব্যবস্থিত নহে, কিন্তু দৃঢ়তররূপে কর্ম্মসূত্রে অনুস্যূত।

কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের অধিকার জীবের হৃদয়েই জন্মে। ভোগার্থ একদিকে কর্ম্ম অদৃষ্টস্বরূপে জীবের ভাগ্যস্থানকে আশ্রয় করে, অন্যদিকে তৎপক্ষে সূক্ষ্মদেহের উপযুক্ততা সম্পাদন করে।

যেমন কর্ম্ম, যেমন জ্ঞান, যেমন কামনা, ঐ সূক্ষ্মদেহ জীবকে তদুপযুক্ত ভোগাবস্থায় বা ভোগস্থানে লইয়া যায়। তৎপক্ষে সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সেই উপযোগিতা সম্যকরূপে কর্ম্ম-নিষ্পন্ন।

১৫। ফলতঃ উক্ত কর্ম্ম মহামায়াস্বরূপিণী প্রকৃতিরই বিকার। তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতিই কর্ম্ম জন্য সূক্ষ্মদেহ ও ভোগ্যবস্তুরূপে পরিণত হয়েন। ভোগ্যবস্তু সকলকে যতই সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া অনুমান করা যাউক তাহা সমস্তই প্রাকৃতিক,

এবং তদনুযায়ীরূপে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিও প্রকৃতির আবির্ভাব। ভোগ্য ও ভোগায়তন সমস্তই সেইরূপ।

পৃথিবীর ভোগ্য নরদেহ, অন্ন, বীর্য্য ও তৎসম্ভূত আরোগ্যাদি সুখ; স্বরলোকের ভোগ্য দেবদেহ, সুধারূপ অন্ন, কামগতি, দীর্ঘ পরমায়ু ও তৎসম্ভূত সুখবিলাস; ব্রহ্মলোকের ভোগ্য ঐচ্ছিক দেহ, অন্তিম-কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়িত্বরূপ অমৃতত্ব, অণিমা, লঘিমা ও মহিমাদি সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্য ও তত্রত্য ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি; পাপীদিগের নারকী দেহ ও তামসী গতি; এই ভোগায়তন ও ভোগ্যবস্তু সমস্তই মায়াময়ী প্রকৃতির বিকার এবং সমস্তই কর্ম্ম-নিষ্পন্ন ফলস্বরূপ।

১৬। জীব সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ সমস্ত ভোগোপভোগ করেন না, কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রাণবিশিষ্ট মনোবুদ্ধিরূপ সূক্ষ্মদেহদ্বারা অথবা সঙ্কল্পশক্তিদ্বারা তাহা করিয়া থাকেন। জ্ঞান অথবা শুভ কার্য্যদ্বারা সূক্ষ্মদেহ ও সঙ্কল্পশক্তি যেরূপ উৎকৃষ্ট ধাতুতে আরোহণ করে এবং অজ্ঞান অথবা অশুভাচরণদ্বারা উহা যেরূপ অপকৃষ্ট ধাতুতে অবরোহণ করে, সেই সেই রূপ ধাতুবিরচিত ভোগ্যবস্তু সকল কর্ম্মফলস্বরূপে জীবের ভোগার্থ উপস্থিত হয়।

শুভকর্ম্ম এবং জ্ঞানবিজ্ঞানদ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়-মনাদি পবিত্র ও উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ তাঁহার সূক্ষ্মদেহ বিমল ও স্বচ্ছভাব লাভ করে। অশুভাচরণ এবং অজ্ঞানতা দ্বারা তাহা মলিন, জড়তাগ্রস্ত ও তমসাবৃত হয়। জ্ঞানী ও শুভকারীর পক্ষে তদীয় পবিত্র সূক্ষ্ম-দেহই স্বর্গভুবনের অনাবৃত দ্বার অথবা স্বর্গীয় ভোগধাম পর্য্যন্ত প্রসারিত তেজোময় রাজপথস্বরূপে পরিণত হয়। অজ্ঞানী ও অশুভকারীর পক্ষে তাহার তমসাচ্ছন্ন ও জড়তাগ্রস্ত সূক্ষ্ম কলেবর নরকের দ্বার অথবা পথস্বরূপ। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, মন পবিত্র,

বুদ্ধিশুভ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সংযত হইলেই জীবের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়া থাকে। অন্যথা দুর্ভাগ্যের একশেষ হয়।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন শুভকারী জীব ঐহিকেই স্বর্গভোগারম্ভ করেন। মৃত্যুর পর সেই সুখভোগের রাজ্য প্রসারিত হয় মাত্র। যে লোকে তজ্জাতীয় সুখ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, তাহা এই ভূলোকেই থাকুক অথবা ইহা অপেক্ষা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লোকেই থাকুক, মৃত্যুর পর তিনি স্বকীয় বিশুদ্ধ তেজোময় সূক্ষ্মদেহ যোগে সেই সুখ-ধামে গিয়া উপনীত হন। অশুভকারী জীব তদ্বিপরীত ঐহিকেই অজ্ঞান ও অশুচিরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হন এবং মৃত্যুর পরেও তাহাতেই তিনি পতিত থাকেন। তখন যে লোক তাদৃশ যন্ত্রণাভোগের উপযুক্ত স্থান, তাঁহার সূক্ষ্মদেহ-রূপ কুটিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পন্থা তাঁহাকে সেই লোকে বহন করে।

অতএব সূক্ষ্মদেহের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ধাতুই স্বর্গ ও নরকগমনের পথস্বরূপ। জ্ঞানী, পুণ্যবান ও পাপীভেদে সেই স্বর্গ অথবা নরকের পথ, জীবের অন্তঃকরণ হইতে আরম্ভ হইয়া, স্বর্গ অথবা নরক পর্য্যন্ত আয়ত হইয়াছে। এই স্বর্গ নরকাদি সকলই মহামায়ার আবির্ভাববিশেষ।

শাস্ত্রে ঐ কর্ম্মনিষ্পন্ন শুভাশুভ ধাতুকে কোন স্থানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বিভক্ত করিয়াছেন, কোন স্থানে তাহাকে শুভাশুভ প্রাণসংজ্ঞা দিয়াছেন এবং কোথাও বা তাহাকে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-ভেদে মার্গ, নাড়ি, যান, আতিবাহিকী দেবতা প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

১৭। মৃত্যুর পর জীবের যে যে স্থানে গতি হয়, তাহা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে কথিত হয়। প্রথমতঃ সংযমনী অর্থাৎ যমস্থান, দ্বিতীয়তঃ ভুর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গ এই ত্রিলোক এবং তৃতীয়তঃ মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

(গীতা ১৪।১৮) "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ স্বামী—সত্ত্ববৃত্তি-প্রধানা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি। সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদি লোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তী-ত্যর্থঃ। রাজসাস্তু মনুষ্যলোক এব উৎপদ্যন্তে। তমোবৃত্তি-তারতম্যাৎ তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে।"

উক্ত টীকানিষ্পন্ন অর্থ—সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে স্থান প্রাপ্ত হন। সত্ত্বগুণের তারতম্যানুসারে মনুষ্যলোক, গন্ধর্ব্বলোক, পিতৃলোক, দেবলোক এবং এমত কি ব্রহ্মলোকে পর্য্যন্ত গতি হয়। রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যলোকেই থাকেন অর্থাৎ মনুষ্যলোকেই জন্মেন। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোলোকে গমন করেন অর্থাৎ তামিস্রাদি নরকে জন্মগ্রহণ করেন।

(ভাগবতে ১১।২৫।২০—২১।)—"সত্ত্বগুণে বিলীন হইলে স্বর্গলোকে (অর্থাৎ পিতৃলোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) গমন করে। রজোগুণে বিলীন হইলে নরলোকে গমন করে। তমোগুণে বিলীন হইলে নিরয়ে গমন করে।" মৃত্যুর প্রাক্কালে স্বভাবতঃ যাহার চিত্ত যেরূপ শুভাশুভ ধাতুবিশিষ্ট থাকে তাহার সেইরূপ গতি হয়।

অপরঞ্চ শ্রুতিঃ—(৩ প্রশ্ন ১০)—"যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ। সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি।" কৃত-কর্ম্মানুসারে মরণকালে যদ্রূপ চিত্ত থাকে জীব তদ্রূপ প্রাণ প্রাপ্ত হয়। তখন ঐ প্রাণ উদানবৃত্তিতেজে অর্থাৎ উৎক্রমণশক্তিতে সংযুক্ত হইয়া আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে যথাসংকল্পিত লোকে লইয়া যায়। আত্মাই প্রাণের স্বামী, আত্মাই কর্ম্মফলের ভোক্তা, অতএব প্রাণ ভোক্তাস্বরূপ স্বীয় স্বামীকে, যথাভিপ্রেত—যথাদৃষ্ট, তদ্রূপ লোকে বহন করে। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন

পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকং ॥" পুণ্যদ্বারা পুণ্যলোকে, পাপ-দ্বারা পাপলোকে এবং উভয়দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায়। (শ্রুতি) স্বর্গাদি লোকের অস্তিত্ব এবং ক্রিয়াকর্ম্মদ্বারা তাহার প্রাপ্তি ঋগ্বেদসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে। "তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে। ইন্দ্রাগ্নীশর্ম্মযচ্ছতং।" (ঋঃ সং—২০৮ ঋ। ১ মঃ। ৫ অঃ। ১ সূঃ ৬ ঋ।) 'সত্যেন' অবিতথেন 'তেন' কর্ম্মণা-প্রাপ্যে 'প্রচেতুনে' ফলভোগজ্ঞাপকে 'পদে' স্বর্গলোকাদি স্থানে হে 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'অধিজাগৃতং' আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতং ততঃ অস্মভ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছতং' দত্তং। হে ইন্দ্রাগ্নি। কর্ম্মা-নুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্য যে সকল ফলভোগের জ্ঞাপক স্বর্গাদি লোক আছে তাহা আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত অধিক মনোযোগী হও এবং আমাদিগের সুখ বিধান কর। এস্থলে "স্বর্গলোকাদি" শব্দে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও ব্রহ্মলোক। ভূর্লোকে জন্মান্তর লাভও উহারই মধ্যে ভুক্ত। (৫৮ ক্রম দ্রষ্টব্য।)

জীবের কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার সূক্ষ্মদেহ শুভাশুভ ধাতু বা প্রাণ সম্পন্ন হয়। সেই ধাতু ও প্রাণ সূক্ষ্মদেহে থাকেই তবে সাধু অসাধু ক্রিয়াদ্বারা তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ সংঘটিত হয় মাত্র। তন্মধ্যে যেরূপ ধাতু বা প্রাণ নরকসাধক তাহা তমোগুণপ্রধান, যাহা নরলোকে পুনর্জ্জন্মসাধক তাহা রজো-গুণ-প্রধান। যাহা ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক তপোলোক ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তের আনন্দসাধক তাহা সত্ত্বগুণ-প্রধান।

১৮। সত্ত্বগুণ বা শুভপ্রাণযোগে জীবের যত প্রকার ঊর্দ্ধসদ্গতি হয় তাহাকে শাস্ত্রে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃলোক, সূর্য্যোপলক্ষিত দেবলোক এবং ব্রহ্মার

অধিকারভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রাণায়তন সূক্ষ্মসৌরমণ্ডলোপলক্ষিত অমৃতাখ্য ঊর্দ্ধলোক।

ব্রহ্মার অধিকারভূত যে ঊর্দ্ধলোক, মহর্ল্লোকাবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন পিতৃলোক ও দেবলোকও ঊর্দ্ধলোক শব্দের বাচ্য। সুতরাং সংক্ষেপতঃ ঊর্দ্ধলোক এই তিন প্রকার। সর্ব্বোর্দ্ধ অথবা ব্রহ্মলোক, মধ্যম দেবলোক এবং তদপেক্ষা হীন পিতৃলোক।

শাস্ত্রে ঐ ত্রিবিধ স্বর্গকেও পুনশ্চ সংক্ষিপ্ত করিয়া দুইটি মাত্র স্বর্গলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা পিতৃলোক এবং দেবলোক। দেবস্বর্গাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ আনন্দ-স্থান দেবলোক বলিয়া সামান্যতঃ উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ পিতৃলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক, এই তিন শ্রেণীই বিশেষ বিখ্যাত।

পিতৃক্রিয়া, দেবযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম, এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনারূপ যোগও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যা এই ত্রিবিধ আচরণদ্বারা জীবের অন্তরে সত্ত্বগুণের বা সাত্তিক প্রাণের তারতম্য সম্পাদিত হয়। তৎপ্রভাবে মৃত্যুকালে জীবের অন্তঃকরণে ঐ ত্রিবিধ স্বর্গপথ উদ্‌ঘাটিত হয়।

১৯। চন্দ্রোপলক্ষিত যে স্বর্গ তাঁহারই নাম পিতৃলোক। সত্ত্বগুণের যে ধাতু পিতৃস্বর্গের নেতা তাহাকে দক্ষিণ-মার্গ, দক্ষিণায়ণ-মার্গ, ধূম-মার্গ, কৃষ্ণ-মার্গ, পিতৃযান প্রভৃতি কহে। অধিকন্তু তাহা ঈড়ানাড়ি অথবা শরীরস্থ গঙ্গানদী বলিয়া কথিত হয়।

উক্ত পিতৃযান মার্গকে যে ঈড়ানাড়ি বলে তাহার প্রমাণ (উত্তর গীতা ২অঃ ১২।) "ঈড়াচ বামনিশ্বাসসোমমণ্ডলগোচরা। পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥" নরদেহের বামাংশে ঈড়ানাম্নী নাড়ি আছে। তাহা বামনিশ্বাসস্বরূপা। তাহা চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অল্পপ্রকাশবিশিষ্টা। সেই নাড়িকে পিতৃযান বলিয়া জানিবে।

ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়ার দ্বারা যে সকল কর্ম্মযোগীর চিত্ত পিতৃলোকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, তাঁহারদের ঐ নাড়ি দীপ্তি পায়। তাহা স্বর্গপথস্বরূপে পিতৃলোকস্থান চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত আয়ত। সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন আশ্রয় করিলে যেমন পৃথিবীর উত্তরভাগে তাঁহার অল্পপ্রভা প্রকাশ পায়, জ্ঞানরূপ সূর্য্যের সম্যক্ জ্যোতি-অভাবে কর্ম্মীগণের সূক্ষ্মদেহে তদ্রূপ সামান্য সুকৃতি-রূপ জ্যোতি-মাত্র উদিত হয়। এই সুকৃতি মুক্তিজনক নহে, কিন্তু কর্ম্মীগণের প্রার্থনার অনুরূপ সাংসারিক সৌভাগ্যজনক। চন্দ্রগ্রহই অন্ন, অমৃতরূপ প্রাণ ও মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। অতএব অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় ঐশ্বর্য্যকামী ইষ্টাপূর্ত্তাদি ক্রিয়াশীল জীবগণ স্ব স্ব তাদৃশ সুকৃতির অনুরূপ চন্দ্রগ্রহের অধিকারভূত পিতৃস্বর্গ, বা ইন্দ্রস্বর্গে স্থান লাভ করেন। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে, ঐ সমস্ত স্বর্গলোক দিবাকর ও চন্দ্রভুক্ত দক্ষিণায়ন-উৎপাদক নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যেই অবস্থিতি করে। এই নিমিত্ত তাহা চন্দ্রোপলক্ষিত দক্ষিণা-য়ন মার্গ অথবা দক্ষিণ-মার্গ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

২০। সত্ত্বগুণের যেরূপ ধাতু দেবস্বর্গের নেতা তাহাকে উত্তর মার্গ, উত্তরায়ণমার্গ, অগ্নিমার্গ, জ্যোতিঃমার্গ, সূর্য্যদ্বার, শুক্লমার্গ, অর্চ্চিরাদিমার্গ, দেবযান প্রভৃতি কহে। অধিকন্তু তাহা পিঙ্গলা-নাড়ি অথবা যমুনানদী বলিয়া উক্ত হয়।

শেষোক্ত উক্তির প্রমাণ (উত্তর গীঃ ২।১১) যথা—"দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা। দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মা-নুসারিণী॥" দেহের দক্ষিণাংশে দক্ষিণনিশ্বাসস্বরূপা বহ্নিমণ্ডলগোচরা পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী পিঙ্গলানাম্নী নাড়ি আছে। তাহাকে দেবযান অর্থাৎ দেবস্বর্গে যাইবার পথ বলিয়া জানিবে।

দেবযজ্ঞাদি মহামহা পুণ্যকর্ম্মদ্বারা যে সকল মহাত্মাগণের চিত্ত দেবলোকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় তাঁহাদের অন্তরে ঐ নাড়ি

দীপ্তি পায়। তাহা স্বর্গপথস্বরূপে সূর্য্যপ্রভাসমুজ্জ্বলিত সুরলোক পর্য্যন্ত আয়ত। তাহাকে মহা দীপ্তিমান উত্তরায়ণমার্গ, বা উত্তর-মার্গ কহে।

২১। সত্ত্বগুণের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাতু ব্রহ্মস্বর্গের নেতা তাহা-কেও প্রাগুক্ত প্রকারে উত্তর বা অর্চ্চিরাদি মার্গ কহে। কিন্তু তাৎপর্য্যের ভেদ আছে। যে সকল ব্যক্তি উক্ত উভয় প্রকার পিতৃ এবং দৈবকর্ম্মে আসক্তচিত্ত নহেন, কিন্তু যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মো-পাসনারূপ শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যাদ্বারা অথবা হিরণ্যগর্ব্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, যোগাচরণ, ও তপস্যা দ্বারা স্ব স্ব চিত্তক্ষেত্রকে নির্ম্মল করিয়াছেন তাঁহাদের জ্ঞান-জ্যোতিঃ, কর্ম্মনিষ্পন্ন আলোকাপেক্ষা প্রখর। এইজন্য মার্গস্থলে পূর্ব্ববৎ উত্তরমার্গ ব্যবহার করিয়াও শাস্ত্রে নাড়ি উপলক্ষে বিশেষতা দর্শাইয়াছেন।

উত্তরগীতায় (২। ১৪—১৫) "দীর্ঘাস্থিমূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং ব্রহ্ম-দণ্ডেতি কথ্যতে। তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ॥ ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুসুম্না সূক্ষ্মরূপিণী। সর্ব্বপ্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং॥" জীবের মূলাধার অবধি মস্তক পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ অস্থি আছে তাহার নাম মেরুদণ্ড অথবা ব্রহ্মদণ্ড। তাহার মধ্যদিয়া যে সূক্ষ্ম নাড়ি প্রবাহিত হয় তাহারই নাম সুষুম্না। তাহাকে বুধগণ ব্রহ্মনাড়িও কহিয়া থাকেন। তাহারই নামান্তর জ্ঞাননাড়ি। তাহা ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী এবং যেমন ব্রহ্ম-লোক হইতে সকল লোকমণ্ডল নিঃসৃত হইয়াছে সেইরূপ জীবের পক্ষে ঐ নাড়ি অপর সমস্ত নাড়ির সঙ্গমস্থল। শাস্ত্রে এই জ্ঞান-স্বরূপিণী নাড়িকে সরস্বতী বলেন।

(যথা জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে ১০) "ঈড়া ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী। ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্নাচ সরস্বতী॥" ঈড়া নাড়ি গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, এবং তদুভয়ের মধ্যপ্রবাহিতা সুষুম্না-

সরস্বতী-নদী। এই সরস্বতী-নদী সূর্য্যধাতুসম্পন্ন জ্ঞান-ধারামাত্র। ইহাঁর নামান্তর 'ভারতী'। তিনি সূর্য্যেরই ধাতু এই কথা জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি 'ভরত' নামক আদিত্যের পত্নী বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। (ঋঃ সং ২১৮) সুষুম্নানাড়ির অর্থও সূর্য্যের জ্ঞান-ধাতুসম্পন্ন আধ্যাত্মিক নাড়ি।

সগুণ ব্রহ্মোপাসক ও যোগীগণের পক্ষে সুষুম্নানাড়ি মহর্লোকাবধি সত্যলোকের সোপানস্বরূপ। "সুষুম্না ভানুমার্গেণ ব্রহ্মদ্বারাবধিস্থিতা।" (যোগ-স্বরোদয়ঃ) সুষুম্নানাড়ি সূর্য্যরশ্মিসম্পন্ন তেজোপথদ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থিতি করে। উহা জীবদেহে যেমন মূলাধারাবধি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত আছে, সগুণ ব্রহ্মোপাসক ও যোগীগণের পক্ষে উহা মৃত্যুসময়ে সেইরূপ তাঁহাদের অন্তঃকরণাবধি মহর্লোকাদি ভেদপূর্ব্বক সত্যাখ্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুপ্রকাশিত হয়।

২২। ঐরূপে প্রকাশিত উক্ত নাড়ি আশ্চর্য্য গতিশক্তিবিশিষ্ট যানস্বরূপে বা পথস্বরূপে প্রকটিত হয়। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে উহা বিদ্যুৎশক্তি মাত্র। মৃত ব্যক্তির আত্মার সম্মুখে তাহা সুচারুরূপে আবির্ভূত হয়। দেহ পরিত্যাগকালে জীবাত্মা তৎপ্রভাবে মহানন্দে স্বীয়গম্য স্থানকে জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে শোভনরূপে সুপ্রকাশিত দেখেন এবং চিরপ্রবাসী ব্যক্তির পিতৃ-নিকেতন দর্শনে যেমন আনন্দ হয় সেইরূপ আনন্দে স্বর্গভুবন গমনে প্রস্তুত হন। উক্ত তাড়িত-পন্থার এই প্রভাব। ফলতঃ উহা সামান্য পথের ন্যায় নহে। উহা জীবেরই কর্ম্মবশতঃ তদীয় সূক্ষ্ম দেহাবস্থিত বিদ্যুতীয় শক্তিমাত্র। তাঁহার তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মলোক হইতে তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে।

মহর্ষি বেদব্যাস শারীরকে (৪।৩।৪—৬) মীমাংসা করিয়াছেন "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" অর্চ্চিরাদি পদার্থ সকল সামান্য

পথস্বরূপ বা ভোগস্থান নহে। উহা আতিবাহিক মাত্র। অর্থাৎ জীবকে উহা মৃত্যুকালে সর্ব্ব-উর্দ্ধ উত্তর-স্বর্গ পর্য্যন্ত বহন করে। কেননা তৎকালে জীবের কর্ম্মোপযোগী স্থূলদেহ থাকে না সুতরাং জীব স্বয়ং তখন চলৎশক্তিরহিত। এজন্য পরসূত্রে কহিলেন, "উভয়-ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ।" যদি বল অর্চ্চিরাদি মার্গের চৈতন্য নাই এবং জীবও তখন চলৎশক্তিহীন, তবে কিরূপে গমনক্রিয়া সম্পন্ন হয়? সেজন্য কহিলেন যে, অর্চ্চিরাদির চৈতন্য নাই বলিয়া যে তদ্দ্বারা পরলোকগামী আত্মার চালন হইতে পারে না এমত নহে। তাহার চেতনবৎ কার্য্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। তন্নিমিত্ত কৌশীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে তাঁহাকে "বিদ্যুৎ-পুরুষ" এবং ছান্দোগ্যে "অমানব পুরুষ" বলিয়াছেন। তদুপলক্ষে পরসূত্রে কহিতেছেন, "বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতে।" বিদ্যুৎ-লোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিনি বিদ্যুৎ-লোকের উর্দ্ধ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবকে লইয়া যান। বেদে এইরূপ শ্রুতি আছে। এতাবতা অর্চ্চিরাদি সামান্য পথজ্ঞাপক নহে; কিন্তু বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন আতিবাহিকী দেবতাবাচক।

উপরি-উক্ত সূত্রত্রয় ও তল্লক্ষিত বেদবাক্য উপলক্ষ করিয়া আচার্য্যেরা বিচার করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে (ছাঃ ৫ প্রপাঃ ১০) অর্চ্চিরাদি অর্থাৎ উত্তরায়ণ-মার্গের যেরূপ ক্রম দিয়াছেন তাহাতে সহসা তাহাকে লৌকিক পথের ন্যায় পথ বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। ছান্দোগ্যে আছে যে, অর্চ্চিরাদিমার্গগামী জীব "প্রথমতঃ তেজপথকে প্রাপ্ত হয়েন, পশ্চাৎ দিবা, পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী, পশ্চাৎ ছয় মাস উত্তরায়ণ, পশ্চাৎ সম্বৎসর, পশ্চাৎ সূর্য্যের দ্বারা যান।" ইত্যাদি। এইরূপ উক্তিতে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, ঐ পথটি লৌকিক পথের তুল্য। যেমন গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া নদীদিয়া কিছু দূর যাওয়া গেল। তাহার পর পর্ব্বতে

আরোহণ করা গেল। তাহার পর ঘোষপল্লিতে উপস্থিত হওয়া গেল। অর্চ্চিরমার্গও সেইরূপ। কেননা জীব দেহত্যাগ করিয়া প্রথমে তেজপথ দিয়া কিছু দূর গমন করিলেন। পশ্চাৎ দিবা, পৌর্ণমাসী, উত্তরায়ণ প্রভৃতি দিয়া সূর্য্যদ্বারে উত্তীর্ণ হইলেন। পশ্চাৎ তড়িত, বরুণ, প্রজাপতি ইত্যাদি লোক ভ্রমণ করিয়া এবং তথাকার ভোগাদি সম্ভোগপূর্ব্বক অবশেষে গম্যস্থানে উপনীত হইলেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই। "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীত্যন্তে শ্রূয়মানস্যামানবস্য বিদ্যুৎপুরুষস্য নেতৃত্বাবগমাৎ। তৎ সাহচর্য্যেণার্চ্চিরাদয়োপি আতিবাহিকা দেবতা ইত্যবগম্যতে। যত্তু নির্দ্দেশসাম্যমুক্তং তৎ আতিবাহিকদেবতাস্বপি সমানং। লোকশব্দস্তু উপাসকানাং তত্র ভোগাভাবেপ্যাতিবাহিকদেবানাং ভোগমপেক্ষোপপদ্যন্তে তস্মাদাতিবাহিকাঃ অর্চ্চিরাদয়ঃ।" এই সিদ্ধান্তের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, সেই অমানব বিদ্যুৎ-পুরুষ মৃত্যুর পরে উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। তৎপক্ষে উক্ত পুরুষের নেতৃত্ব আছে। অর্চ্চিরাদির চৈতন্য না থাকিলেও বিদ্যুৎ-পুরুষের সাহচর্য্যবশতঃ তাহা দেববৎ হইতেছে। উক্ত মার্গমধ্যে বরুণ-লোক বিদ্যুৎলোক ইত্যাদি যে লোক সমস্ত কথিত হইয়াছে তাহা অর্চ্চিরাদির মধ্যগত, কিন্তু উপাসকগণের ভোগভূমি নহে। সুতরাং অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকী দেবতা অর্থাৎ বহন করিবার বিদ্যুতীয় শক্তিমাত্র।

অর্চ্চিরাদিমার্গ কেবল ব্রহ্মচারী, যোগীপ্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মোপাসকের সূক্ষ্ম-শারীরিক শুভ ধাতুমাত্র। তাহা বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন মুহূর্ত্তগামী তেজোমার্গবিশেষ। তাহা সহস্র নিরাকার হইলেও জ্ঞানালোকসম্পাদিত সূক্ষ্মদেহের অঙ্গস্বরূপ—নাড়িস্বরূপ। সূক্ষ্মদেহ ভৌতিকদ্রব্যধাতুর সারাংশবিশিষ্ট। সুতরাং ঐ নাড়ি অথবা অর্চ্চিরাদি মার্গও তদ্রূপ সারাংশবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক।

তাহা আধ্যাত্মিক-তাড়িত-শক্তিযুক্ত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ শক্তি উপাসককে মৃত্যুকালে উত্তর-স্বর্গে বহন করে। উত্তরমার্গস্থ সর্ব্বোর্দ্ধ স্বর্গস্বরূপ ব্রহ্মলোক হইতে তাহার প্রবাহ আগমন করে। এই মার্গের উত্তরপ্রান্তে বিদ্যুতীয় স্রোতের উৎসস্বরূপ বিদ্যুৎ-লোক আছে। তদূর্দ্ধ উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী বরুণ-লোকের সহিত তাহার নিকট-সম্বন্ধ। কৌশীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে উক্ত সম্বন্ধের উল্লেখ আছে। মহর্ষি ব্যাস তদুপলক্ষে (শারীরকে ৪।৩।৩) এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। "তড়িতোঽধিবরুণসম্বন্ধাৎ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৌশীতকীর উক্তি অনুসারে তড়িতলোক উত্তর-আকাশে অবস্থিতি করে। তাহার উর্দ্ধ-উত্তরাংশে বরুণ-লোক সন্নিবিষ্ট। সেই বরুণ-লোকস্থ জলের সহিত সম্বন্ধজন্য তড়িত-লোক হইতে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতি-ফলিত অমানব বিদ্যুৎ-পুরুষ উপাসককে উত্তরমার্গে বহন করে। তাহারই প্রভাবে অর্চ্চিরাদিমার্গ সম্পূর্ণ হয়। এই সূত্রোপলক্ষে (শাঃ অধিঃ ৪।৩।৩) আচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "সম্বন্ধ-বশাৎ ব্যবস্থাপ্যতে। বিদ্যুৎপূর্ব্বক বৃষ্টিগত নিরস্য বরুণোধি-পতিরিতি বিদ্যুৎবরুণয়োঃ সম্বন্ধঃ॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যুৎ ও বরুণে একটী সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধবশতঃ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বিদ্যুৎপূর্ব্বক যে বৃষ্টি হয়, বরুণই তাহার অধিপতি। কেননা জলের সম্বন্ধ ব্যতীত বিদ্যুৎ প্রকাশমান হয় না। অতএব বিদ্যুৎ ও বরুণে নিকট সম্বন্ধ। ভাবার্থ এই যে, সামান্য বিদ্যুৎ যেমন জলসংযোগে অর্থাৎ মেঘ ও বৃষ্টিদ্বারা গগনমণ্ডল আর্দ্র হইলে প্রতিফলিত হয়, তাহার ন্যায় ঐ আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় বিদ্যুৎ-শক্তিও স্বর্গীয় জল-সংযোগে প্রবাহিত হয়। সেই স্বর্গীয় জলবিশিষ্ট বরুণ-লোক পুরাণশাস্ত্রে স্বর্গ-গঙ্গা মন্দাকিনীনামে কথিত হয়। "ক্ষীরতুল্যজলাশব্দতুঙ্গতরঙ্গিণী।

বৈকুণ্ঠাদ্‌ব্রহ্মলোকঞ্চ ততঃ স্বর্গং সমাগতা॥" (ব্রঃ বৈঃ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে ৩৪ অঃ।) ক্ষীরতুল্যজলা, চিরপ্রবাহবতী, উত্তুঙ্গ-তরঙ্গিণী মন্দাকিনী বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গভুবনে সমাগত হইয়াছেন। ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠের নামান্তর বিষ্ণুপদ। বিষ্ণু-পদ-প্রান্ত হইতে ঐ সর্ব্বপাপহরা গঙ্গা প্রসারিত হইয়াছে। তিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বলিয়া কথিতা হন। উক্ত বিষ্ণুপাদ-প্রান্তবর্ত্তিনী জ্ঞানপ্রবাহা বিমলা গঙ্গাসলিল-স্পর্শে ব্রহ্মলোক হইতে প্রবাহিত অধ্যাত্ম-বিদ্যুৎ-পন্থা উপাসকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় এবং তাহাই তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে বহন করে। উত্তরমার্গগামী উপাসকের মঙ্গলার্থে পরমেশ্বরের নিয়মে এইরূপ তাড়িত পন্থা বিরচিত হইয়া আছে। ফলতঃ উপাসনা ও যোগাচারই ঐ তাড়িতাকর্ষণের হেতু। তপস্যাপ্রভাবে ব্রহ্মনাড়ি প্রস্তুত হইলেই মৃত্যুসময়ে বরুণসম্বন্ধবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-দেবতা আসিয়া সেই নাড়ির যোগে সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত উপাসককে মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত করেন। পুরাণশাস্ত্রে এই অমানব বিদ্যুৎস্বরূপ নেতৃ-পুরুষকে "বিষ্ণুদূত" "শিবদূত" ইত্যাদি শব্দে কহেন। উপাসকও মৃত্যু-কালে উপাসনা ও তপস্যার প্রভাবে স্বীয় শুভাবহ ধাতুর আবির্ভাব-স্বরূপ সেই দেব-পুরুষের মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন। সূক্ষ্মদেহের আশ্চর্য্য প্রভাব এবং তপস্যার চমৎকার শক্তি।

২৩। সূক্ষ্মদেহের এই সকল অলৌকিক প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বকালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, একই প্রকার নাড়ি দ্বারা পাপী, পুণ্যবান ও উপাসক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবের পরলোকে নিঃসরণ হয় কি না? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস শারীরকে (৪।২।১৭) মীমাংসা করিয়াছেন যে, "তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারোবিদ্যা সামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগতানু স্মৃতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া।" ইহার তাৎপর্য্য এই

যে, উপাসক যৎকালে কলেবর ত্যাগ করেন তখন তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়। সেই তেজ হইতে যে কোন নাড়ির দ্বার অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসা, বদন প্রভৃতি রন্ধ্র প্রকাশ পায় সেই নাড়িরূপ পথ দিয়া জীবের নিঃসরণ হয়। সেই মনোহর পথই স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। জীবের হৃদয়ে তৎপ্রকাশমাত্রে জীব কলেবর ত্যাগের যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দভোগে প্রবৃত্ত হন। ফলে সকল জীবের যে সমান গতি হয় তাহা নহে। কোন জীব ঈড়ানাড়ির দ্বারস্বরূপ বামনাসারন্ধ্রদ্বারা, কোন জীব পিঙ্গলার দ্বারস্বরূপ দক্ষিণনাসারন্ধ্রদ্বারা, কোন জীব বা অপরাপর দ্বারযোগে উৎক্রমণ করেন। কিন্তু "হার্দানুগৃহীত" অর্থাৎ অন্তর্যামীর উপাসক-গণের আত্মা "শতাধিকা" অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা নির্গত হয়েন। ইহা ব্রহ্মবিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হয়। সেই ফলে ব্রহ্মরন্ধ্রভেদী ব্রহ্ম-লোকস্পর্শী বিদ্যুৎশক্তি ও শতসূর্য্যপ্রভাসমন্বিত সুষুম্না নাড়িদ্বারা তাদৃশ উপাসকের সদ্গতি হইয়া থাকে। এই সূত্র উপলক্ষে আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "মূর্দ্ধন্যয়ৈব নাড্যা উপাসকো নির্গচ্ছতি, ইতরাভ্যাঃ ইতরে।" অর্থাৎ উপাসক মূর্দ্ধন্য নাড়ি-দ্বারা নির্গত হন। অন্যে অন্য নাড়িদ্বারা গমন করিয়া থাকেন। শ্রুতিতেও কহিয়াছেন, (কাঠকে ৬ষ্ঠী বঃ) "শতং চৈকাচ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্ত্ব-মেতি বিশ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥" পুরুষের হৃদয়বিনিঃ-সৃতা এক শত এক নাড়ি আছে। তন্মধ্যে একটী নাড়ি অর্থাৎ সুষুম্না মস্তক পর্য্যন্ত অভিনিঃসৃত হইয়াছে। মৃত্যুকালে উপাসক এই নাড়িদ্বারা আদিত্যদ্বারযোগে অমৃতলোকস্বরূপ ব্রহ্ম-নিকেতন লাভ করেন। অন্য সকল নাড়িদ্বারা উৎক্রমণ হইলে অন্যান্য প্রকার গতি হয়।

২৪। কিন্তু নাড়ি শব্দে সামান্যতঃ লোকের যে বোধ আছে তাহা স্বতন্ত্র। শাস্ত্রে আছে, (শারীরকে ৪।২) "সূক্ষ্মং প্রমাণঞ্চ

তথোপলব্ধেঃ।" লিঙ্গশরীর ভূতজ হইলেও তাহা চক্ষুর্গোলকস্থ দর্শনশক্তির ন্যায় একান্ত সূক্ষ্ম। এমত সূক্ষ্ম যে নাড়িদ্বারা তাহার নিঃসরণ হয়। মৃত্যুকালে লিঙ্গশরীর স্বীয় শুভাশুভ ধাতুস্বরূপ নাড়িদ্বার দিয়া জীবকে পরলোকে বহন করে। "নোপমর্দে-নাতঃ।" (শাঃ সূ) স্থূলদেহের মর্দ্দনেতে তাহা আহত হয় না। "অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা।" লিঙ্গ শরীরের উষ্মার দ্বারা স্থূলশরীরের উষ্মা উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহে যে প্রাণন্-শক্তিরূপ তেজ আছে তাহাই স্থূলশরীরকে চেষ্টাবিশিষ্ট করে। সুতরাং সূক্ষ্মশরীর চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণন-শক্তির সমষ্টিমাত্র। এবম্বিধ সূক্ষ্মশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যখন নাড়ির দ্বারস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন তখন নাড়ি-সকলও সামান্য নাড়ি নহে। তাহাও ঐরূপ সূক্ষ্ম এমত কি সূক্ষ্ম দেহের ধাতুস্বরূপ। শুভাশুভ কর্ম্মাদিদ্বারা তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। যাঁহাদের চিত্ত ইন্দ্রিয়চরিতার্থকর এবং প্রাণ, মন ও বুদ্ধি-চরিতার্থকর বিষয়ে বদ্ধ এবং বিষয়রূপ ফলকামনায় যাঁহারা যাগাদি করেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণের প্রতিই অসাধারণ অনুরাগ। সুতরাং মৃত্যুসময়ে তাঁহাদের তদুপযুক্ত ধাতুরূপ নাড়ির পক্ষে ইন্দ্রিয়ই দ্বারস্বরূপ হয় এবং তাঁহারা তাদৃশ নাড়ির দ্বারা, তাদৃশদ্বার-যোগে, যথাসঙ্কল্পিত ফলরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যাঁহারা তপস্যা ও শ্রদ্ধাসহকারে যোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি কামনায় অথবা ভক্তি-পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহাদের কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, বা প্রাণ মনাদি তৃপ্তিকর বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। ইন্দ্রিয়া-তীত ঐশ্বর্য্য ও ঈশ্বরের প্রতিই তাঁহাদের নিষ্ঠা থাকে। সেই নিষ্ঠানুযায়ী মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোকে নিঃসৃত হইবার নিমিত্তে বিষয়নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ দ্বার হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মরন্ধ্রই তাহার দ্বারস্বরূপে উক্ত হইয়াছে। উপাসকের দেহত্যাগকালে

তাঁহার জ্ঞান-নাড়ির দ্বারস্বরূপে ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র দীপ্তি পাইয়া থাকে। এতাবতা নাড়ি সকল অতিশয় সূক্ষ্ম। এস্থলে তাহাদের সূক্ষ্মত্বের প্রতিই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। তাহাদের স্থূলত্ব স্বীকার করিলেও তদ্দিগের বিদ্যুতীয় শক্তি উপলক্ষে সূক্ষ্মত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। সেই শক্তির সূক্ষ্মত্বই নাড়ির সূক্ষ্মত্ব। ইহাতেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

জীবের যেমন কর্ম্ম, যেমন তপস্যা, যেমন জ্ঞান, সেইরূপ গতি হয়। সূক্ষ্মদেহ ও তদীয় ধাতুস্বরূপ নাড়ি সকল সেইরূপ পবিত্রতা ও শক্তি ধারণ করে। তাহারা স্বীয় অনুরূপ লোকে কর্ত্তাস্বরূপ জীবকে লইয়া যায়। উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গাদি ঊর্দ্ধগতি, অথবা সংযমনী প্রাপ্তি রূপ অধোগতি এসমস্তই কর্ম্মভোগ মাত্র। এই ঊর্দ্ধ ও অধোগতি দুই তাৎপর্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুভ-গতি যেমন গুণেতে ঊর্দ্ধ, সেইরূপ দেশতঃ ঊর্দ্ধ। অশুভ গতি গুণেতেও অধঃ দেশতঃও অধঃ।

২৫। যদিও প্রকৃতপ্রস্তাবে জগতে ঊর্দ্ধ ও অধঃ কিছুই নাহি, তথাপি এই ভূলোকের সম্বন্ধে আকাশ ও তত্রত্য গ্রহনক্ষত্র ঊর্দ্ধে-স্থিত ও পাতাল ও নরকাদি অধোদেশে স্থিত বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অপরঞ্চ যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ তাহা ঊর্দ্ধস্থিত এবং যাহা অপকৃষ্ট এবং অধম তাহা অধঃস্থিত বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার নিতান্ত অমূলক নহে।

অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, পদার্থের উৎকৃষ্ট ও সারভাগ সমস্তই ঊর্দ্ধে স্থিত অথবা ঊর্দ্ধগামী। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু,আকাশ এই পঞ্চভূতের মধ্যে পর পর ভূতগুলি ক্রমে সূক্ষ্মতর। সুতরাং ঊর্দ্ধ-ব্যাপী। পৃথিবীর অসাধারণ সূক্ষ্মাংশ স্বরূপ যে গন্ধগুণ তাহা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধব্যাপী হইয়া থাকে। জলের সূক্ষ্মাংশ বাষ্প ঊর্দ্ধগমনশীল। অগ্নির শিখা ঊর্দ্ধেই উত্থিত হইয়া থাকে। বায়ুর প্রবাহ ঊর্দ্ধপথেই নির্ম্মল।

অপরন্তু বৃক্ষের উৎকৃষ্টাংশ পত্র, পুষ্প, ফল। সে সমস্তই বৃক্ষগণ ঊর্দ্ধেতে ধারণ করে। দুগ্ধ ঊর্দ্ধদেশেই স্বীয় সারস্বরূপ নবনীতকে প্রকাশ করে। প্রাণী-শ্রেষ্ঠ মানবের দেহ ঊর্দ্ধমুখী। মানবদেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বারসকল তদীয় উত্তমাঙ্গস্বরূপ মস্তকে দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রস্বরূপ সহস্রার কমল সর্ব্বোর্দ্ধে বিকশিত থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অমৃতবর্ষণ করিতেছে।

যখন প্রকৃতি-বিরচিত দৃশ্য পদার্থে অধিকাংশতঃ উৎকৃষ্টের স্থান ঊর্দ্ধে ও অপকৃষ্টের স্থান অধোদেশে দৃষ্ট হইতেছে তখন সেই প্রকৃতিবিরচিত সূক্ষ্ম ও নির্ম্মলতর আনন্দভোগের স্থান সকল যে ঊর্দ্ধে স্থিতি করিবেক এবং তদ্বিপরীত আনন্দশূন্য স্থান সকল যে অধোদেশে স্থিতি করিবেক তাহার আশ্চর্য্য কি?

এই দৃষ্টিতে শাস্ত্রে ভূলোকের ঊর্দ্ধভাগে চন্দ্র, তারা ও গ্রহমণ্ডলাবধি এবং তদূর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবনক্ষত্রের উপরি পর্য্যন্ত ষট্‌প্রকার স্বর্গভুবনের স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ষড়্‌বিধ স্বর্গলোকের নাম—ভুবর্লোক, দেবলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক। কিন্তু যমাধিকৃত নরকলোকসমূহকে এই পৃথিবীর দক্ষিণে, মেরুর নিকটে, লোকালোক পর্ব্বতের নিম্নভাগে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

নরকগতিপ্রকরণ।

২৬। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরিমাণ ও প্রকারভেদে, অসংখ্যরূপ। তাহার ফল সকল নানাবিধ। সুতরাং সেই সকল ফলভোগের অবস্থা ও স্থানও অসংখ্য প্রকার। স্বর্গও অসংখ্য, নরকও অসংখ্য। সংক্ষেপে উপদেশের নিমিত্তে সেই অসংখ্য স্বর্গকে ভূলোকের ঊর্দ্ধে উক্ত ষড়্‌বিধ শ্রেণীতে এবং নরক সমস্তকে তাহার নিম্নদেশে বহুবিধ বিভাগে স্থাপন করিয়াছেন।

সমস্ত নরক একত্রে সংযমনী বা যমপুরী বলিয়া কথিত হয়। তথা পাপীগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতে চাহে না। কেবল ভগবানের দণ্ডনীতির বশবর্ত্তী হইয়া গিয়া থাকে। অনিবার্য্য ঐশি-নিয়মের বশে পাপীরা তথা গিয়া যম-নিয়মদ্বারা শুদ্ধি লাভ করে, এইহেতু সে স্থানের নাম যমভবন।

বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে পুণ্যাত্মাগণের নিমিত্তে যেরূপ শুক্ল কৃষ্ণমার্গ ও আধ্যাত্মিক নাড়ির বিচার করিয়াছেন, যমভবনে যাইবার সেরূপ কোন নাড়িরূপ আধ্যাত্মিক-মার্গের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অন্তরীক্ষ ও বায়ুমণ্ডলকে পাপীর অপেক্ষাক্ষেত্র বা যমালয়ের পন্থা কহিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় (৪১৬ঋ) অন্তরীক্ষ লোককে যমভবনে গমনের পথরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা “তিস্রোদ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্‌॥” স্বর্গলোক তিনটি। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ। তন্মধ্যে ভূঃ ও স্বর্লোক এই দুই, সূর্য্যের উপস্থে, কি না, সমীপস্থানে আছে। অর্থাৎ এই উভয় লোকই সুর-প্রভাবসম্পন্ন। কিন্তু মধ্যমক্ষেত্র যে অন্তরীক্ষ তাহা প্রেতপুরুষদিগের অপেক্ষাক্ষেত্র

বা যমভুবনে যাইবার পথ। উহা অম্বরপ্রভাববিশিষ্ট। ফলে উহা যে সামান্য সূর্য্যালোকবিহীন এমত বোধ হয় না। কেননা পর-ঋকে আছে, “বিস্থপর্ণোন্তরীক্ষাণ্যখৎ” সূর্য্যের শোভন-পতন-রশ্মি অন্তরীক্ষাদি ত্রিভুবন প্রকাশ করিয়াছে। এস্থলে যমভবনের উক্ত পন্থা ছুরিতরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ইহাই অভিপ্রায়। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে পুরাণ-শাস্ত্রেরও এই সিদ্ধান্ত।

এতদ্ভিন্ন, যমভবনের আধ্যাত্মিক-মার্গ-প্রসঙ্গ দেখি না। পুরাণ তাহার স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। সেই সকল বিবরণ ঘোরতর অর্থবাদপূর্ণ সুতরাং অত্যন্ত জটিল। তাহার সংক্ষেপার্থ নিম্নে উদ্ধার করা যাইতেছে। তাহার দ্বারা কোন না কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারিবে।

২৭। ভূগোলের উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত পৃথিবীর মেরু-অস্থিস্বরূপ সুমেরুনামক পর্ব্বত পৃথিবীর গর্ভভেদ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। উহা উত্তরদিকে সুমেরুনামে এবং দক্ষিণদিকে কুমেরুনামে ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছে। উহার দক্ষিণ উপান্তে মানসোত্তর নামে এক পর্ব্বত আছে। মানসোত্তর পর্ব্বতের দক্ষিণ স্বাদুজলের সাগর আছে। সেই সাগর ধরণীকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে লোকালোকনামে এক পর্ব্বত স্থিতি করে। তাহার দক্ষিণে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু। ফলতঃ সুমেরু পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ উভয় প্রান্ত ভেদ করিয়া অবস্থিতি করিলেও উত্তর মেরুই সাধা-রণতঃ সুমেরুনামে উক্ত হয়। (বিঃ পুঃ ২।৮।২০) “সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ।” যত দ্বীপ ও বর্ষ আছে সুমেরু-পর্ব্বত সকলের উত্তরদিকে এবং লোকালোক পর্ব্বত সকলের দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছে। উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু-স্থানে কখন কখন নিরন্তর দিবা ও নিরন্তর রাত্রি হইয়া থাকে।

উক্ত লোকালোক পর্ব্বতের উত্তরদিকে "লোক" অর্থাৎ লোকের স্থান এবং দক্ষিণদিকে "অলোক" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীবর্জিত স্থান। (ভাগঃ ৫।২০।২৬) "পরমেশ্বর ঐ পর্ব্বতকে লোকত্রয়ের প্রান্তভাগে সীমারূপে স্থাপিত করিয়াছেন।" (ঐ ২৭) "ঐ গিরি প্রতিবন্ধকস্বরূপ হওয়াতেই সূর্য্যাদি ধ্রুবপর্য্যন্ত জ্যোতির্গণের কিরণ নিম্নস্থ লোকত্রয়কে চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিয়াও কদাচ তাহার পরে গমন করিতে শক্ত হয় না।" সেই স্থান তজ্জন্য গাঢ় অন্ধকারাবৃত। (বিঃ পুঃ ২।৪।৯৬) "তত স্তমঃ সমাবৃত্য তং শৈলং সর্ব্বতঃ স্থিতম্। তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্॥" এই পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে চতুর্দ্দিকেই গাঢ় অন্ধকারময় স্থান। ঐ অন্ধকারাবৃত স্থান অণ্ডকটাহকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। "অণ্ডকটাহ" শব্দের অর্থ ভুবনকোষ। অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনের আয়তন স্থানস্বরূপ যে অখণ্ড শূন্যমণ্ডল তাহা ঐ অন্ধকারাবৃত স্থানের সীমাস্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণের (২ অংশ ৬।১) টীকায় "দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাৎ" এবং "তমোগর্ত্তোদকস্যাধঃ" বলিয়া নরক সকলের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা উক্ত দক্ষিণ মেরু স্থানে লোকালোক পর্ব্বতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহামধ্যে থাকা অনুমান হইতেছে। কেননা ভাগবতে (৫।২১।৯) লিখিত আছে যে, "উল্লিখিত মানসোত্তরের ও সুমেরুর দক্ষিণদিকে যমসম্বন্ধিনী পুরী, তাহার নাম সংযমনী।" এ কথাও উক্ত অনুমানকে দৃঢ় করিতেছে। আরো ভাগবতে (৫।২৬।৫) লেখেন "কোন কোন ঋষিরা বলেন ত্রিলোকী মধ্যে দক্ষিণদিকে ভূমির নীচে (অর্থাৎ ঐ পর্ব্বতের অধঃস্থিত গুহাতে) এবং জলের উপরে (অর্থাৎ 'ব্রহ্মাণ্ডগত গর্ভোদকাদূর্দ্ধমেব' ভূমণ্ডলের গর্ভোদকের উপরিভাগে) যে স্থানে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ বাস করিয়া পরম সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব বর্ণের ব্যক্তিদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, অথবা যেখানে

পিতৃপতি যম স্বগণ সহিত বসিয়া স্বীয় পুরুষদের কর্ত্তৃক আপনার স্থানে আনীত মৃতগণের কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচারপূর্ব্বক দণ্ড করিতেছেন, ঐ বিষয়ে কোন অংশে ভগবানের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতেছেন না সেই স্থানে নরক সকল আছে।" এই বিবরণও প্রকারান্তরে প্রাগুক্ত অনুমানেরই পোষকতা করিতেছে। অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু স্থানে লোকালোক পর্ব্বতের তমসাচ্ছন্ন অধোভূমিতে নরক সকল স্থিতি করে। শাস্ত্রানুসারে তাহাই স্থির হইতেছে।

২৮। যেরূপ শরীরের সহিত ও যে প্রকার পথদ্বারা পাপী মৃত্যুর পর যমদূতকর্ত্তৃক তথা নীত হয় তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ মার্ক-ণ্ডেয় পুরাণে দশমোধ্যায়ে আছে। "বায়ুগ্রসারী তদ্রূপং দেহমন্যৎ-প্রপদ্যতে। তৎকর্ম্মজং যাতনার্থং ন মাতৃপিতৃসম্ভবং।" মৃত্যুকালে পাপীজন পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগের পরেই বায়ুতে অধিষ্ঠান করে, তখন তাহার সূক্ষ্মশরীররূপ বীজবশাৎ সে পূর্ব্ব শরীরের ন্যায় আর একটী শরীর প্রাপ্ত হয়, এই শরীর মাতাপিতাদ্বারা উৎপাদিত নহে। তাহা কর্ম্মজনিত শরীর এবং কেবল পাপভোগার্থ আবির্ভূত হইয়া থাকে। (৬৩)। মনু (১২ অঃ ১ শ্লো) "পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্। শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবং।" পঞ্চতন্মাত্র ও সূক্ষ্মদেহরূপ বীজপ্রভাবে পাপীর যাতনার নিমিত্তে পরলোকে এক স্বতন্ত্র স্থূলদেহ জন্মে। তাহা মাতৃপিতৃ-সম্ভূত নহে। পুনশ্চ মার্কণ্ডেয় পুরাণে কহেন, "ততো দূতো যমস্যাশু পাশৈর্বধ্নাতি দারুণৈঃ। দণ্ডপ্রহারসম্ভ্রান্তং কর্ষতে দক্ষিণাং দিশম্। কুশকণ্টকবল্মীকশঙ্কুপাষাণকর্কশে। তথা প্রদীপ্তজ্বলনে কচিচ্ছভ্র-শতোৎকটে॥" (৬৪। ৬৫) মৃত্যুর পর পূর্ব্বোক্ত প্রকার দেহ-ধারী জীবকে যমদূত দারুণ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া দণ্ডদ্বারা প্রহার করিতে থাকে। এই প্রহারে ঐ ব্যক্তি একান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। যমদূতেরা তাহাকে ঐরূপে বন্ধন করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক

দক্ষিণদিকে লইয়া যায়। কোথাও কুশময় স্থান, কোথাও কণ্টকাকীর্ণ, কোথাও বল্মীকময় স্থান, কোথাও শঙ্কুময় স্থান, কোথাও পাষাণ সমুদয় দ্বারা কর্কশ স্থান, কোথাও প্রদীপ্ত হুতাশনদ্বারা ভয়ঙ্কর, কোথাও শত শত গর্ত্ত। ইত্যাদি প্রকার ভয়ানক যন্ত্রণাময় পথ দিয়া যমদূতগণ মৃত ব্যক্তিকে বহন করে।

২৯। পুরাণশাস্ত্রে পাপী, যমালয়, নরক, যমদূত এবং যমালয়ে গমনের পথ সম্বন্ধে বিস্তর বিবরণ আছে, কিন্তু সে সমস্তই অর্থবাদ। "অর্থবাদবাক্যানাং শাস্ত্রার্থে প্রামাণ্যং ন ভবতি।" অর্থবাদবাক্য সমস্ত শাস্ত্রবিচারে প্রমাণ হইতে পারে না। ফলতঃ কোন তত্ত্বের গুণবাদ অথবা নিন্দার্থবাদ ত্যাগ করিলে তাহার যে মূল তাৎপর্য্য অবশিষ্ট থাকে তাহারই উপরি শাস্ত্রার্থসম্বন্ধে উপপত্তি জন্মে। যমযন্ত্রণাসম্বন্ধে শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য কি, নিম্নে তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে নরকাধ্যায়ে (২।৬।৪২) আছে—"মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গঃ নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম।" স্বামী এই বচনের যে টীকা করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, "ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে স্বর্গনরকাদি ও তৎসাধন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া অনুভব হয়। কেননা 'স্বপ্নগতমনঃপ্রীতিদুঃখকরবস্তুবৎ স্বর্গনরকৌ মিথ্যৈবেতি ভাবঃ।' স্বপ্নেতে মনের প্রীতিকর বা দুঃখকর যে সকল বস্তু দর্শন করা যায় তাহা যেমন মিথ্যা, তদ্বৎ স্বর্গ ও নরকও মিথ্যা।" কিন্তু অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিলে বাসনা ও অদৃষ্ট বীজোৎপন্ন শুভাশুভ, প্রীতি অপ্রীতি, সুখদুঃখ ইত্যাদি বোধবশাৎ প্রীতি বা আত্মপ্রসাদ স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করে এবং দুঃখ বা গ্লানি নরকভোগ উৎপন্ন করে।

বেদান্তশাস্ত্রোক্ত প্রকারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিসংযোগে যদি অবিদ্যা-বীজকে দগ্ধ না করা যায় তবে এই মায়াময় জগতের ন্যায়

প্রীতিজন্য স্বর্গ ও গ্লানিজন্য নরকলোকসকল জীবের ভোগার্থে সংঘটিত হইয়া থাকে। কিছুতেই তাহা হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না। স্বর্গনরক সহস্র মিথ্যা হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন জীবের পক্ষে তাহা সত্য সত্যই কার্য্যকারী হইয়া থাকে। তাদৃশ জীবের সম্বন্ধে পাপ-পুণ্যভোগ অপরিহার্য্য। পরলোকভ্রমণ অপরিহার্য্য। সুতরাং ঐহিকের পাপ সঙ্গে গিয়া পরলোকে তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করে এবং ঐহিকের পুণ্য সঙ্গে গিয়া তাহার হৃদয়ে চন্দ্রসূর্য্যপ্রভা-সম্পন্ন সুরপুরীর দ্বার খুলিয়া দেয়।

৩০। একটী লৌকিক যুক্তি গ্রহণ করায় হানি নাই। আমরা এই পৃথিবীতে দেখিতে পাই যে, মনুষ্যের এবং এমত কি অন্যান্য জীবের আসঙ্গলিপ্সা অতিশয় প্রবল। মানবজাতির মধ্যে প্রবৃত্তিভেদে তাহার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। ধার্ম্মিক ও সৎক্রিয়াশীল সাধুপুরুষেরা স্বভাবতঃ একদলবদ্ধ হইয়া কাল-যাপন করেন। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ তাঁহারা স্ব স্ব স্বভাবের ব্যক্তিগণের দলস্থ হয়েন। লম্পটেরা লম্পটের দলে, মদ্যপায়ীরা মদ্যপায়ীর দলে এবং চৌরগণ চৌরের দলে ঘনীভূত হয়। স্বভাব অনুসারে দলবদ্ধ হইয়া একস্থানে স্থিতি করা এক প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম। পরলোকেও এই নিয়মের বিপর্য্যয় হয় না।

অতএব পরলোকে স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র আর অধার্ম্মিক ও পাপাত্মা জনেরা স্বতন্ত্র বাস করেন। তাঁহারা শূন্যে থাকিতে পারেন না এবং প্রাকৃতিক নিয়মও তাহা নহে। এজন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন, বালক ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহার মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, সেইরূপ পুণ্যবান ও পাপীর কর্ম্মানুযায়ী শুভাশুভ ভোগার্থ শুভ ও অশুভ স্থানসমূহ বিধাতাকর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই সৃষ্ট ও নিরূপিত হইয়া আছে।

৩১। বিধাতা সূক্ষ্ম ও শুভধাতুবিনির্ম্মিত, বিবিধ প্রীতিকর ভোগ্যবস্তুপরিপূর্ণ, যে সকল লোকমণ্ডল রচনা করিয়াছেন, তৎসমূহ ঊর্দ্ধে স্থিত এবং স্থূল ধাতুবিরচিত যন্ত্রণাপ্রদ ভোগ্যবস্তুতে পূর্ণ যে সকল স্থান সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অধঃস্থিত বলিয়া কথিত হয়। পুণ্যাত্মারা স্ব স্ব সূক্ষ্ম ও শুভধাতু অনুসারে মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং পাপীরা স্ব স্ব স্বভাবের পরবশ হইয়া অধোলোকে যান। ঐ ঊর্দ্ধলোক সকল স্বর্গ এবং অধোলোক নরক শব্দের বাচ্য। তদ্ভিন্ন যমালয়, নরক, তাহার তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র প্রভৃতি বিভাগ; যমরাজ, যমদূত, তথাগমনের কণ্টকময় পন্থা, প্রভৃতি উক্তি সমস্তই অর্থবাদ। কেবল অশুভজ্ঞাপনই তাহার উদ্দেশ্য। যে সকল বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিরা এই পৃথিবীতে বেদবিহিত যম-নিয়মাদি দ্বারা শরীর ও মন-সংযম না করে, ঈশ্বরের নিয়মে তাহাদিগকে মৃত্যুর পর বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। তাহারই নাম যমযন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা জ্ঞাপনই উদ্দেশ্য। "নরক সকল গাঢ় অন্ধকারে আবৃত" এরূপ বাক্যের তাৎপর্য্য "অজ্ঞান অন্ধকার।" "জ্ঞানই" সূর্য্যধাতুসম্পন্ন। "অজ্ঞান" অসূর্য্য ধাতু। এইজন্য অসূর্য্যম্পর্শ দক্ষিণদিকে নরকের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বর্গভুবনের ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রভৃতিও অর্থবাদ। কেবল শুভজ্ঞাপনই অভিপ্রায়। যমরাজ আর কেহই নহেন, তিনি ঈশ্বরই। পাপী জনেরা ঈশ্বরকেই দণ্ডদাতা যমরূপে দর্শন করে। পুণ্যাত্মারা ঈশ্বরকেই শুভদাতা ইন্দ্রাদিদেবতারূপে দেখিয়া থাকেন।

অশুভকারীর ভোগার্থ কঠোপনিষদে "আনন্দা" এবং ঈশোপনিষদে "অসূর্য্যা" লোকের উল্লেখ আছে। আচার্য্যেরা তাহাকে "অনানন্দা," "অসুখা," "অজ্ঞানান্ধকার" শব্দে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুণ্ডকে (১।২।৩) কহিয়াছেন, "যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবি-

ধিনাহুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥” যাঁহার অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, শরৎকালবিহিত-ক্রিয়া, অতিথিসেবা, হোম, বৈশ্বদেবের পূজা, বর্জ্জিত হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই সমস্ত ক্রিয়ার সাধন না করে, তাহার এই ভূরাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্ত-স্বর্গে স্থান হয় না; সে পতিত হয়। এই সমস্ত উক্তির তাৎ-পর্য্য এই যে, যাঁহার যোগাচারপরায়ণতা অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় নাই অথচ স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া ঐসকল সকামক্রিয়াও রহিত করিয়াছে, তাঁহার কোন প্রকার শুভলোকে স্থান হয় না, তিনি অসূর্য্যধাতু—অজ্ঞানধাতুবিরচিত নরকে পতিত হয়েন।

শারীরকে (৩।১।১৩) কহিয়াছেন, “সংযমনেত্বনুভয়েতরে-ষামারোহাবরোহৌ তদ্‌গতিদর্শনাৎ।” সংযমনে অর্থাৎ যমলোকে পাপীরা বার বার দুঃখ অনুভব করে। পাপ অধিক পরিমিত হইলে একাদিক্রমে ভোগ করিতে পারে না,এজন্য বার বার যোনি-ভ্রমণপূর্ব্বক বার বার নরকস্থ হইয়া থাকে। “স্মরন্তিচ” স্মৃতিতেও পাপীর এইরূপ নরকভোগের কথা আছে। “অপিচ সপ্ত” পুরাণেও পাপীদিগের স্থানের উল্লেখ আছে। তাহাতে প্রধানতঃ নরকসমূহ সপ্তবিধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

৩২। ফলে এইরূপ নরকভোগের কালকে পুরাণাদি শাস্ত্র, অর্থবাদরূপ সূত্রদ্বারা যতই দীর্ঘ বা অনন্ত বলিয়া লম্বমান করুন, প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের অন্তিম নিস্তারের দিকেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নরকভোগান্তে জীব অবশেষে মঙ্গল লাভ করিবেই করিবে, শাস্ত্রে তাহা ভূয়ঃ ভূয়ঃ কহিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে (২।৬।৩০) “স্থাবরাঃ কৃময়োহব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবোনরাঃ। ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশা-স্তদ্বমোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্॥” পাপীরা নরকভোগানন্তর ক্রমশঃ স্থাবর, কৃমি, জলচর, খেচর, ভূচর, মনুষ্য, ধার্ম্মিক মনুষ্য, দেবতা অর্থাৎ স্বর্গবাসী, এবং অন্তে মুমুক্ষু অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৩৩। শারীরকে (৩। ১) পরলোক-প্রকরণে পাপীরা নরক হইতে কিরূপ পথ দিয়া আসিয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করেন তাহার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে, দক্ষিণমার্গগামী ইষ্টা-পূর্ত্তকারী জীবগণ পিতৃ, ইন্দ্র, বা চন্দ্রলোকে নিম্নশ্রেণীর স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া, ভোগক্ষয়বশতঃ আকাশ, বৃষ্টি, ভূমি, রেতঃ, গর্ত্ত ইত্যাদি পথদিয়া পুনরাবৃত্ত হয়েন। এই পঞ্চবিধ পথকে পঞ্চাহুতি কহে। তাহা চন্দ্রের অধিকারভূত। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত উপলক্ষ পূর্ব্বক অধিকরণমালায় পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন যে, "চন্দ্রং যাতি নবা পাপী তৈ সর্ব্ব ইতি বাক্যতঃ। পঞ্চমাহুতিলাভার্থং ভোগা-ভাবেপি যাত্যসৌ ॥ ভোগার্থমেব গমনমাহুতির্ব্ব্যভিচারিণী। সর্ব্ব-শ্রুতিঃ সুকৃতিনাম্ যাম্যে পাপিগতিঃ শ্রুতা ॥" অর্থাৎ যদিও স্বর্গসুখভোগের নিমিত্তে পাপীরা চন্দ্রলোকে না যাউক; কিন্তু যখন চন্দ্রলোক হইতেই উপরি উক্ত প্রকার পুনরাবৃত্তির পথ তখন পাপীরাও অবশ্য নরকভোগান্তে উপরি উক্ত প্রকার পঞ্চমাহুতি লাভার্থ চন্দ্রলোকে যায় এবং কেবল সেইজন্যই চন্দ্রলোক হইয়া আইসে। একথার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চন্দ্রলোকে গমন কেবল পুণ্যফলভোগের নিমিত্তেই হইয়া থাকে। পঞ্চমাহুতি গ্রহণার্থ নহে। অতএব পাপীদিগের তথাগমন হয় না। তাহাদিগের যমলোকেই গমন হয়। শ্রুতির তাৎপর্য্যই তাহা।

পর্জ্জন্যাদি পথদিয়া পাপীগণের পুনরাবৃত্তি হয় না ইহাই সিদ্ধান্ত। কোন্ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তাহারা গর্ত্তে প্রবেশ করে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। আকাশ, পর্জ্জন্য, অন্ন, রেতঃ ও গর্ত্ত এ সমস্ত বিশুদ্ধ মার্গ। পুণ্যাত্মারা তাহা আশ্রয় করেন। "সোমাৎ পর্জ্জন্য" (২ মু। ১ খ। ৫ শ্রু) চন্দ্র হইতে পর্জ্জন্য জন্মে। সেই পর্জ্জন্য আকাশ হইতে পতিত হয়। তদ্দারা ওষধি ও অন্ন জন্মে। পাপীর পক্ষে তাদৃশ উর্দ্ধপথ প্রাপণীয়

নহে। ইহাতে অনুমান হয় পাপীরা পঞ্চমী-আহুতিবিহীন হইয়া কোনরূপে ক্লেদাদি আশ্রয়পূর্ব্বক যোনিদ্বারে প্রবেশ করে অথবা অযোনিজ হইয়া জন্মে।

চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গীয় গতি।

বা

দক্ষিণ-মার্গ।

৩৪। এক্ষণে স্বর্গভোগ-প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। প্রথমেই দক্ষিণমার্গগামী পুণ্যাত্মাগণের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্ত হইবে, পশ্চাৎ উত্তরমার্গগামী সাধুদিগের বিবরণ দেওয়া যাইবে। যেরূপ পথদিয়া ঐ উভয় প্রকার স্বর্গে জীবের গমন হয় তাহা পূর্ব্বে সামান্যতঃ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই পথ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ও সেই সকল স্থানের স্থিতি, সুখভোগ ও ভোগক্ষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রে অর্থবাদসহকারে যাহা বলেন তাহার সংক্ষেপার্থ বিবৃত হইবে। ফলতঃ অর্থবাদ যতই থাকুক প্রকৃত বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্রের একই সিদ্ধান্ত।

৩৫। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্র ও দিবাকরের দক্ষিণায়ন প্রযোজক যে সমস্ত নক্ষত্র আছে তাহার অভ্যন্তরে চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃলোক অবস্থিতি করে। বিষ্ণুপুরাণে (২।৮।৮০) লেখেন "উত্তরং যদগস্ত্যস্য অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণং। পিতৃযানঃ সবৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ।" বৈশ্বানর পথের বহির্দ্দেশে, অগস্ত্যের উত্তর ও অজবীথীর দক্ষিণ যে বর্ত্ম আছে তাহার নাম পিতৃযান। সেই পথ পিতৃলোক ও ইন্দ্রলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বিষ্ণুপুরাণের টীকায় স্বামী ঐ পথটি এইরূপে বুঝাইয়াছেন। যথা ;—"তদেব মধ্যমোত্তরদক্ষিণমার্গত্রয়ং প্রত্যেকং বীথীত্রয়েন ত্রিধা ভিদ্যতে।" চন্দ্র-সূর্য্যের পন্থা তিনভাগে বিভক্ত ; মধ্যম, উত্তর,

এবং দক্ষিণ।" উহার প্রত্যেক ভাগ তিন তিন বীথীদ্বারা বিভক্ত। এই কথার তাৎপর্য্য নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের পথ সপ্তবিংশতি নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত। সেই সমস্ত নক্ষত্র তিন তিনটি করিয়া নবশ্রেণীতে গণ্য হয়। তাদৃশ প্রত্যেক শ্রেণীর নাম, এক এক বীথী। অশ্বিনী নক্ষত্র অবধি রেবতী পর্য্যন্ত তিন তিন নক্ষত্রক্রমে ঐ নবশ্রেণীর মধ্যে নাগবীথী, গজবীথী, ঐরাবতী, এই তিন বীথী উত্তরমার্গে; আর্যভী, গোবীথী, জরোদ্‌গবী এই তিন বীথী মধ্য-মার্গে; এবং অজবীথী, মৃগবীথী ও বৈশ্বানরী এই তিন বীথী দক্ষিণমার্গে।

স্বামী বলেন, "অগস্ত্যস্য নিকটবর্ত্তিনো বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ। বৈশ্বানরবীথীং বর্জ্জয়িত্বা মৃগবীথীমাত্রং পিতৃযানমিত্যর্থঃ।" দক্ষিণায়নীয় অজবীথী, মৃগবীথী ও বৈশ্বানরী এই তিন নক্ষত্রবীথী আছে, তাহার প্রথমেই উত্তরভাগে অজবীথী, মধ্যে মৃগবীথী এবং সর্ব্বদক্ষিণে বৈশ্বানরী অবস্থিতি করে। পিতৃযাননামক স্বর্গলোক ঐ অজবীথীর দক্ষিণদিকে। তাহা অগস্ত্যের নিকটবর্ত্তী, কিন্তু বৈশ্বানরীর উত্তরে স্থিতি করে। অর্থাৎ বৈশ্বানর-বীথীকে বর্জ্জন করিলে অজবীথীর দক্ষিণে মৃগবীথীমাত্র থাকে। সেই মৃগবীথীমাত্র পিতৃযান ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা এই তিন নক্ষত্রদ্বারা ঐ বীথী বিরচিত।

পিতৃযানমার্গ নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যেই অবস্থিত। তাহা "চন্দ্রতারকসীমাভূতমার্গং" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ জীবের ভাগ্যের সহিত চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের যে সম্বন্ধ আছে ঐ স্থান তদধিকারভূত। জীবগণ স্ব স্ব শুভকার্য্য নিষ্পন্ন অদৃষ্টানুসারে সেই অধিকারে-নীত হন। ইন্দ্রলোকও তাহারই অন্তর্গত। এ সমস্তই স্বর্গশব্দে কথিত হয়। ইহা "আচন্দ্রতারকং" চন্দ্রতারকের

প্রভাবের মধ্যগত। শ্রুতিতে (২ মুণ্ডঃ ১ খঃ ৬) "লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ" ইত্যাদি উক্তি আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "সোমঃ যত্র যেষু লোকেষু পবতে পুনাতি লোকান্ যত্র যেষু চ সূর্য্যঃ তপতি। যে চ দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ মার্গদ্বয় গম্যাঃ বিদ্বদ বিদ্বৎকর্ত্তৃফলভুতাঃ।" উক্ত শ্রুতির সামান্য অর্থ এই যে, পরমেশ্বর হইতে চন্দ্র-সূর্য্য-প্রকাশসম্পন্ন লোকসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। পরমেশ্বর যজ্ঞ ও যজমান সৃষ্টি করিয়া সেই যজমানরূপ জীবের নিমিত্তে যজ্ঞের ফলভূত স্বর্গলোক সকল সৃষ্টি করিলেন। তন্মধ্যে বিষয়সুখ ও প্রজাকামী জনগণের নিমিত্তে তিনি সেই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন, যেখানে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষাবচ্ছিন্ন জীব স্বীয় মন, প্রাণ ও অন্নের আকর্ষণ চরিতার্থ করিতে পারেন। সেই সকল লোক চন্দ্রের অধিকারভূত। চন্দ্রদেবতা তাহাকে পবিত্র করেন। নতুবা তাহা চন্দ্রপ্রকাশসম্পন্ন সামান্য জ্যোৎস্নাময় স্থানমাত্র এমত অর্থ নহে। সূর্য্যের আনুকূল্য দ্বারা চন্দ্রদেবতা হইতে অব্যবহিতরূপে পর্জন্য, অন্ন, অমৃতরূপ প্রাণ ও মনের সুখ সঞ্চার হয়। সুতরাং অগ্নিহোতৃ ও ইষ্টাপূর্ত্তকারী ফলকামী জীবগণ চন্দ্র-পবিত পিতৃ বা ইন্দ্রাদিলোকে গমন করেন। তথাগমনসময়ে তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ যতদূর উৎকৃষ্ট ধাতুতে আরূঢ় থাকে এবং তখন সেই সূক্ষ্মদেহের ধারণযোগ্যরূপে তাঁহাদের যেরূপ দেবকলেবর হয়, ঐ সমস্ত স্বর্গলোক তজ্জাতীয় বিশুদ্ধ ও মঙ্গলপ্রদ ধাতুতে বিরচিত। সূক্ষ্মদেহের উষ্মাতে যেমন স্থূলদেহের উষ্মা উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ মন-প্রাণ ও ইন্দ্রিয়শক্তির প্রভাবে যেমন স্থূলদেহের তেজঃ ও চেষ্টা সম্পাদিত হয়, তাহার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধাতুবিরচিত গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবে পৃথিবী ও ইহার নিবাসী জনগণের শুভাশুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। অদৃষ্টের বশতাপন্ন মানবগণ দেহ পরিত্যাগ করিয়াও

সেই প্রভাবের সীমা ত্যাগ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্যরূপ অদৃষ্ট ভোগার্থ যে সকল মহাত্মারা পিতৃলোক, ইন্দ্রালয়, বা চন্দ্র-লোকে গমন করেন, তাঁহাদের তৎকালীন পবিত্র সূক্ষ্মদেহ ও অভিনব আবির্ভূত দেবদেহের প্রয়োজনোপযোগী পদার্থ সকল উক্ত জ্যোতির্মণ্ডলেরা কুলান করিয়া দেন। অর্থাৎ সাধারণতঃ ইন্দ্র, চন্দ্র, বা পিতৃলোকাখ্যায় সেখানে যে যে নক্ষত্রে তাঁহাদের বাস হয়, তাঁহারা তাঁহাদের অদৃষ্ট অনুযায়ী মঙ্গল বিতরণ করিয়া থাকেন। কারণ তাদৃশ মঙ্গলরূপ প্রভাব প্রকাশে তাঁহাদেরও যেমন পটুত্ব আছে, তাহা গ্রহণে তত্র-নীত পুণ্যাত্মারও সেইরূপ অদৃষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফলে ভোগবাসনা, ভোগোপভোগ ও ভোগ্যবস্তু সমস্তই প্রকৃতির আবির্ভাব। চন্দ্রপ্রভাববিশিষ্ট নক্ষত্র-মণ্ডলে বাসপূর্ব্বক ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারী জীব যেরূপ সাংসারিক ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যকামী অপেক্ষাকৃত পুণ্যাত্মা ও যোগীগণ সেইরূপ সূর্য্যদেবের প্রভাব দ্বারা বিজ্ঞানানন্দময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বর্গ সকল সাংসারিক ইষ্টানিষ্ট ফলদায়ক গ্রহতারাগণের বহির্ভূত বটে, কিন্তু প্রকৃতির সূক্ষ্মতর ভোগরাজ্যের অন্তর্গত, তাহা পরে উক্ত হইবে।

৩৬। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, পর্জন্য, প্রজা, অন্ন, প্রাণ ও মনের অধিপতি চন্দ্রদেবতা। তিনি জল-ধাতুপ্রধান, সুতরাং তাঁহার অণ্ডগোলক জলীয় বাষ্পে ধূমাবচ্ছিন্ন। এই নিমিত্তে শাস্ত্রে (১মঃ প্রশ্নে ১১ শ্রু) পিতৃলোক কে "পুরীষিণং অর্থাৎ উদকবন্তং" বিশেষণ দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃযান জলধাতুযুক্ত। অপিচ (লিঙ্গঃ পুঃ খঃ ৬০) কহিয়াছেন "ঘনতোয়াত্মকং তত্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতং।" শ্রুত আছে যে, চন্দ্রমণ্ডল ঘনীভূত জলাত্মক। পর্জন্য, শিশির, ওষধি ও বনস্পতিগণের উন্নতি, মনের সুখ, প্রাণের শীতলতা, অন্নের উৎপত্তি এসমস্তই

সেই তোয়াত্মক গ্রহের প্রভাবে হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে (২। ১২। ১৪—১৫) আছে, "বীরুধশ্চামৃতময়ৈঃ শিতৈরপ্পরমাণুভিঃ॥ বীরুধোষধিনিষ্পত্ত্যামনুষ্যপশুকীটকান্। আপ্যায়য়তি শীতাংশুঃ প্রকাশ্যাহ্লাদনেনতু॥" চন্দ্র, অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণুদ্বারা উদ্ভিদ্‌গণকে পরিবর্দ্ধিত করেন। তিনি বৃক্ষলতাদি উৎপাদন দ্বারা মনুষ্য, পশু, কীটাদিকে প্রকাশ্যরূপে আপ্যায়িত করেন।

৩৭। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যকামী হইয়া পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা তথায় চন্দ্রদেবতার প্রসাদে কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন। "তত্রাসতে মহাত্মন ঋষয়ো যেঽগ্নিহোত্রিণঃ।" (বিঃ পুঃ ২। ৮। ৮১) সেইস্থানে অগ্নিহোত্রী মহাত্মা ঋষিগণ বাস করেন। "ভূতারম্ভকৃতং ব্রহ্ম শংসন্ত ঋত্বিগুদ্যতা" (ঐ) যে মন্ত্রে প্রজাবৃদ্ধি হয় ঈদৃশ প্রবৃত্তিধর্ম্মবিধায়ক বেদভাগ তাঁহারা সর্ব্বদা পাঠ করিতেছেন। উহাঁরাই পিতৃগণ। পিতৃগণই প্রতি-সত্যযুগারম্ভে অভ্যুদয়প্রদ যাগযজ্ঞের পথপ্রদর্শী হয়েন। (বিঃ পুঃ ২। ৮। ৮২ প্রভৃতি) "প্রারভন্তে তু যে লোকাস্তেষাং পন্থাঃ সদক্ষিণঃ। চলিতং তে পুনর্ব্রহ্ম স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে॥" যাঁহারা লুপ্তপ্রায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রথম আরম্ভ করেন, যাঁহারা যুগে যুগে বিচ্ছিন্নবেদ পুনঃ সংস্থাপন করেন, তাঁহারা তাদৃশ কর্ম্ম সমাধানন্তর দেহাবসানে সেই দক্ষিণমার্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি। তাঁহারা প্রবৃত্তিধর্ম্মের বীজপুরুষ এবং প্রজাপতি শব্দের বাচ্য। (বিঃ পুঃ ২। ৮। ৮৩ স্বামী) সংসারকামী হোম-যাগকারী মহাত্মাগণ, মৃত্যুর পর ঐ লোকে প্রবেশ করেন এবং দেবদেহধারণপূর্ব্বক তথা বিচরণ করিতে থাকেন। সংসারের শ্রী, সম্পৎ, আয়ু, আরোগ্য, অন্ন, পর্জন্য, সন্তানসন্ততি যাহাতে সমৃদ্ধ হয় তাহাই তাঁহাদের কামনা। তাহারই সাফল্যের নিমিত্তে তাঁহারা এই কর্ম্মক্ষেত্রে দেবগণের নিকটে হোম, যাগ,

অর্চ্চনাদিদ্বারা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বদেবতার একমাত্র স্বরূপ ভগবান তাঁহাদিগকে সেই ফলবিধান করেন। তাঁহারই নিয়মে তাঁহাদের নিমিত্তে চন্দ্র, পিতৃ, ইন্দ্র অথবা স্বরলোকাখ্য স্বর্গভুবন সংরচিত হইয়াছে। তাঁহারা তথায় বাস করিয়া সার্থক্যের সহিত স্ব স্ব সাধুকর্ম্মের অমৃতময় ফলসকল উপভোগ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণের সহিত মহানন্দে স্বর্গের শোভা দর্শন ও সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি ভোগবাসনা, ভোগজ অদৃষ্ট এবং ভোগ্যবস্তু সমস্তই প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতি আজ ভোগ-রাজ্যের রাজসিংহাসনের রাজলক্ষ্মী, কল্য স্বীয় অনাদিচঞ্চলস্বভাববশতঃ বিলুপ্তা। এই হেতু স্বরলোকগত মহাত্মাগণের তত্রত্য অমৃতায়মান ভোগক্ষয় হইলেই তাঁহারা পৃথিবীতে আবার আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

৩৮। ভাগবতে (৩।৩২) আছে, "কপিল কহিলেন, যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমেতেই বাসকরতঃ কাম এবং অর্থ হইতে স্বীয়-ধর্ম্মদোহনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সে সকলকে পরিপূর্ণ করে, সে ব্যক্তি মূঢ় ও ভগবানের আরাধনারূপ ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ, সে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া বিবিধ যজ্ঞদ্বারা প্রাকৃতদেবতা, ও পিতৃগণের অর্চ্চনায় রত হয়। ঐ সকল দেবও পিতৃগণের প্রতি তাহার ভক্তি উদয় হইয়া তাহার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তাহাতে সে তাঁহাদের নিমিত্তই ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তজ্জন্য ফলে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াও তথায় সোমরস পানানন্তর তাহাকে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। * * যাহারা কেবল ধর্ম্মার্থ-কাম এই ত্রিবর্গের নিমিত্তেই মহাব্যস্ত, কিন্তু যে মধুদ্বিট ভগবানের মহৎ বিক্রম সকলেরই কমনীয় তাঁহার কথায় বিমুখ হয়, * * তাহারা সূর্য্যের দক্ষিণপথ দিয়া অর্থাৎ ধূমমার্গদ্বারা পিতৃলোকে গমন করে, পরে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব পুত্রাদিতে উৎপন্ন হয় এবং পুনর্ব্বার গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত ক্রিয়া যথোক্ত প্রকারে করিয়া থাকে।

তাহাদের সুকৃত কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায় সুতরাং ভোগের সাধন বিনষ্ট হওয়াতে দৈববশতঃ অবশ হইয়া পুনর্ব্বার এই লোকের দিকেই পতিত হয়।" মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১০) "তস্মাচ্চ প্রচ্যুতা- রাজ্ঞামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্। জায়ন্তেচ কুলে তত্র সদ্‌বৃত্তপরি- পালকাঃ। ভোগান্ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যগ্রাং স্ততো যান্ত্যূর্দ্ধমন্যথা। অব- রোহণীঞ্চ সম্প্রাপ্য পূর্ব্ববদ্দযান্তি মানবাঃ।" "স্বর্গীয় মহাত্মারা সেই পুণ্যলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া রাজা অথবা অন্যান্য মহাত্মাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎপথের ও ধর্ম্মের অনুসারী হন। পরে তাঁহারা নানাবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার উর্দ্ধলোকে গমন করেন। অর্থাৎ যদি নিষ্কাম-ধর্ম্মসাধন করেন, তবে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উত্থান করেন। যদি ফলপ্রদ ধর্ম্মের সেবা করেন তবে পুনরায় চন্দ্রলোকে যান। আর যদি সকাম নিষ্কাম কোনরূপ সৎপথের অনুবর্ত্তী না হন তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ অধোগমন করেন।"

বিষ্ণুপুরাণে (২। ৮। ৮৩ প্রভৃ) আছে "সন্তত্যা তপসাচৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেনচ। জায়মানাস্তু পূর্ব্বেচ পশ্চিমানাং গৃহেষুবৈ॥ পশ্চিমাশ্চৈব পূর্ব্বেষাং জায়তে নিধনেষ্বিহ। এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্তি নিয়তব্রতাঃ॥ সবিতুর্দ্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতা- রকম্॥" সুরপুরির ভোগ সমাধান্তে পূর্ব্বপুরুষগণ যেন দেব- প্রসাদ লইয়া সন্তানসন্ততির গৃহ উজ্জ্বল করিতে আসেন। কেননা কথিত হইয়াছে যে, বংশপ্রবর্ত্তন, তপস্যা, বর্ণাশ্রমাচার শাস্ত্রপ্রবর্ত্তন ইত্যাদি মঙ্গলসাধন উদ্দেশে পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পশ্চিম পুরুষের অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সৎক্রিয়াশীল পুরুষেরা এইরূপে নিয়ত প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহারা দিবাকরের দক্ষিণ পথ অর্থাৎ চন্দ্রপ্রভাবসম্পন্ন স্বর্গাশ্রয় করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত চন্দ্রতারা থাকিবে তাবৎ তাঁহারাও থাকিবেন। অর্থাৎ প্রলয়কালে চন্দ্রতারাগণ স্ব স্ব উপাদানকারণ-

স্বরূপিণী প্রকৃতিতে বিলীন হইলে তাঁহারাও স্বীয় অদৃষ্টের সহিত নিরুদ্ধবৃত্তি হইয়া প্রলীন হইবেন।

৩৭। ফলতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভোগায়তনস্বরূপ স্থূল সূক্ষ্মদেহ ও তদবলম্বিত দেবশরীর অথবা পাপদেহ এসমস্তই প্রকৃতির পরিণাম। তাদৃশ দেহের ভোগ্য সুখদুঃখ সমস্তও তদনুযায়ী। সমস্তই ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী প্রকৃতির বন্ধন ও মায়াদৃশ্য। সেই বন্ধনের কতই প্রকারান্তর হইতেছে তাহা বর্ণন করিয়া কে শেষ করিবে। তিনি দুষ্প্রবৃত্তিস্বরূপে পাপীর পক্ষে লৌহ শৃঙ্খল এবং পুণ্যকর্ম্মস্বরূপে পুণ্যাত্মার পক্ষে স্বর্ণ শৃঙ্খল। স্বর্গেও তিনি শৃঙ্খল, মর্ত্ত্যেও তিনিই শৃঙ্খল, এবং যন্ত্রণাপ্রদ শমনভবনেও তিনি শৃঙ্খল। তাঁহাকে ভেদ করিয়া পলায়ন করেন জীবের সে সাধ্য সংসারাবস্থায় সম্ভবে না। তবে কর্ম্মবশতঃ লৌহ শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ শৃঙ্খল অথবা বিপরীত ঘটিতে পারে। স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য অথবা নারকীয় প্রতিফল কোন আকারে কখনই নিত্যকাল ভোগ হয় না। উহার প্রত্যেকের সর্ব্বপ্রকার পরিণামেরই অল্প বিস্তর সীমা আছে। সময়শিরে যেমন ভোক্তারও কোন এক প্রকার ভোগ সমাপ্ত হয় তৎসম্বন্ধে তাদৃশ ভোগ্যেরও আবির্ভাব সেইরূপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে। একবিধ ভোগের অন্তে জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়। যেমন জাগরণান্তে নিদ্রা, নিদ্রান্তে জাগরণ, তদ্রূপ স্বর্গভোগ শেষ হইলে জীব সেই প্রাচীন সূক্ষ্মদেহের সহিত আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গরাজ্য, ভোগভূমিমাত্র। ভোগক্ষয়ে কর্ম্মভূমিতে আসিয়া আবার কর্ম্ম করা স্বাভাবিক। যে সকল জীব ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মের ফলভোগার্থ চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গভুবনে স্থানলাভ করেন তাঁহারা কেবলই কর্ম্মনিষ্ঠ। জ্ঞাননিষ্ঠ নহেন। এনিমিত্তে তথা হইতে তাঁহাদের ক্রমমুক্তি অথবা কোনপ্রকার ক্রমোন্নতি হয় না। কারণ জ্ঞানব্যতীত মুক্তির উপায়ান্তর নাই। অপরঞ্চ

উক্ত স্বর্গেতে কর্ম্মদ্বারাও জীব অতিরিক্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন না। কেননা সেখানে স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে কাহারো কোন অভাব নাই। সুতরাং সেখানে দয়া, দান, আতিথ্যাদি ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন না। সেখানে হোম যাগ অর্চ্চনাদিও চলিতে পারে না। কেননা দেবতারা ব্রাহ্মণের মুখে ও অগ্নির মুখে আহার করেন। তথা ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ও হোমীয় অগ্নি নাই। সুতরাং স্বর্গ কেবল সুখভোগের স্থানমাত্র। কর্ম্মস্থান নহে। অপরঞ্চ স্বর্গ, ত্যাগ-শিক্ষারও স্থান নহে। তথা কোন পুণ্যাত্মার এমত কোন বিষয় থাকে না, যাহা দরিদ্রকে দিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইতে পারেন। তথা পৃথিবীর ন্যায় মায়ার অধীন মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যাও নাহি যে বৈরাগ্য-বশতঃ জীব তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তুর্য্যাতীত আশ্রমা-বলম্বন করিবেন ও তদ্দ্বারা আপনার সন্ন্যাসের পরিচয় দিবেন। অতএব স্বর্গে থাকিয়া জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সুখভোগ ব্যতীত কোন নূতনবিধ কর্ম্মদ্বারা আপনার উন্নতি করিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত উন্নতির সাধন এই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতেই হইয়া থাকে। স্বর্গভোগ বিশ্রামের সহিত সুখভোগ মাত্র। বিশ্রাম সমাধা হইলেই জীবের ভাগ্য তাঁহাকে আবার এই ভারত-কর্ম্ম-ভূমিতে কার্য্যে দীক্ষিত করিয়া থাকে। স্বর্গ, কেবল ভোগস্থান, ভোগান্তে এই কর্ম্মস্থান। জন্মে জন্মে প্রবাহরূপে তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে। এস্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, তবে কি স্বর্গ-বাসী পুণ্যবানগণ অলস? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহারা অলস নহেন, কিন্তু স্বর্গের আনন্দভোগে উন্মত্ত। উৎসব-প্রিয় বালকের ন্যায় তাঁহারা চন্দ্রলোকস্থ উৎসব-বাসর সকল সম্ভোগ করিয়া থাকেন এবং বৃদ্ধ গৃহপতির ন্যায় প্রজাদিগের মঙ্গলকামনা করেন। প্রবৃত্তিধর্ম্ম রক্ষাকরত তাঁহারাই সংসার-স্থিতির কারণস্বরূপ হয়েন।

৪০। এস্থানে শাস্ত্রের পূর্ব্বপক্ষ আছে যে, শুভকারী জীব পুণ্যফলভোগার্থ স্বর্গে গমন করেন, সেই ভোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহার কর্ম্মফলস্বরূপ প্রকৃতি ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ সাধু কর্ম্মের ফলস্বরূপ ধর্ম্ম ও পুণ্য, যাহাকে শুভ অদৃষ্ট বলা যায়, তাহা নিঃশেষে ভোগ না হইলে পুণ্যাত্মা প্রত্যাবৃত্ত হন না। তবে কি কর্ম্মস্বরূপিণী প্রকৃতি অর্থাৎ অদৃষ্ট ও পূর্ব্বসংস্কারশূন্য হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন? কিন্তু শাস্ত্রে আছে কর্ম্মই শরীরধারণের বীজ; ফলে এতাদৃশ স্থলে কর্ম্ম কোথা? এই পূর্ব্বপক্ষ উপলক্ষে পরমারাধ্য ব্যাসদেব (শারীরকে ৩।১। সূ ৮) এই সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। "কৃতাত্যয়েহনুশয়বান্ দৃষ্ট স্মৃতিভ্যাং যথেদমনেবঞ্চ।" চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গধামে কর্ম্মভোগ সমাধা হইলে প্রাচীন কর্ম্মের যে সূক্ষ্মাংশ জীবের অদৃষ্ট-স্থানকে বীজবৎ আশ্রয় করিয়া থাকে জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া পুনঃ কৃষ্ণমার্গ দ্বারা অবরোহণ করেন। এস্থানে আচার্য্যেরা শারীরকে (৩।১।২ অধিঃ) মীমাংসা করিয়াছেন, "স্বর্গার্থমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ সাকল্যেনোপভোগেহপি অনুপভুক্তানি সঞ্চিতানি পুণ্যপাপানি বহূনি অস্য বিদ্যন্তে, অন্যথা সদ্যসমুৎপন্নস্য বালস্য ইহ জন্মনি অনুষ্ঠিতয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরভাবাৎ সুখদুঃখ উপভোগো ন স্যাৎ।" স্বর্গার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, সাকল্যে উপভোগ হইলেও জীবের অনুপভুক্ত সঞ্চিত পুণ্যপাপ অনেক অবশিষ্ট থাকে। যদি না থাকিত তবে সদ্যপ্রসূত বালকের ইহ জন্মের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাবে সুখদুঃখ উপভোগ হইত না। শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, সুখদুঃখের যত প্রকার ইতরবিশেষ আছে এবং ভোগের যত প্রকার স্থূলত্ব ও অতীন্দ্রিয়ত্ব হইতে পারে তাহার কিছুই জীবের কর্ম্ম ব্যতীত আবির্ভূত হয় না। কর্ত্তৃত্ব-স্পর্শ ব্যতীত প্রকৃতি আপনা হইতে কর্ম্ম বা কর্ম্মফলরূপে পরিণত হন না। সুতরাং সুখদুঃখাদি ফলভোগ দৃষ্ট হইলেই তাহার মূলে

পূর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও প্রাচীন কর্ম্ম থাকা অনুমান করিতে হইবে। নতুবা “অকৃতাভ্যাগম” ও “কৃতনাশ” দোষের পরিহার হয় না। অতএব স্বর্গভোগপ্রদ পুণ্য ক্ষীণ হইলে জীব পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের সহিত স্বর্গলোক হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আরোহ ও অবরোহের স্বাভাবিক নিয়মই এইপ্রকার।

৪১। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পিতৃস্বর্গের পথকে দক্ষিণমার্গ, কৃষ্ণমার্গ ও ধূমমার্গ কহে। যে নিমিত্তে তাহাকে দক্ষিণমার্গ কহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলাগিয়াছে। অতঃপর তাহাকে কৃষ্ণ ও ধূমমার্গ কেন কহে তাহা এক্ষণ প্রকাশ পাইবে। অপরঞ্চ ইহাও উক্ত হইয়াছে যে ভোগক্ষয় হইলে পুণ্যাত্মারা পর্জন্য ও অন্নাদি আশ্রয়ে গর্ব্ভে আবির্ভূত হয়েন তাহাও ক্রমে বিবৃত হইবে।

যাঁহারা সুষুম্না নাড়ির দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের পক্ষে যেমন অগ্নিময়পন্থা ও বিদ্যুৎ পুরুষের নেতৃত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইন্দ্র চন্দ্র, ও পিতৃলোকগামীর পক্ষে তদ্রূপ বিদ্যুৎ পুরুষের সাহায্য উক্ত হয় নাই।

শাস্ত্রানুসারে সৌর-রাশিচক্রের দক্ষিণ পন্থা ধূম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাহা হইতে পারে; কিন্তু এদিকে কহিয়াছেন যে, পিতৃযান চন্দ্রতারাগণের অধিকারভূত। সুতরাং শেষোক্ত কথায় তাহা তত অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয় না। যদি বলাযায় চন্দ্র জলধাতু-বিরচিত গ্রহ, তজ্জন্য তদীয় মণ্ডল অনবরত বাস্পাচ্ছন্ন থাকে, সেই কারণে চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃযানকে ধূমময় বলিয়াছেন। ফলে এরূপ সিদ্ধান্তেও শাস্ত্রের সহানুভূতি দেখিতে পাই না। তবে ধূমময় ও অন্ধকারময় শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য কি, ইহাই জিজ্ঞাস্য। ইন্দ্র, চন্দ্র, পিতৃলোক পুণ্যাত্মা গমন করিবেন ইহা শুভঘটনা। কিন্তু পথটি তমোময় কেন হইল? এই প্রশ্নের মীমাংসা ক্রমে ক্রমে পাওয়া যাইবে।

৪২। ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে আছে, "ধূমোরাত্রিস্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসাদক্ষিণায়নং। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥" যাঁহারা কর্ম্মযোগী অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষায় যাগাদি করেন তাঁহারা ধূমময়, রাত্রিযুক্ত, কৃষ্ণপক্ষবিশিষ্ট, দক্ষিণায়নাশ্রিত পথদ্বারা প্রয়াণ করিয়া চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের ফলভোগকরণান্তে পুনরায় সংসারে আবৃত্ত হয়েন।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামী উভয়েই উক্ত ধূমরাত্রি কৃষ্ণ প্রভৃতিকে তত্তদভিমানী দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে বিদ্যুৎলোকস্থ অমানব পুরুষের কথা বলাগিয়াছে, সেই পুরুষ যেমন বিদ্যুতাভিমানী দেবতা এখানেও সেইরূপ ধূম ও অন্ধকারাভিমানী দেবতা বুঝিতে হইবে। এইরূপ ধূমাদি অভিমানী দেবতা আতিবাহিক মাত্র। তাহা কর্ম্মফলকামী জনের অসমাহিত চিত্তসম্ভূত আত্মজ্ঞানবিহীন অন্ধকারময় পন্থা। সেই পন্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? না, যাঁহারা রাত্রি, ধূম, ও দৈবরাত্রিকাল যে দক্ষিণায়ন তৎসমূহের দেবতা, তাঁহারাই ঐ তমোময় পন্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এস্থানে বাহ্য অন্ধকার প্রয়োগদ্বারা অজ্ঞানান্ধকারকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু সেই অন্ধকার সামান্য বাহ্য বা অজ্ঞানান্ধকার নহে। মৃতব্যক্তির পক্ষে তাহা নেতৃপুরুষস্বরূপ। কর্ম্মীগণের অজ্ঞানজনিত কাম্যক্রিয়ার ফল সকল দেবপ্রেরিত-পন্থা ও দূতরূপে প্রতিফলিত হয়। শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও যোগাদিনিষ্পন্ন সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় তাহা জ্যোতির্ময় নহে; কিন্তু অন্ধকারে প্রসারিত। তাহা কর্ম্মান্ধকার মাত্র এবং ঈশ্বর তাহার নিয়ন্তা। যেখানে যেমন উপাসক বিধাতা সেখানে সেইরূপ ব্যবস্থাপক। কিন্তু এ অন্ধকারকে কখন নরকের সদৃশ অন্ধকার মনে করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা ইহা চন্দ্রপ্রকাশবিশিষ্ট। সামান্য চন্দ্রপ্রকাশবিশিষ্ট নহে। কেননা পিতৃ ও ইন্দ্রলোকাদির যে জ্যোতিঃ অর্থাৎ

তথায় যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক আলোক আছে,তাহাকে চন্দ্রসম্বন্ধীয় জ্যোতির লাক্ষণিকার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ জ্যোতিকে যদি সূর্য্যপ্রভা বলা যায়, তবে কর্ম্মনিষ্পন্ন জ্যোতিকে চন্দ্রালোকমাত্র জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রে সমুদয় চন্দ্রকলাভোগেও পিতৃলোকবাসী জনগণকে অধিকার দেন নাই। কি জানি যদি চন্দ্রজ্যোতিঃস্বরূপ জ্যোতি-কেই কর্ম্মীগণের পক্ষে প্রচুর সুধাময়জ্যোতিঃ মনে করা যায় এ নিমিত্তে কহিয়াছেন, "শেষে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলা-ত্মকে। অপরাহ্ণে পিতৃগণা জঘন্যং পর্য্যুপাসতে॥" (বিঃ পুঃ ২।১২।১১।) অমাবস্যার কালে নিশানাথের অবশিষ্ট কলা উপ-ক্ষীণপ্রায় হইলে, কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সেই জঘন্য অংশ পিতৃ-লোক সেবন করেন। চন্দ্রের অবশিষ্ট সমস্ত কলা দেবগণ ভোগ করিয়া থাকেন। তাহাতে চন্দ্রকলা ক্রমে ক্রমে একপক্ষ যাবৎ হ্রাস হইতে থাকে। পশ্চাৎ (বিঃ পুঃ ২।১২।৫।) "আপ্যায়য়ত্যনু-দিনং ভাস্করো বারিতস্করঃ।" দিবাকর শুক্লপ্রতিপৎ হইতে প্রতিদিন আকাশগঙ্গা (বিঃ পুঃ ২।৮।১০৬) হইতে জলাকর্ষণ-পূর্ব্বক চন্দ্রের ঐ হ্রসিত ভাগকে পূরণ করিয়া থাকেন। অতএব পিতৃলোকের ভোগ্য কর্ম্মনিষ্পন্ন যে জ্যোতিঃ তাহা অতি ক্ষীণ-জ্যোতিঃ মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মীগণ যেরূপ ফলাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম সাধন করেন সে সকল ফলদানে চন্দ্রগ্রহই অনু-কূল। কেননা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পর্জন্য, প্রজা, অন্ন, প্রাণ, মন ইত্যাদি সমস্ত সাংসারিক ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র। ঐ সমস্ত ফলবিধানের প্রতি চন্দ্রের যে অব্যবহিত প্রভাব তাহাই লাক্ষণিক অর্থে চন্দ্রজ্যোতিঃ। প্রাগুক্ত প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় ঐ সকল সম্পৎ অতি তুচ্ছ, এজন্য ধূম, রাত্রি ও অন্ধকার বিশেষণ-দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শাস্ত্রকর্ম্মীগণকে স্বর্গে স্থান দিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় তাঁহাদিগকে অতি হীনদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞানেরই আদর। ব্রহ্মজ্ঞানই এখানকার অমৃত ফল। তাহাকে হেলায় হারাইয়া যাঁহারা কর্ম্মফলের কামনা করেন তাঁহাদের কর্ম্মনিষ্পন্ন সুকৃতিও দুষ্কৃতিস্বরূপ। কর্ম্মের অভিমান, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদ্বারা যশোলাভ, স্বর্গভোগ, আমোদপ্রমোদ এবং এমত কি যোগৈশ্বর্য্যপর্য্যন্ত সমস্তই অনিত্য; শুদ্ধ অনিত্য নহে, কিন্তু জঘন্য। এরূপ কার্য্য এবং তৎফলস্বরূপ স্বর্গভোগকে শাস্ত্রে নরকের তুলনায় প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানালোকের তুলনায় তাহার নিন্দার অবধি রাখেন নাই। প্রাগুক্ত গীতাবচনের টীকায় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে, "মার্গচিহ্নানি ভোগভূমীশ্চ ব্যবচ্ছিদ্য আতিবাহিক দেবতাবিষয়ত্বং ধূমাদিপদানাং বিভজতে।" ধূমাদিপদে কেবল আতিবাহিকদেবতা বুঝায়। নতুবা তাহা সামান্য অন্ধকারময় পথও নহে, ভোগভূমিও নহে। তাহা জীবের কর্ম্মফলরূপ প্রকৃতিমাত্র। জীব যে সকল শুভকর্ম্ম করিয়াছেন তাহারই প্রভাবমাত্র। তাহা জীবের অন্তরেই দীপ্তি পায়। মৃত্যুকালে তৎকর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া অর্থাৎ তদনুসরণপূর্ব্বক কর্ম্মীগণ স্বর্গে গমন করেন। অপিচ (গীতাঃ ৮। ২৬) "শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে" ইত্যাদি বচনে আনন্দগিরি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, "রাত্রাদৌ মৃতানাং ব্রহ্মবিদাং অব্রহ্ম প্রাপ্তি শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং অভিমানিনী দেবতা গ্রহণায় মার্গয়োর্নিত্যত্বমাহ শুক্লেতি। জ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ বিদ্যাপ্রাপ্যত্বাৎ অর্চিরাদি প্রকাশোপলক্ষিতত্বাচ্চ শুক্লা দেবযানাখ্যা গতিঃ। তদভাবাৎ, জ্ঞানপ্রকাশকত্ব অভাবাৎ, ধূমাদ্য প্রকাশোপলক্ষিতত্বাৎ, অবিদ্যা প্রাপ্যত্বাচ্চ কৃষ্ণা পিতৃযানলক্ষণা গতিঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে আছে যে, সগুণ ব্রহ্মোপাসকেরা মৃত্যুর পর, দিবস, শুক্লপক্ষ,

উত্তরায়ণীয় ছয়মাস এবং সূর্য্যদ্বার দিয়া দেবযানমার্গে আরোহণ করেন। এস্থানে আশঙ্কা এই যে, যদি তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অন্ধকার রজনীতে, কৃষ্ণপক্ষে, অথবা দৈবরাত্রিস্বরূপ দক্ষিণায়নের ছয়-মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে তিনি ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন না। এই আশঙ্কার নিবৃত্তিজন্য জ্ঞানকে দেবতাস্বরূপ কল্পনা করিয়া, সেই দেবতাকে লক্ষণাপ্রয়োগে দিবসাদির অভিমানী বলিয়া, অর্থাৎ দিবা, সূর্য্য, শুক্লপক্ষ, এবং দৈব-দিবাভাগরূপ উত্তরায়ণের ছয়মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ তাৎপর্য্যগ্রহণ করায় উর্দ্ধ উর্দ্ধ লোকগামী উপাসকের পক্ষে, লাক্ষণিকার্থযুক্ত দিবস ও শুক্লাদি মার্গের নিত্যত্ব স্থির হইতেছে। রাত্রিকালে, ঘোর অন্ধকারে ও দক্ষিণায়ন ছয়মাসে মরিলেও সেরূপ আধ্যাত্মিক দিবসাদির অভাব হয় না। সেই জ্ঞানস্বরূপ অতিবাহিক দেবতাই শুক্লাদি শব্দে উক্ত হইয়াছেন। অতএব জ্ঞানরূপ-প্রকাশকত্ব ও বিদ্যা-প্রাপত্ব জন্যই দেবযান গতির নাম দিবা গতি ও শুক্লা গতি হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মীগণের পক্ষে তদ্বিপরীত। তথা জ্ঞানপ্রকাশকত্বের অসদ্-ভাব এবং কামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী অবিদ্যার সদ্ভাবজন্য পিতৃযান-গতির নাম ধূম, রাত্রি ও কৃষ্ণপক্ষোপলক্ষিত গতি হইয়াছে। অজ্ঞান ও কামকর্ম্মই তথা ধূম ও সোমমার্গের অভিমানী দেবতা। কেবল সাংসারিক বাসনার সফলতার প্রতি চন্দ্রলোকের যে প্রভাব আছে তাহাই সেই স্বর্গের একমাত্র জ্যোতিঃ।

৪৩। ফলতঃ সূর্য্যরশ্মি বা চন্দ্রজ্যোতিঃ উভয়েরই এইরূপ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য হইলেও তাহার সহিত জগৎপ্রসবিতা আকর-সবিতাস্বরূপ সত্যাখ্য অগ্নিলোকের ও বর্ত্তমান সূর্য্যচন্দ্রের পরম্পরা-সম্বন্ধ আছে। প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নবৃত্তি বিচারপূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহা অনেক পরিমাণে বুঝা যাইবে। যত তেজঃ, যত শক্তি, যত বীর্য্য, পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, সত্যাখ্য অগ্নিলোক ও বর্ত্তমান সূর্য্য

সকলেরই পরম্পরা উপাদান কারণ। সূর্য্য যেমন তেজঃবীর্য্য প্রভৃত্তির কারণ চন্দ্রও সেইরূপ পর্জন্য, শিশির, অন্ন, প্রজা প্রভৃতির কারণ। বেদে সূর্য্য ও অগ্নি অত্তারূপে অর্থাৎ ভোক্তারূপে কথিত হইয়াছেন। চন্দ্র অন্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। (প্রশ্নে ১।৫।) "আদিত্যোহ বৈ প্রাণঃ" আদিত্যই অত্তাগ্নি। জগতে যেখানে যত তেজঃ ও ভোক্তৃ-কর্ত্তৃশক্তি বিদ্যমান আছে, আদিত্যই প্রাণস্বরূপে তাহার উপাদান। "রয়িরেব চন্দ্রমা" চন্দ্রমাই রয়ি অর্থাৎ অন্ন। "রয়ির্ব্বাএতৎ-সর্ব্বং যন্ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ।" জগতে স্থূলসূক্ষ্ম যত মূর্ত্তি আছে সমস্ত অন্ন। বসুন্ধরা অন্নপূর্ণাস্বরূপ। পরম্পরা চন্দ্রপ্রভাবই তৎসমুদয়ের উপাদান। অতএব জীবের অন্তরে সূর্য্য-তেজঃস্বরূপ কর্ত্তৃভোক্তৃধাতু এবং চন্দ্রজ্যোতিঃস্বরূপ অন্ন প্রজা প্রভৃতি ধাতু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। জ্ঞানীর নাড়ি আধ্যাত্মিক তেজে মহা বলবান্। সূর্য্যরশ্মিই তাহার ধাতু। (শারীরকে) "রশ্মিনাড্যোরবিযোগং।" জ্ঞানীর নাড়ি অনবরত রবিযুক্ত। সূর্য্য-ধাতুই পিঙ্গলা এবং স্থলবিশেষে সুষুম্না নাড়িরূপে কথিত হইয়া থাকে। আর চন্দ্রধাতুকে ঈড়া নাড়ি কহে। তাহা পূর্ব্বে বলি-য়াছি। নিষ্কাম ও ঈশ্বরার্থ ক্রিয়ার দ্বারা পিঙ্গলাধাতু, জ্ঞানদ্বারা সুষুম্নাধাতু এবং সকামক্রিয়াদ্বারা ঈড়াধাতু সতেজ হয়। তন্মধ্যে পিঙ্গলা ও সুষুম্না উত্তরোত্তর জ্ঞানপ্রধান এবং ঈড়া কর্ম্মফলপ্রধান। সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান, সূর্য্যতেজোরূপ উপাদান-বিরচিত। এবং ফল, চন্দ্রজ্যোতিঃ-নিষ্পন্ন। এখানে সূর্য্য এবং চন্দ্রের প্রভাব-মাত্র তাৎপর্য্য। স্থূল, ইন্দ্রিয়গোচর, ব্যবহারিক, দহনশীল অথবা স্নিগ্ধকর গুণ অভিপ্রেত নহে। বেদান্তসূত্রে একটি মীমাংসা আছে, তাহা এই কথার এবং উপরি উক্ত গীতাবচনের পোষকতা করিবে। তাহা এই,—পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে, মূর্দ্ধণ্য নাড়িদ্বারা নির্গত জীবাত্মার সূর্য্যরশ্মিযোগে পরলোক গমনের শ্রুতি আছে। কিন্তু

রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মি থাকে না, তখন মৃত্যু হইলে সূর্য্যরশ্মি কোথা পাওয়া যাইবে? ইহার উত্তরে কহিলেন, "রশ্ম্যনুসারী" বেদে কহেন যে, সূর্য্যের সহস্রকিরণ নাড়িতে ব্যাপক হইয়া থাকে। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিদ্বারা, মৃত্যুকালে তাহা পরমোজ্জ্বলরূপে তেজঃসম্পন্ন হয়, "তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিত দ্বারো বিদ্যা-সামর্থ্যাৎ" বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের সামার্থ্য জন্য নাড়িদ্বার প্রকাশিত হয়। সেই রশ্মিদ্বারা জীব গমন করেন। অতএব জ্ঞানীরা তাদৃশ সূর্য্যোপাদানে বিরচিত জ্ঞানরূপ রশ্ম্যনুসারী। রাত্রিকাল সে রশ্মির প্রতিবন্ধক নহে। "নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবর্দ্দেহ-ভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ।" রাত্রিতে নাড়িতে সূর্য্যরশ্মির অভাব হয় না। যাবদ্দেহ থাকে তাবৎ সূক্ষ্মদেহের উষ্মাদ্বারা রশ্মি সম্ভাবনা থাকে। যাবৎ সূক্ষ্মদেহ থাকে তাবৎ নাড়ি হইতে সূর্য্যরশ্মির বিয়োগ হয় না। "অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে।" "যোগিনঃ প্রতিচ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে।" এই দুই বেদান্ত-সূত্রে আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "ন উত্তরায়ণ-শব্দেন কালবিবক্ষিতঃ কিন্ত্বাতিবাহিকা-দেবতা ইতি বক্ষ্যতি। তস্মাৎ দক্ষিণায়নে মৃতোপি বিদ্যাফলং প্রাপ্নোতি।" দৈবরাত্রি-স্বরূপ যে দক্ষিণায়ন তাহাতে মরিলেও শুক্লা গতির প্রতিবন্ধক হয় না, কেননা উত্তরায়ণশব্দে উত্তরায়ণনামক কালকে বুঝায় না। কিন্তু জীবের পরলোকগমনের জন্য যে বিদ্যারূপ তেজোময় ধাতু অন্তঃ-করণ মধ্যে উজ্জ্বল হয়, যাহাকে বিদ্যুতীয় পন্থা বা আতি-বাহিকী দেবতা বলে তাহাই বুঝায়। অতএব দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও বিদ্যার ফলস্বরূপ উত্তরমার্গ লাভ হইয়া থাকে। তবে দক্ষিণায়নে মৃত্যু মন্দ এবং উত্তরায়ণে মৃত্যু উত্তম এই যে এক কথা লোকেতে প্রচলিত আছে, তাহা স্মৃতির ব্যবস্থামাত্র। তাহা জ্ঞানীর প্রতি নহে। উপাসকের প্রতিও নহে। জ্ঞানপ্রসাদে এইখানেই মোক্ষ। উপাসনাপ্রসাদে অবশ্যম্ভাবী শুক্লা গতি। তাহা হইবেই।

কিন্তু যদি অবিদ্যাবশতঃ ফলকামনা আসিয়া হৃদয়কে নিশাগ্রস্ত করে; এবং ঐ শুভধাতু নিস্তেজ হইয়া যায় তবে তাহার অনুকল্পস্বরূপ জীবের সোমমার্গ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তাহা কেবল কামকর্ম্মরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তথা যে কিঞ্চিৎ জ্যোতিঃ আছে তাহা কেবল কর্ম্মফল। তাহা ফলের দেবতা চন্দ্রধাতুতে বিরচিত। সকামীজনেরা মৃত্যুর পর চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃ প্রভৃতি লোকে সেই অন্ন উপভোগ করেন। মুণ্ডকে (১।২) কহিয়াছেন যে, কর্ম্মীরাও সূর্য্যরশ্মির অনুগত হইয়া যান। কিন্তু সে সূর্য্যরশ্মির যে বিশেষণ দিয়াছেন তাহাতে তাহা কর্ম্মনিষ্পন্নরশ্মি অর্থাৎ চন্দ্ররশ্মিমাত্র হইতেছে। "তন্নযন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবাসঃ।" যিনি আহুতি প্রদানদ্বারা হোমানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সেই আহুতিরা সূর্য্যরশ্মি হইয়া ইন্দ্রলোকে লইয়া যায়। "এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভি যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষবঃ পুণ্যঃ স্বকৃতো ব্রহ্মলোকঃ।" এস্থানে অর্থবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক কহিতেছেন যে, ঐ সকল আহুতি, "এস এস" বলিয়া সূর্য্যরশ্মিদ্বারা সেই যজমানকে বহন করেন এবং আদরপূর্ব্বক অর্চ্চনাকরত বলেন এই তোমাদের ব্রহ্মলোক। অর্থাৎ ফলরূপস্বর্গ। এই বচনে "সূর্য্যরশ্মি" শব্দ কেবল লক্ষণাপ্রয়োগমাত্র। উহা কেবল ফলরূপ রশ্মি সুতরাং নিকৃষ্ট। তাহাই চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃযানমার্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অধিকন্তু শাস্ত্রে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে, ইষ্টাপূর্ত্তকারী জীবের যে স্বর্গীয় মার্গ তাহাকে অগ্নি ও সূর্য্যরশ্মিরূপে যে কথন তাহা কল্পনামাত্র। কর্ম্মীগণ প্রজাকামী। এজন্য আকাশ, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, যোষিত এই পঞ্চপদার্থে তাঁহাদের অনুরাগ। উহাই তাঁহাদের উপাসনার ফল। ব্রহ্মোপাসকগণের উপাসনাপ্রসাদে যেমন অগ্নিমার্গ দীপ্তি পায়, সেইরূপ কর্ম্মীগণের কর্ম্মফলে উক্ত পঞ্চ-

পদার্থ অগ্নিস্থলাভিষিক্ত হয়। সেই অগ্নিযোগে তাঁহারা স্বর্গে যান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অগ্নিমার্গ নহে, কেবল কর্ম্ম-নিষ্পন্না কৃষ্ণা গতিমাত্র। (শারীরকে, অধিকরণমালা ৩। ১। ১ অধিঃ।)

৪৪। কিন্তু বিষয়সুখ, পৃথিবী অপেক্ষা স্বর্গে দীর্ঘস্থায়ী হইলেও তাহা কোথাও নিত্যকাল ভোগ হয় না। কেননা প্রকৃতি চঞ্চলা। কোন ব্যক্তি কোনরূপ তপস্যাপ্রভাবে প্রকৃতির কোন প্রকার পরিণামকে চিরকাল একাধারে ভোগ করিতে পারেন না। অতএব ইন্দ্র, চন্দ্র ও পিতৃলোকে পুণ্যাত্মারা যে সুখভোগ করেন তাহার ক্ষয় আছে। কেবল একমাত্র ব্রহ্মলাভই নিত্যসুখ। তাহার তুলনায় শাস্ত্রে স্বর্গসুখের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়াছেন।

বেদে আছে, "সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে" পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা সোমলোকে ঐশ্বর্য্যভোগপূর্ব্বক পুনরাবৃত্ত হয়েন। "তদ্যেহ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে। তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। অতএব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামাদক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে এষহ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযানঃ।" ইতি (প্রশ্নে পিপ্পলাদসংবাদে ৯ শ্রু।) যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তকার্য্যের উপাসনা করেন, এবং অকৃত নিত্য ব্রহ্মকে উপাসনা করেন না, তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন। অতএব তাইঁারা পুনরাবৃত্ত হয়েন। এইনিমিত্ত প্রজাকামী ঋষিগণ, অর্থাৎ প্রজার্থী গৃহস্থ কর্ম্মীরা দক্ষিণমার্গ প্রাপ্ত হয়েন। পিতৃযানোপলক্ষিত চন্দ্রই তাঁহাদের অন্ন অর্থাৎ ভোগ-সুখবিধাতা। পুনশ্চ (তত্রৈব ১৫ শ্রু) "তদ্যেহবৈ তৎপ্রজাপতিব্রতং চরন্তি, তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকোযেষাং তপোব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতং।" যাঁহারা প্রজাপতিব্রতাচরণ করেন অর্থাৎ সংযত হইয়া ধর্ম্মার্থে ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করেন, তাঁহারা পুত্র কন্যাদ্বারা সংসার সুশোভিত করেন। যাঁহারা স্নাতক ব্রতাদি ব্রহ্মচর্য্য অব-

লম্বনপূর্ব্বক দাম্পত্য-ধর্ম্ম রক্ষা করেন এবং যাঁহাদের সত্য প্রতি-ষ্ঠিত থাকে এমত সকল সাধু গৃহস্থ অর্থাৎ ক্রিয়াশীল পুরুষেরা উপরি উক্ত চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃযানরূপ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তথা অদৃষ্টের শুভ ফল ভোগান্তে পুনরাবৃত্ত হয়েন। এস্থানে "ব্রহ্মলোক" শব্দ অর্থবাদমাত্র।

৪৫। শারীরকে (৩।১।১-৭) আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়া-ছেন, যে "ইষ্টাপূর্ত্তকারী জীবঃ স্বর্গমারুহ্যোপভোগেন কর্ম্মণি ক্ষীণে পর্জন্যে পতিত্বা বৃষ্টিরূপেণ ভূমিং প্রাপ্য রেতোদ্বারেণ যোষিতং প্রবিশ্য শরীরং গৃহ্নাতি।" পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতন্মাত্ররূপ দেহবীজ জীবের সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয়পূর্ব্বক পরলোকে যায়। তাহাই গর্ব্ভ, রেতঃ, অন্ন, পর্জন্য, আকাশাদি দেহবীজস্বরূপ। তাহাই জীবের ভাবনা-স্থান অর্থাৎ অদৃষ্টকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাই স্বর্গা-রোহণ নিমিত্তে কল্পিত-অগ্নিময় পন্থারূপে জীবের নিকটে প্রকটিত হয়। এবং জীবের পুনরাগমনের নিমিত্তে ক্রমপূর্ব্বক আকাশ, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ এবং যোষিত এই পঞ্চপদার্থরূপ পন্থা বিরচিত করিয়া রাখে। সেই পঞ্চপদার্থের প্রভাব কর্ম্মযোগীর পক্ষে কর্ম্মফল-স্বরূপ। তাহা তাঁহার কর্ম্ম-যজ্ঞের আহুতি-স্বরূপ। (ছাঃ ৫ প্রপা ৪ অঃ।) এজন্য তাহাকে পঞ্চাহুতি কহে। সেই পঞ্চাহুতি-বিশিষ্ট হইয়া জীব পরলোকে গমন করেন ও তদ্বিশিষ্ট হইয়াই তথা হইতে আগমন করেন। এনিমিত্তে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সেই বীজবশাৎ ইষ্টাপূর্ত্তকারী জীব স্বর্গের সুখ উপভোগপূর্ব্বক ভোগক্ষয়ে চন্দ্রলোক হইতে পর্জন্যে পতিত হয়েন। পশ্চাৎ বৃষ্টি-রূপে ভূমি ও অন্নাশ্রয়পূর্ব্বক রেতদ্বারযোগে যোষিত-গর্ব্ভে প্রবেশ করিয়া শরীরগ্রহণ করেন। "অন্যাধিষ্ঠিতে" ইত্যাদি পাশ্চাত্য সূত্রে মীমাংসা করিয়াছেন যে, জীব সাক্ষাৎ অন্ন হয় না, কেবল অন্নে অধিষ্ঠান করে মাত্র। রেতেও সেইরূপ। কেবল কর্ম্মনিমিত্ত

শরীরপরিগ্রহ হয়, নতুবা জীবের জন্ম হয় না। কর্ম্মাধিকারে যাতায়াত মাত্র সার।

ইন্দ্র, চন্দ্র ও পিতৃলোকাদিরূপ ফলময় স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে। তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ পতন হয়, পুনঃ পুনঃ গর্ব্ভবাসরূপ যন্ত্রণা হয়, পুনঃ পুনঃ শরীর ও সংসার লইয়া ঘোরতর কষ্ট হয়, বিশেষতঃ তাহাতে জীবকে স্বরূপাবস্থা বিস্মরণ করিয়া দেয়। এই নিমিত্তে শাস্ত্রে বার বার তাদৃশ স্বর্গের, শরীর ধারণের, এবং তাহার মূলস্বরূপ বাসনা ও কাম্যক্রিয়ার নিন্দা করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মজ্ঞানবিরহিত বলিয়া তাদৃশ স্বর্গলোককে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াছেন।

৪৬। মুণ্ডকোপনিষদে, মানব যাহাতে নিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবা করিয়া নরকে পতিত না হয়, তজ্জন্য "তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি" প্রভৃতি বচনাবধি দুই শ্লোকে হোমাদি ক্রিয়ার উপদেশ দিয়া, "যস্যাগ্নিহোত্র" প্রভৃতি তৃতীয় বচনে তাদৃশ কর্ম্মহীন জনের নরকগতি হয় কহিয়াছেন। পশ্চাৎ "কালী করালী" অবধি চারি বচনে কর্ম্মীদিগের ফলরূপ স্বর্গপ্রাপ্তির বিবরণ করিয়াছেন। তাহার পর "প্লবাহ্যেতে" অবধি চারি শ্লোকে কর্ম্ম, কর্ম্মী, কর্ম্মফল, অবিদ্যা ইত্যাদির বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, জ্ঞান-রহিত ক্রিয়া যে যজ্ঞাদি তাহার ফল অসার, যজ্ঞীয় ষোড়শ ঋত্বিক, যজমান ও তৎপত্নী এই অষ্টাদশ ব্যক্তিই পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু লাভ করে। যাহারা ঐ সকল ক্রিয়াকে শ্রেয়ঃ বলে, সেই মূঢ়েরা বার বার গর্ব্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করে। দৈব ক্রিয়ারূপ অবিদ্যার অন্তরে বর্ত্তমান জনেরা আমরা বড় পণ্ডিত ভাবিয়া অন্যকে ক্রিয়ার উপদেশ করে, কিন্তু এক অন্ধ অন্য অন্ধকে যেমন পথ দেখাইতে গিয়া উভ-য়েই মিথ্যা ঘূর্ণায়মান হয়, সেইরূপ পুরোহিত ও যজমান উভয়েই পীড্যমান হইয়া যাতায়াত করে। কর্ম্মীরা ফলাশারূপ রাগাভিভূত-চিত্তে তত্ত্ব জানিতে পারে না। "বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।"

তাহারা বালকের ন্যায় অর্থাৎ অজ্ঞান জন্য বলে আমরাই কৃতার্থ; কিন্তু ক্ষীণকর্ম্মফল হইয়া স্বর্গলোক হইতে অন্তে পতিত হয়। যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকে পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, আত্মজ্ঞানাখ্য শ্রেয়ঃসাধন জানে না, সেই পুত্র পশ্বাদিতে প্রমত্ত ব্যক্তিরা, মৃত্যুর পর স্বর্গভোগ করিয়া পুনশ্চ এই লোকে অথবা ইহা অপেক্ষাও হীন-লোকে জন্মগ্রহণ করে। ঈশোপনিষদেও কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, স্বর্গ-ভোগ ও পুনর্জন্মের বিস্তর নিন্দা আছে। "অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যেকেচাত্মহনো-জনাঃ।" যাহারা অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া পরমাত্মাকে তিরস্কার করে তাহারা মরণোত্তরকালে অজ্ঞানতমসাবৃত অসূর্য্যলোকে গমন করে। ইন্দ্র, চন্দ্র ও পিতৃলোকই সেই অসূর্য্যলোক শব্দের বাচ্য। কেননা "পরমার্থভাবমপেক্ষ্য দেবাদয়োপি অসুরাঃ।" পরমার্থভাবের তুলনায় দেবাদিলোকও "অসূর্য্য" শব্দের বাচ্য।

এই ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞানেরই গৌরব। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের হেতু। তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্মই মায়াবন্ধন। ঈশো-পনিষদে "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে, যাহারা দেবতাজ্ঞান ও দেবোদ্দেশ বিনা কর্ম্ম করে, তাহারা অজ্ঞানান্ধ-কারাবৃত লোকে গমন করে। যাহারা ক্রিয়া না করিয়া কেবল দেবতা-জ্ঞানে রত হয় তাহাদের আরো দুর্গতি হয়। দেবতাজ্ঞানের সহিত দেবোদ্দেশেই ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। তাহার দ্বারা দেবলোক ও দেবশরীর লাভ হইয়া থাকে। যাহারা হিরণ্যগর্ব্ভ-জ্ঞান বা সগুণ-ব্রহ্মোদ্দেশ বিনা কেবল প্রকৃতির ভজনা করে তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা প্রকৃতিরূপ উপাধি ও জপ-যজ্ঞাদির অবলম্বন ত্যাগ করিয়া কেবল হিরণ্যগর্ব্ভ বা সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় রত হয় তাহাদের অধিক-তর দুর্গতি হয়। সগুণ ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব বোধ সহকারে প্রকৃতিকে ভজন করাই উচিত। তদ্দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ফলতঃ

দেবলোকলাভ ও এইরূপ ঐশ্বর্য্যলাভ আত্মজ্ঞানাপেক্ষা হীন। পিতৃ-লোকের সাধন যে তদপেক্ষাও হীন তাহার আর কথা নাই।

৪৭। ইন্দ্র, চন্দ্র, পিতৃলোকাদি যেমন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত সেইরূপ তাহার পথস্বরূপ যে মৃত্যুকালীন চিত্ত বা প্রাণ, গুণ বা নাড়িরূপ ধাতু তাহাও সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন। এই সমস্ত লোক ও পথ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক তমসাবৃত ইহাও বলিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না, কেননা সূক্ষ্মতত্ত্বসম্বন্ধে আধ্যাত্মিক তমোও যাহা, প্রকৃত তমোও তাহা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অন্তরস্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান সমুদয়ই অগ্নি বা সৌরধাতু-বিরচিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব। তাহার-দ্বারা জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগমনার্থ বিদ্যুৎশক্তি আবির্ভূত হয়। তাহা আধ্যাত্মিক আলোক হইয়াও জীবের সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে অতিসূক্ষ্ম ভৌতিক মাত্রাবিশেষ। সেইরূপ সকামী জনের চিত্তে তদভাবজন্য সূর্য্যধাতুর অনুকল্পস্বরূপ চন্দ্রধাতু ও চন্দ্রনাড়ি সতেজ হয়। কর্ম্মই তথা একমাত্র হেতু। (বিঃ পুঃ ২।১১।২২) "সূর্য্যরশ্মিঃ সুষুম্নো যস্তর্পিত স্তেন চন্দ্রমা।" সুষুম্না নামে যে সূর্য্যরশ্মি তদ্দ্বারা নিশাকর পরিপুষ্ট হন। অতএব চন্দ্র যেমন সূর্য্যের সুষুম্নানামক রশ্মিদ্বারা একপক্ষ আলোক লাভ করেন এবং সেই প্রাপ্ত আলোকও যেমন ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহাই বল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে চন্দ্র যেমন "বালা-কুন্তল-শ্যামল" (আর্য্যভট্ট) অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কর্ম্মীগণের প্রজাপত্যবৃত্তিরূপ ধাতু তৎপ্রভাবে সেইরূপ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদের পরলোকও তদ্রূপ তমসাচ্ছন্ন। কেবল, কর্ম্মেতে জ্ঞানরূপ সূর্য্যের যে অংশ,অথবা সূর্য্যের জ্ঞানরূপ প্রভাবের অত্যল্প অংশস্বরূপ যে চিত্তশুদ্ধিতা, অথবা কাম্যফলজনকত্ব দীপ্তি পায় এবং তাহা হইতে যে ভোগসুখ লাভ হয়, তাহাই সময়ে সময়ে চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গলোকে আলোক দান করিয়া থাকে। কর্ম্ম-নিষ্পন্ন তাদৃশ অনতিস্ফুরিত আলোকদ্বারা কর্ম্মীর চিত্ত, প্রাণ অথবা

নাড়ি মৃত্যুকালে রঞ্জিত হয় এবং তাহাই ক্ষীণ রশ্মিস্বরূপে, অন্তরীক্ষ প্রতিফলিত সূক্ষ্ম অন্ধকার ও ধূমের মধ্যদিয়া জীবকে চন্দ্র, পিতৃ বা ইন্দ্রস্বর্গে বহন করে। ঐ রশ্মি সূক্ষ্মদেহের ধাতুরূপে পরিণত হয় এবং তাহার শুক্ল কৃষ্ণবিমিশ্র স্রোত, গম্য-নক্ষত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পরলোকগামী জীব সেই পথবাহী হয়েন। তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর তৎকালে যেরূপ ধাতুতে পরিণত হয় ঐ পথ তাহার তুল্য ধাতুতে বিরচিত হইয়া থাকে। তাহা সূক্ষ্ম ধাতুতে নির্ম্মিত বলিয়া চর্ম্মচক্ষুতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মৃত ব্যক্তির জীবাত্মা তাহা তৎ-কালীন সূক্ষ্মদেহের অবস্থানিবন্ধন স্পষ্ট দর্শন করিয়া থাকে। এই পৃথিবী ও ইহার ভোগজাত, এই সাংসারিক অবস্থায় যেমন সত্যের ন্যায় ব্যবহারে আসিতেছে, তাহার ন্যায় স্বর্গলোক ও তাহার ভোগজাত, মৃত্যুর পরে দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়। সেই স্বর্গ-লোকে সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতি গ্রহতারাগণের আলোক থাকিবার প্রতি-বন্ধক নাই, কেননা এখানে সূর্য্যালোকসত্ত্বে যেমন কর্ম্মীর চন্দ্র-নাড়ি সতেজ হয়, সেখানেও সূর্য্যাদির আলোক সত্বেও সেই নাড়ির উপযোগী ভোগ সমস্ত উপস্থিত হইবে। চন্দ্রই সেখানকার এক-মাত্র অধিপতি। শারীরকের "রশ্ম্যনুসারী" ও তদ্‌ভাষ্যস্বরূপ আচার্য্য বাক্য যথা—"রশ্মিনাড্যোঃ সম্বন্ধো যাবদ্দেহভাবী" এবং "রশ্মিনাড্যো রবিযোগং" প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্যই এই যে, রাত্রিকালে কেবল চন্দ্ররশ্মি থাকিলেও জ্ঞানীর নাড়িতে সূর্য্যরশ্মি থাকার প্রতিবন্ধক হয় না। যদি ঘোর অন্ধকার রজনী হয় তাহাতেও তাহার প্রতিবন্ধক হয় না। আবার যদি দিবাভাগে চন্দ্ররশ্মি নাও থাকে তথাপি ক্রিয়াপ্রসাদে কর্ম্মীর নাড়িতে চন্দ্র-রশ্মির অভাব হয় না।

৪৮। ঐ ন্যায়ানুসারে স্বর্গলোকেও চন্দ্রধাতুবিশিষ্ট, চন্দ্র-প্রদত্ত সুখভোগী, দেবদেহধারী পুণ্যাত্মাদিগের মস্তকে সূর্য্য-

কিরণ নিপতিত হওয়ার কোন বাধা নাই। ইন্দ্র, চন্দ্র, পিতৃ প্রভৃতি স্বর্গলোকে উক্ত পুণ্যাত্মাগণের তৎকালীন প্রয়োজনানু-সারে সকল পদার্থই থাকে। তখন তাঁহাদের যেরূপ দেহ হয়, যেরূপ ভোগের আবশ্যক হয়, স্বর্গলোকে তাহা প্রচুররূপে লাভ হইয়া থাকে। তবে পৃথিবীর স্থূল দেহের ন্যায় তথায় স্থূল দেহ থাকে না। সুতরাং এখানকার ন্যায় স্থূল পদার্থ সকল তথায় নাই। কিন্তু তথা, পুণ্যাত্মাগণের সূক্ষ্মদেহের পবিত্রতানুসারে যে স্বতন্ত্র স্বর্গীয় কলেবর জন্মিয়া থাকে, তদুপযুক্ত পবিত্র ভোগ্য দ্রব্য সমুদয়ই তথা কামনামাত্রে লাভ হইয়া থাকে। এবং তাহা দর্শনমাত্রে তাঁহাদের তৃপ্তি হয়। অতঃপর সেই সমস্ত পরলোকগামী পুণ্যাত্মাগণের সন্তানসন্ততিগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্দেশে যাহা দান করেন সেই সমস্ত দ্রব্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরমান্নস্বরূপে তাঁহাদের পরিতোষ করে। তাঁহাদিগকে স্থূলভোজীর ন্যায় কোন দ্রব্য বদনদ্বারা আহার করিতে হয় না, কেননা, শাস্ত্রে (বিঃ পুঃ ১।৫ ও ভাঃ ৩।১১) ভৌম ও স্বর্গীয় যে সকল দেবতাকে ঊর্দ্ধস্রোত-শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন, পিতৃলোকবাসী মহাত্মারাও তাহার মধ্যগত। মানব, যেমন মুখদ্বারা আহার করিলে তাহা তাঁহার অধোভাগে অর্থাৎ উদরে অবতরণ করে উক্ত মহাত্মাগণের ভোজনাদি সেরূপ নহে। স্বর্গীয় অমৃতান্ন এবং সন্তানাদির নিবেদিত দ্রব্যাদির সুধারস দর্শনানুভবমাত্রেই তাঁহাদের তৃপ্তি হয়। "অমৃতদর্শনাদেব তৃপ্তেঃ" অমৃতদর্শনমাত্রে তাঁহাদের তৃপ্তি জন্মে। (ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ) "ন হিবৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।" দেবতারা ভোজনপানাদি করেন না, তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম ভোগ্যস্বরূপ যে অমৃত তাহা দেবচক্ষুদ্বারা দর্শনমাত্রে তৃপ্তি লাভ করেন। "তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ" "প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতোভবাঃ স্মৃতাঃ।" তাঁহাদের বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগঃ

জনিত সুখ ও তজ্জনিত প্রীতির পরিমাণ অধিক। তাঁহারা বাহ্য অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ে এবং আন্তরিক অর্থাৎ সুখভোগাদি বিষয়ে অনাবৃত, কারণ তাঁহারা বাহ্য ও আন্তরিক উভয় বিষয়েই প্রকাশবান্ অর্থাৎ স্বচ্ছ। তাঁহাদের মধ্যে একজন যাহা ভাবেন অথবা শুনেন, অন্যে তাহা জানিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে গোপন করিবার কিছু নাই। তাঁহারা সকলেই সরল। কেবল তাঁহাদের প্রচ্যুতি আছে। বার বার তাদৃশ প্রচ্যুতি হয় বলিয়া তাবৎ শাস্ত্রে স্বর্গভোগের নিন্দা করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সপ্ত স্বর্গের শৃঙ্খলা।

৪৯। এক্ষণে উত্তরমার্গের বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ফলে পূর্ব্বাহ্নে পৃথিবী অবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই সপ্ত স্বর্গের প্রত্যেকের সহিত নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক প্রভৃতি সৃষ্টি ও প্রলয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সংবাদ অবগত হওয়া উচিত।

শাস্ত্রানুসারে পৃথিবীও একটি স্বর্গ। তাহাকে ভূলোক কহে। যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষেরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এখানে বেদপাঠদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ আনন্দ লাভ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই লোকই প্রথম স্বর্গ। আনন্দের সেই আরম্ভ। উপরিস্থ স্বর্গ-সমূহে সেই একগুণ আনন্দেরই গুণাধিক্য হইয়া থাকে। "স একো-মানুষ আনন্দঃ" (তৈঃ ব্রঃ বঃ ৮ অনুঃ ২শ্রু) বেদপাঠাদিদ্বারা ব্রাহ্মণের হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তদুপলক্ষে এই ভূলোকই আনন্দধাম। উত্তরোত্তর স্বর্গসমূহের অধিক অধিকতর আনন্দের তুলনায় ভূলোকই এক গুণ আনন্দ। গীতার (১৪। ১৮) "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা" প্রভৃতি বচনে স্বামী এই সিদ্ধান্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভুবর্লোক দ্বিতীয় স্বর্গ। ইহা অন্তরীক্ষলোক। বিষ্ণুপুরাণে (২।৭।১৭) ইহা "ভূমি সূর্য্যান্তরং" ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (ঐ) লিখেন যে উহা সিদ্ধগণের এবং ভাগবতে লিখেন (১।২৪।১২) যে উহা ভূতগণের স্থান। ফলে ঋগ্বেদ সংহিতায় উহা যম ভুবনের মার্গরূপে কথিত হইয়াছে। তাহা পুর্ব্বে বলিয়াছি।

স্বর্লোক অথবা স্বর্গলোক তৃতীয় স্বর্গ। ইহা পিতৃলোক ও দেবলোক এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পিতৃলোক, ইন্দ্রলোক ও চন্দ্রলোক এই তিন লোকই সাধারণতঃ পিতৃলোক, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সে সমস্ত লোক নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে মৃগবীথীনামক দক্ষিণদিকস্থিত নক্ষত্রলোকে স্থিতি করে। এসমস্ত ধূম, রাত্রি ও কৃষ্ণমার্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীর লোকের যেমন প্রারব্ধ-ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, এই স্বর্গসমূহের লোকেরও সেইরূপ স্বর্গীয় ভোগক্ষয় ও প্রচ্যুতি আছে। ইষ্টাপূর্ত্তাদি, অগ্নিহোত্রাদি, দর্শ-পৌর্ণমাসাদি ক্রিয়ার ফলে এই সকল স্বর্গ লাভ হয়। ক্ষত্রিয়গণ সমরে প্রাণত্যাগ করিলে উহার মধ্যে ইন্দ্রলোকে স্থান প্রাপ্ত হন। যাঁহারা তনুত্যাগ করিয়া এই সমস্ত স্বর্গে যান তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা ঈড়ানাড়িযোগে নিঃসৃত হয়। সাধারণ লোকের ইন্দ্রলোককে দেবলোক বলিয়া ধারণা আছে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে পিতৃযান ও ইন্দ্রলোক একই দক্ষিণমার্গ-স্থিত। ইন্দ্রলোক দেবযানের অন্তর্গত নহে। মুণ্ডক-উপনিষদে প্রথমেই ইন্দ্রলোক-গতি বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মচারীর গতি সম্বন্ধে উত্তরমার্গ আরম্ভ করিয়াছেন। "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজা প্রয়ান্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "সূর্য্যদ্বারেণ, সূর্য্যোপলক্ষিত উত্তরেণ পথা তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি।" অর্থাৎ ব্রহ্মচারীরা সূর্য্যোপলক্ষিত উত্তরমার্গ-দ্বারা গমন করেন। কোথা গমন করেন? তদুত্তরে কহিতেছেন, "যাত্রামৃতঃ পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা" "যত্র যস্মিন্ সত্যলোকাদৌ অমৃতঃ সঃ পুরুষঃ প্রথমজোহিরণ্যগর্ভঃ হি অব্যয়াত্মা।" তাঁহারা দেব-স্বর্গাবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। তাহার নাম অমৃত এবং সেখানে প্রথমজঃ হিরণ্যগর্ভরূপ যে অব্যয়াত্মা তিনি অধিবাস করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং ইন্দ্র

যে স্বর্গের অধিষ্ঠাতা তাহা উত্তরমার্গে ধৃত হয় নাই। ইহাতে স্থির হইল যে ইন্দ্রলোক দক্ষিণমার্গে স্থিত।

উপরি উক্ত তৃতীয় স্বর্গের দ্বিতীয়ভাগ যে দেবলোক তাহা উত্তরমার্গে স্থিত। তাহা নক্ষত্রমণ্ডলের সীমার বহির্ভূত পথে স্থিতি করে। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে, নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে নাগবীথী নামে যে উত্তরাবীথী আছে তাহার উত্তরদিকে এই সমস্ত পবিত্র স্থান স্থিতি করে। ফলে উত্তরে বা উর্দ্ধে কতদূর পর্য্যন্ত এই সকল স্বর্গলোকের বিস্তার সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে সামান্য সামান্য উক্তিভেদ দৃষ্টি হয়। কোনস্থলে স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও তদূর্দ্ধ ও তাহার উত্তরস্থ "শিশুমার" অথবা ক্ষুদ্র সপ্তর্ষিগণের পুচ্ছাগ্রবর্ত্তী ধ্রুব তারা পর্য্যন্ত তাহার বিস্তার। একথা সম্ভব বোধ হয়, কেননা ভূ ভুর্বঃ স্বঃ এই ত্রিলোকে যত কর্ম্মফলভোগের স্থান আছে ধ্রুব তারা সে সকলের কর্ণস্বরূপ। ভাগবতে (৫। ২৩। ১-২) আছে যে "দেবর্ষিগণের (সপ্তর্ষিমণ্ডলের) উত্তরে বিষ্ণুপাদ যেখানে ধ্রুব, কল্পজীবীদিগের উপজীব্য হইয়া আছেন এবং কল্পান্ত পর্য্যন্ত ধ্রুবই সকল গ্রহনক্ষত্রের স্তম্ভস্বরূপ।" এখানে ধ্রুব যে, বিষ্ণুপাদের অন্তর্গত এমত তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু তাহার নিকটস্থ থাকিয়া কল্পজীবী ত্রৈলোক্যের আধার হইয়া আছেন। এই ভাব। নৈমিত্তিক প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, চন্দ্র, অষ্টাবিংশতি নক্ষত্রবিশিষ্ট রাশিচক্র, এবং তাহার ক্রমশঃ উর্দ্ধস্থিত বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্ম-ফলভোগের স্থান, তৎসকলের উত্তর ও উর্দ্ধস্থিত ধ্রুব তারাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে।

৫০। যখন নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হইবে তখন ভূমি অবধি ধ্রুব পর্য্যন্ত, (যাহাকে সাধারণতঃ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ কহে,) সমস্ত কর্ম্মফলের প্রদেশ দগ্ধ হইয়া একার্ণবীভূত হইবেক। কিন্তু ধ্রুবের

ঊর্দ্ধ মহর্লোকনামক স্বর্গস্থান অবধি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত যে সকল মোক্ষদায়ক লোক আছে তৎ সমস্ত তাদৃশ প্রলয় হইতে অব্যাহতি পাইবেক। বিষ্ণুপুরাণে (২।৭।১৮) লিখিয়াছেন, "ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যচ্চ নিযুতানি চতুর্দ্দশ। স্বর্লোকঃ সোঽপি গদিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ।" যাঁহারা লোকসংস্থানবিষয়ে চিন্তা করেন, তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ লক্ষ যোজন স্থান তাহার নাম স্বর্গলোক। চন্দ্র, তারা, গ্রহগণ, এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল এ সমস্তই ঐ অধিকারের অন্তর্গত। এক্ষণ দৃঢ়রূপে মনে রাখা উচিত যে, ঐ সমস্ত স্থান স্বর্গলোকশব্দের বাচ্য; কিন্তু ব্রহ্মলোক অথবা বিষ্ণুপদ শব্দের বাচ্য নহে। উক্ত বচনের পরেই কহিয়াছেন যে, "ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং মৈত্রেয় পরিপঠ্যতে।" ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয় "কৃতক" শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ "কৃতকং প্রতিকল্পং কার্য্যত্বাৎ" প্রতিকল্পে ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। অপিচ উক্ত পুরাণে (২।৮।৯২) লিখিয়াছেন "যাবন্মাত্রে প্রদেশেতু মৈত্রেয়াবস্থিতোধ্রুবঃ। ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূতসংপ্লবে॥" ভূমি হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত যত লোক আছে, অর্থাৎ, ভূলোক, ভুবর্লোক, পিতৃস্বর্গ, দেবস্বর্গ প্রভৃতি এবং দেবস্বর্গের অন্তর্গত মঙ্গললোক, বুধলোক, বৃহস্পতিলোক, শুক্রলোক, শনিলোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং ধ্রুবলোক সহিত শিশুমারমণ্ডল এসমস্ত কর্ম্মফলের প্রদেশ নৈমিত্তিক প্রলয়কালে ধ্বংস হইয়া যাইবে। এতাবতা এই সংগ্রহে আমি দেবস্বর্গের এইরূপ সীমা গ্রহণ করিলাম যে, তাহা বিবিধ গ্রহতারাগণের সহিত নক্ষত্র-মণ্ডলের ঊর্দ্ধ অর্থাৎ উত্তর বহির্ভাগ হইতে ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত আয়ত এবং শিশুমারমণ্ডল ও বৃহৎ সপ্তর্ষিগণ তাহার মধ্যগত। ফলে কোন কোন স্থলে শাস্ত্রে যে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুব এ উভয়কেই ক্ষয়শীল ত্রৈলোক্যের উপরিতন বিষ্ণুপাদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন

তাহা উত্তানপাদ-রাজপুত্র ধ্রুব ও ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষির মহিমা প্রদর্শনার্থ। নতুবা সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবলোক ক্ষয়নীয় ত্রিভুবনের অন্তর্গত ইহাই সিদ্ধান্ত। যাঁহারা শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাবিশিষ্ট, শুদ্ধ ও জিতেন্দ্রিয় অথবা মহা মহা পুণ্যকর্ম্মী তাঁহারা মরণোত্তরকালে পিঙ্গলা নাড়ীর দ্বারযোগে সূর্য্যরশ্মিদ্বারা এই সকল দেবলোকে গমন করেন। ইহা পিতৃলোকাপেক্ষা পবিত্র স্থান। ইহার সাধারণ নাম "দেবযান।" তথাকার নিবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা ক্রমমুক্তির উপাসক তাঁহারা ক্রমোন্নতিদ্বারা ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধলোকে উত্থান করেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল কর্ম্মফলভোগী তাঁহারা স্ব স্ব ভোগ-ক্ষয়ে বার বার পুনরাবৃত্ত হন অথবা ব্রহ্মাহ পর্য্যন্ত অবস্থিতিপূর্ব্বক পুনঃকল্পারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত কারণে শাস্ত্রে পিতৃস্বর্গ ও দেবস্বর্গ উভয়কেই কোন কোন স্থলে একত্রে নিন্দা করিয়াছেন এবং প্রথমোক্ত কারণে এই দেবযাননামক লোক-সমূহকে সত্যলোকাদির সহিত একত্রে প্রশংসা করিয়াছেন।

৫১। অতঃপর মহর্লোক। ইহা চতুর্থ স্বর্গ। ইহাকে কৃতকাকৃতক কহে। কেননা তাহা প্রতিকল্পের আরম্ভে বাসযোগ্য হয়, কিন্তু কল্পান্তে জনশূন্য থাকে।

জনলোক পঞ্চম স্বর্গ। ইহা এবং ইহার নিবাসীগণ কল্পান্তেও স্থিতি করে।

তপোলোক ষষ্ঠ স্বর্গ। ইহার পরমায়ু জনলোকের তুল্য। এবং ইহা ব্রহ্মলোকের নিকটবর্ত্তী।

সত্যলোক সপ্তম স্বর্গ। ইহার নামান্তর ব্রহ্মলোক। ইহাই বিষ্ণুলোক, বিষ্ণুপদ, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, শিবলোক ইত্যাদি নামে উক্ত হয়।

যখন কল্পান্ত হয় তখন মহর্লোকবাসী ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ জনলোকে উত্থান করেন। জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক

অন্তিম কল্পপর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। পশ্চাৎ মহাপ্রলয়কালে অর্থাৎ যখন স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ তাহাদের প্রাণস্বরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিরণ্যগর্ভের সহিত মূল প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তিত হয় তখন এই সমস্ত লোক এবং মহর্লোক প্রলুপ্ত হইয়া যায়। তখন প্রকৃতি অব্যক্তভাবে পরব্রহ্মে বিলীন হয়েন। যতদিন সেরূপ প্রলয় না হয় ততদিন এই সমস্ত লোক অমৃতধামরূপে স্থিতি করে। সে জন্য এই সমস্ত লোককে অমৃতলোক বলে। মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্বর্গচতুষ্টয়বাসী মহাপুরুষেরা প্রায় সকলেই ক্রমমুক্তি-ভাগী। তাঁহারদের মধ্যে যাঁহারা জীবন্মুক্ত এবং অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন প্রলয়কালে তাঁহারা বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল মহাত্মারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, যোগাচারী, ভক্ত, সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমন্বিত, শ্রদ্ধাবান, সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী, তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারানুসারে এই সকল লোক লাভ করিয়া থাকেন। মরণোত্তরকালে তাঁহারা সুষুম্না নাড়িদ্বারা, ভানুমার্গ ভেদপূর্ব্বক, বিদ্যুৎ পুরুষের নেতৃত্ব সহকারে ঐ সকল লোকে উত্থান করেন। এই চারি প্রকার স্বর্গই সাধারণতঃ ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুপদশব্দের বাচ্য। গীতা (৮।১৭) স্বামী কহিয়াছেন, "ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থং"। "ব্রহ্মলোক" শব্দ মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকবাসীগণকে লক্ষ্য করে। তাঁহাদের সকলের পক্ষে ব্রাহ্মপরিমিত দিবাদি প্রচলিত, ইহাই অভিপ্রায়। কিন্তু সর্ব্বোর্দ্ধ যে সত্যলোক তাহাই বিশেষ করিয়া বিষ্ণুপদ বা ব্রহ্মালোকশব্দে উক্ত হইয়াছে।

৫২। এইক্ষণে বক্তব্য এই যে যাবৎ প্রাকৃতিক প্রলয় না হয়, তাবৎকাল উপরি উক্ত লোকচতুষ্টয় অবস্থিতি করে। তন্মধ্যে মহর্লোক জনশূন্য হয় মাত্র। এই চতুর্ব্বিধ স্বর্গের অধোদেশে, ভূর্লোকাবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত যত কর্ম্মফলভোগের স্বর্গ আছে

সমস্তই উপরি উক্ত স্বর্গচতুষ্টয়ের পরমায়ুকালের মধ্যে বার বার নৈমিত্তিক প্রলয়দ্বারা বিনষ্ট এবং বার বার পূর্ব্ববৎ রচিত হয়। সত্যলোকই প্রকৃতির অতিসূক্ষ্ম, দীর্ঘস্থায়ী, পবিত্র, এবং মহত্তত্ত্ব-স্বরূপ ব্রহ্মকল্পধাতুদ্বারা বিরচিত। তাহাই সর্ব্বজগতের বীজধাতু। সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে সত্যলোক সূক্ষ্ম। দেহের মধ্যে মস্তক অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র যেমন সর্ব্বদেহের বীজধাতুযুক্ত, ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে সত্যলোক সেইরূপ বীজ। তাহার সত্তায় সর্ব্বজগতের সত্তা। তাহা যতঃ দিন প্রকৃতিস্থ থাকে ততদিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক পরমায়ু নষ্ট হয় না। তবে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ পৃথিবী অবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্গসমূহের স্থূল অবয়বের তিরোভাব হইতে পারে। কিন্তু ঐ বীজবশাৎ আবার তাহাদের অবয়ব বিরচিত হইয়া থাকে। ব্যষ্টি জীবের সম্বন্ধে মনাদি সপ্তদশ অবয়ব যেমন সূক্ষ্মদেহ; অবিদ্যা-মায়া অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকৃতি যেমন কারণদেহ; সমষ্টি জীব ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মলোক সেই-রূপ সূক্ষ্ম-শরীর, এবং মূল প্রকৃতি অর্থাৎ সমষ্টি মায়া কারণশরীর। ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহরূপ উপাধিবশতঃ আত্মার যেমন ব্যষ্টি-জীব নাম হয়, সমষ্টি সূক্ষ্মদেহরূপ সেই ব্রহ্মলোক সংসর্গে পরমাত্মার সেই-রূপ সমষ্টি পুরুষ উপাধি হয়। এইজন্য বেদান্তে তিনি জীবঘন হিরণ্যগর্ভ বা জীবঘন ব্রহ্মানামে কথিত হয়েন। তিনিই সকল জীবের সাক্ষী এবং প্রতিনিধি। তিনি সকলের পিতা, ধাতা ও বিধাতা। গর্ভস্থ জীবের মস্তকই যেমন অগ্রে বিরচিত এবং অগ্রে ভূমিষ্ঠ হয়, চিরগর্ভিনী প্রকৃতির গর্ভে সেইরূপ অগ্রেই ব্রহ্মলোকের সহিত হিরণ্যগর্ভরূপ মহত্তত্ত্ব সংগঠিত হয় এবং সেই সর্ব্বজীবঘন হিরণ্যগর্ভই স্বীয় প্রতিষ্ঠাস্থানস্বরূপ, জগতের বীজধাতুস্বরূপ, ব্রহ্মলোকরূপ উত্তমাঙ্গবিশিষ্ট হইয়া অগ্রেই জন্মগ্রহণ করেন। জগৎ সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবেশ করিবার জন্য যে ভগবদিচ্ছা,

সেই ইচ্ছা হইতেই উক্ত হৈরণ্যগর্ভরূপ প্রথমাবতারের আবির্ভাব হয়। যেমন হস্তপদাদি শারীরিক সমস্ত স্থূলধাতুবিশিষ্ট অঙ্গই, সূক্ষ্মধাতুর আকরস্বরূপ মস্তক হইতে নিঃসৃত এবং পরিবর্দ্ধিত, সেইরূপ ধ্রুবস্বরূপ স্কন্ধ অবধি পৃথিবীস্বরূপ পদতল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থূলাবয়ব, সুসূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যযুক্ত মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রহ্মলোক হইতে নিঃসৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যেমন মৃত্যুর পর জীবের সূক্ষ্মদেহের ষোড়শ অবয়ব অর্থাৎ দশ-ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, ও বুদ্ধি সমস্তই তৎকালীন সূক্ষ্ম মস্তকস্বরূপ মহত্তত্ত্বে অর্থাৎ মনেতে বিলীন হইয়া স্থিতি করে এবং সঙ্কল্পশক্তিপ্রভাবে আবার মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ মন হইতেই আবির্ভূত হয় এবং অদৃষ্টবশতঃ স্থূলাবরণস্বরূপ স্থূলদেহ লাভ করে, সেইরূপ নৈমিত্তিক প্রলয়কালে ত্রৈলোক্যের সূক্ষ্মধাতু, ঈশ্বরীয় মহত্তত্ত্বস্বরূপ মহা-মনে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের মস্তকস্থানীয় ব্রহ্মলোকস্থ সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং ভোগকালের পুনরুদয়ে আবার পূর্ব্ববৎ স্থূলাবয়ব সকল লাভ করে। ঐ প্রকারে, প্রাকৃতিক প্রলয়েও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সপ্তস্বর্গের সূক্ষ্মধাতু, প্রকৃতিরূপ অব্যাকৃত মূল শক্তিতে প্রবেশ করিয়া বিরাম লাভ করে। বিরাম অন্তে পুনরায় অবতরণ করে। ঐ সকল সূক্ষ্মধাতু কেবল ভাগবতী-শক্তিরই প্রথম পরিণাম। ভগবান তাহার সঙ্গে সঙ্গে। সেই শক্তির সৃষ্টিরূপে অবতরণ এবং ভগবানের আবির্ভাব একত্রে হয়। সুতরাং পঞ্চীকৃত ভূতগণ সমবেত হইয়া প্রথমেই যে অণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছিল সেই অণ্ডটি ব্রাহ্মী শক্তির আবির্ভাবমাত্র এবং তাহাতে পরমেশ্বর যেরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহাই হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা অথবা মহত্তত্ত্বনামে অভিহিত হয়। সেই অণ্ডটি যেন সৃষ্টিকার্য্য উপলক্ষে সেই আদি পুরুষের মস্তকস্বরূপে প্রথমেই প্রকৃতিগর্ভে উদয় হইল। সেই অণ্ড, সহস্র সূর্য্যের প্রভাযুক্ত এবং হিরণ্যবর্ণ ছিল। মানব যেমন দশ মাস গর্ভে বাস

করেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়াও আর মাসদ্বয়ের ন্যূন সময়ে স্বীয় হস্তপদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন না, ব্রহ্মাও সেইরূপ ব্রাহ্মপরিমিত একবর্ষকাল ঐ অণ্ডে বাস করিলেন। (মনু ১।১২ ও হরিবংশ ২২৩ অঃ) তাহার পর কালক্রমে তাঁহার ঐ অণ্ডস্বরূপ দেহ হইতে যথোপযুক্তরূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরিবর্দ্ধিত হইল। মস্তকই আদি অঙ্গ। তাহা ব্রহ্মলোকস্বরূপে ঊর্দ্ধে স্থিতি করিল এবং তপো, জন, মহঃ, স্বর্গ, ভুব ও ভূলোক সকল, নেত্রাবধি পদ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে দেদীপ্যমান হইল। ভগবানের এই মায়াময় ব্রহ্মাণ্ড রূপই বিরাট অবতার বলিয়া কথিত হয়। সেই বিরাট অবতারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের অংশে জীবশ্রেষ্ঠ মানবের দেহ বিরচিত হইয়াছে। যথা,—
"ভূর্লোকো নাভিদেশেতু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি। স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশেতু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি। জনলোক স্তদূর্দ্ধস্তু তপোলোকো ললাটকে। সত্যলোকো মহামৌলৌ ভুবনানি চতুর্দ্দশঃ।" (ইতি তন্ত্রং।) মানবের নাভিদেশে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবর্লোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক, চক্ষুতে মহর্লোক, ভ্রূসন্ধিতে জনলোক, ললাটদেশে তপলোক এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে সত্যলোকের অংশ সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সপ্ত স্বর্গ এবং সপ্ত পাতাল সহিত সমগ্র চতুর্দ্দশ ভুবন অণ্ডকটাহ শব্দের বাচ্য। সচরাচর লোকে তাহাকে ব্রহ্মাণ্ড কহিয়া থাকে। উক্ত অণ্ডটি প্রথমে সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বীজস্বরূপ অথবা সমষ্টিস্বরূপ ছিল। কথিত আছে যে, পশ্চাৎ প্রভু হিরণ্যগর্ভ তাহাকে বিভক্ত করিলেন। সেই বিভাগের দ্বারা ঊর্দ্ধে স্বর্গ সকল এবং নিম্নে এই বসুন্ধরা প্রকাশ পাইল। (মনুঃ ১ অ) এই বিভাগ শব্দ কেবল সেই অণ্ডনিঃসৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ অধঃ অধঃ লোকসমূহের ক্রমপরিণতি ও সংস্থান প্রতিপন্ন করিতেছে। (হরিবংশ ২২৩ অঃ) তন্মধ্যে পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলধাতুতে বিনির্ম্মিত

হইয়া স্থূলভোগের স্থানরূপে জীবের ভাগ্যকে আশ্রয় করিল। সেই প্রথম অণ্ডটিই মূল সূর্য্যস্বরূপ। তাহা ভগবানের আদি মায়াময় মূর্ত্তির উত্তমাঙ্গ। তাহাই বিভক্তরূপে সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র আকারে প্রকাশ পাইতেছে। তাহাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলবিধি-স্বরূপ। সেই বিধির বশতাপন্ন হইয়া সমুদয় গ্রহনক্ষত্রাদি লোক-মণ্ডল স্ব স্ব পথে ভ্রমণ করিতেছে। ব্রহ্মাই সেই বিধিস্বরূপে উক্ত অণ্ড ও তন্নিঃস্থত লোকসমূহের ধারণকর্ত্তা। কিন্তু সেই বীজসূর্য্যই তাঁহার উত্তমাঙ্গ। অথবা ইহাই বল যে, তিনিই সেই বীজসূর্য্য। সেই উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ মস্তক ব্রহ্মলোকস্বরূপ। তাহাই বিষ্ণুপদস্থানীয়। তাহা সমস্ত তেজের উৎস। এই কারণে বেদে "অগ্নির্মূর্দ্ধা" প্রভৃতি বাক্যে সেই পরমধামস্বরূপ ব্রহ্মমূর্দ্ধি, "অগ্নিলোক" বলিয়া কথিত হইয়াছে। "অগ্নিঃ দ্যুলোকঃ" অগ্নি-শব্দে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক-শব্দে ব্রহ্মার বিশেষ লোক-মণ্ডল। তাহা সূর্য্যের সূর্য্যস্বরূপ মূল সূর্য্য। কেবল সামান্য দহনশীল অগ্নি অথবা তেজ তাহার উপাদান নহে। তাহা যোগৈ-শ্বর্য্য, যোগবল, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি তৈজসধাতু-বিরচিত। বর্ত্তমান সূর্য্য তাহারই অংশ। কাঠকে দৃষ্ট হইবে নচিকেতা যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মৃত্যু! তুমি স্বর্গসাধন অগ্নির বিষয় জান, আমাকে তাহা বল। যম উত্তর করিলেন, "অনন্তলোকাপ্তিমথোপ্রতিষ্ঠাম্বিদ্ধিত্বমেনন্নিহিতং গুহায়াং॥ লোকাদিমগ্নিন্তমুবাচ তস্মৈ।" এই অগ্নিদ্বারা অনন্ত লোক পাওয়া যায়। ইহা জগতের প্রতিষ্ঠা। ইহাকে তুমি বুদ্ধিতে নিহিত বলিয়া জান। ইহা লোকসমূহের আদি। তাৎপর্য্য এই যে, সেই অগ্নি সামান্য অগ্নি নহে। তাহা ব্রহ্ম-লোককে নির্দ্দেশ করে। তাহা সমস্ত জগৎকে স্বীয় শক্তিতে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শুভকর্ম্ম বা উপাসনা দ্বারা তাহা

মানবের হৃদয়মধ্যেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাহা মানবের বুদ্ধিতে নিহিত আছে। উত্তরমার্গীয় স্বর্গভুবনে গমনের পথস্বরূপে তাহা অন্তঃকরণেই আছে। তাহা দীপ্ত হইলে তদ্দারা অনন্তলোক লাভ হয়। কেননা সেই অগ্নিরূপ তেজোমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ঐ অগ্নি "লোকাদি" "লোকনামাদিং প্রথম-শরীরত্বাৎ।" ভূলোকাবধি সমস্ত লোকমণ্ডলের আদি অর্থাৎ প্রকৃতি গর্ভ্ভ হইতে বৈরাটিক মহামৌলিরূপে প্রথমাবির্ভূত। তাহা সমস্ত তেজের অর্থাৎ কি সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রের কি বুদ্ধিস্থ তেজের উৎস। তাহাই বীজসূর্য্য। এবং পাপতাপরূপ তমোলেশরহিত। বেদ-শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যে, জীবের চিত্ত বিরজ ও বিমল হইয়া যখন সেই প্রথম জ্যোতিঃ সম্পন্ন হইবেক তখনই তিনি উত্তর মার্গে আরোহণের সোপান প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ তাঁহার তাদৃশ তেজঃসম্পন্ন চিত্তই রশ্মিময় সোপানরূপে পরিণত হইবে। এইজন্য বিশেষ করিয়া উত্তর মার্গকে "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ" (গীঃ ৮।২৪) ইত্যাদি বচনে অগ্নি-মার্গ, অর্চ্চিরাদি মার্গ, ('অর্চ্চিঃ' অগ্নিশিখা, কিরণং ইত্যমরঃ।) এবং সূর্য্যদ্বার মার্গ কহেন। কেননা সেই উত্তর পথের দ্বারা জীব ক্রমে সেই বীজসূর্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম-লোকাখ্য আনন্দধামে উপনীত হইতে পারেন। যে সূক্ষ্মধাতুবিরচিত পরম স্থান হইতে সকল জ্যোতিঃ, সকল আলোক, সকল তেজ, সকল বীর্য্য, সকল আধ্যাত্মিকী শক্তি, সকল সত্ত্বগুণ, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল জ্ঞান অবতীর্ণ হইয়াছে; যে আনন্দকিরণপুঞ্জ বীজসূর্য্য ও যে জ্যোতির্ম্ময় শুক্লধাম হইতে সকল ভোগস্থান ও সকল ভোগী নিঃসৃত হইয়াছে তাহার আকর্ষণ সকলের প্রতি চলিতেছে। সংসার-রূপ বিকর্ষণ হইতে যে সমস্ত সাধুপুরুষের চিত্ত বিমুক্ত হয়, তাঁহাদের হৃদয়স্থধাতু সেই আদি জন্মস্থানের সূক্ষ্মধাতুর অনুরূপ হইয়া থাকে। তাঁহাদের মৃত্যুসময়ে সেই ধাতু সূর্য্যরশ্মিস্বরূপে হৃদয়নাড়িতে

দীপ্তি পায়। তাহার দ্বার দিয়া সেই পুণ্যাত্মাসকল সেই আদি জন্মস্থানস্বরূপ পিতৃনিকেতনে উত্থান করিয়া থাকেন। "এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎপরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে"। সগুণ জ্ঞানী ও শুভকর্ম্মীগণের প্রাপ্য এই পরমসূর্য্য-লোকই প্রাণসমূহের আশ্রয়। ইহাই অমৃত, অভয় ও পরমগতি। ইহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। (প্রশ্নোপনিষদে)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূর্য্যোপলক্ষিত স্বর্গীয়গতি বা উত্তর মার্গ।

(১) দেবযান বা দেবস্বর্গ।

৫৩। "দেবযান" ও "মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোক" উভয়ই উত্তরমার্গ, সূর্য্যদ্বার-মার্গ, রশ্মিমার্গ, তেজোমার্গ, শুক্লমার্গ, অগ্নি-মার্গ, উত্তরায়ণপথ, অর্চ্চিরাদি-মার্গ, অগ্নিলোক, সূর্য্যলোক, জ্যোতির্ম্ময়লোক, অমৃতধাম, ক্রমমুক্তিস্থান, উত্তরস্বর্গ ইত্যাদি শব্দদ্বারা সামান্যতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। উভয়ের যত দূর সমানতা তাহা শাস্ত্রে একত্রেই বর্ণিত আছে। কেবল তাহার বিশেষতাসম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সমানতা ও বিশেষতার যথাবৎ তাৎপর্য্য প্রকাশে যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাইতেছে।

৫৪। বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ ঐ উভয়ের মধ্যে একটির অর্থাৎ দেবযানের এইরূপ বৃত্তান্ত দিয়াছেন। "নাগবীথ্যুত্তরং যচ্চ সপ্তর্ষি-ভ্যশ্চ দক্ষিণং। উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ সম্মৃতঃ॥" এই বচনের টীকায় স্বামী লিখিয়াছেন, "উত্তর মার্গস্যোত্তরা বীথী নাগবীথী। তস্যা উত্তরং সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণতঃ দেবযান-পন্থা।" পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বিনী হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত যে নয়টি নক্ষত্র আছে তাহার মধ্যে অশ্বিনী আদি প্রথম তিনটিকে নাগবীথী কহে। রোহিণী প্রভৃতি তিনটিকে গজবীথী কহে। এবং পুনর্ব্বসু আদি শেষ তিনটিকে ঐরাবতী বলে। এই তিন বীথীর মধ্যে নাগবীথী সর্ব্ব উত্তরদিকে আছে। তাহাই উত্তর

পথের উত্তরাবীথী। সেই উত্তরাবীথীর উত্তর, এবং ধ্রুব সহিত, শিশুমার ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণ, এই উভয় সীমাবচ্ছিন্ন যে সকল লোকমণ্ডল দীপ্তি পায় তাহার নাম দেবযান পন্থা অথবা দেবস্বর্গ। এস্থানে "সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণ" এই বাক্যকে এই তাৎপর্য্যে গ্রহণ করিতে হইবে যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও তন্নিকটবর্ত্তী শিশুমারমণ্ডলের পুচ্ছাগ্রবর্ত্তী ধ্রুবলোক অবধি অর্থাৎ উত্তর ও উর্দ্ধাংশে সেই উভয় লোক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ও নিম্ন-ভাগে নক্ষত্রমণ্ডলের উত্তর-বহির্ভাগ পর্য্যন্ত দেবযান অথবা দেব-স্বর্গ বিস্তৃত। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবলোক যে, দেবযান এবং ক্ষয়-শীল ত্রিভুবনের অন্তর্গত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশেষতঃ দেবলোকের উপরিস্থ সাধারণতঃ বিষ্ণুপদাখ্য যে মহর্লোকাবধি স্বর্গচতুষ্টয় আছে, স্বামী, (বি পুঃ ২।৮) সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুব নক্ষত্রের উত্তর ও উর্দ্ধে তাহার সংস্থান নিরূপণ করিয়াছেন। তাহা বিষ্ণু-পদের বিবরণ সময়ে প্রকাশ পাইবে। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত দেবযান বা দেবস্বর্গ প্রসারিত। যে সকল মহাত্মারা পার্থিব কলেবর ত্যাগ করিয়া তথা গমন করেন তাঁহারা সকলেই "রশ্ম্যনুসারী" অর্থাৎ তাঁহারা স্ব স্ব নাড়িতে ব্যাপ্ত যে সূর্য্যরশ্মি তদনুসরণপূর্ব্বক তথা গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বভাব, চরিত্র ও আনন্দভোগাদিসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে ২ অংশে ৮ অধ্যায় ৮৬ অবধি ৯২ পর্য্যন্ত শ্লোকে সবিশেষ বিবরণ আছে। তন্মধ্যে উপস্থিত ক্ষেত্রের প্রয়োজনো-পযোগী কোন কোন অংশ বা তাহার টীকা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহার তুল্যার্থ অপরাপর শাস্ত্রের বাক্য সকল যথাস্থানে দৃষ্ট হইবে।

৫৫। তাঁহারা সকলেই বিমলব্রহ্মচারী, সিদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়, প্রজননবিরত, সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহারা ইচ্ছা দ্বেষাদি প্রবৃত্তি-

শূন্য বিধায় কোন সৃষ্টিবিষয়ে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহাদের সিদ্ধতা বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে এই সমস্ত প্রশংসা আছে। ইহাতে বোধ হইতে পারে যে, তাঁহাদের আর পতন অর্থাৎ পার্থিবকলেবর ধারণ ও মৃত্যু হয় না। কিন্তু তাৎপর্য্য ঠিক তাহা নহে। প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ক্রমমুক্তির উপাসক তাঁহাদের আর পতন হয় না, কেবল উন্নতিই হয়; আর যাঁহারা কেবল কর্ম্মফলভোগী তাঁহারা ভোগক্ষয়ে বারবার পুনরাবৃত্ত হন, অথবা দীর্ঘ সুকৃতিবশতঃ যাবৎ নৈমিত্তিক প্রলয় না হয় তাবৎ তথা অবস্থিতিপূর্ব্বক প্রলয়কালে নিরুদ্ধবৃত্তি লাভ করেন। পশ্চাৎ কল্পারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

৫৬। তাঁহাদের অমৃতত্বসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে, "পুনশ্চাকামসংযোগাচ্ছব্দাদের্দ্দোষদর্শনাৎ। ইত্যেভিঃ কারণৈঃ শুদ্ধাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে॥ আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাব্যতে। ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্ম্মার উচ্যতে॥" তাঁহাদের কামসংযোগ না থাকায় এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়ের দোষ দৃষ্টিবশতঃ যোগভ্রংশ হয় না। এই সকল কারণে তাঁহারা অতীব বিশুদ্ধ এবং অমৃতত্বভাগী। যে পর্য্যন্ত ভূতসংপ্লব অর্থাৎ নৈমিত্তিক প্রলয় না হয় সেই পর্য্যন্ত অবস্থিতির নাম অমৃতত্ব। এই সময় পর্য্যন্ত ত্রিলোক অর্থাৎ ভূঃ ভুব ও স্বর্লোক স্থায়ী হয়। অতএব তাঁহারা 'অপুনর্ম্মারঃ' পুনর্মৃত্যুরহিত। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক প্রলয় না হয় অর্থাৎ যতদিন ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ না হয়, ততদিন অধোভুবন সকল—পৃথিবী হইতে দেবস্বর্গ পর্য্যন্ত স্থান সকল—বার বার অবান্তর প্রলয়দ্বারা বিনষ্ট হয়। পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মরাত্রি সংঘটনদ্বারা তাদৃশ অবান্তর প্রলয় সকল উপস্থিত হয়। ফলতঃ তাহাতে উক্ত স্থান সকল পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইলেও ব্রহ্মার দিনমান পর্য্যন্ত তৎসমূহের যে পরমায়ুকাল

তাহাই এখানে অমৃতত্বশব্দে উক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মাহঃ পর্য্যন্তং যৎস্থানং তদেবামৃতত্বমুপচারাদুচ্যতে।" (স্বামীঃ বিঃ পুঃ ২।৮।৯০) ব্রহ্মার দিনমান পর্য্যন্ত যে সকল স্থান অবস্থিতি করে প্রাকৃতিক প্রলয় পর্য্যন্ত তাহার প্রবাহরূপ স্থায়িত্বশতঃ এস্থলে সে সমস্ত লোকের প্রতি অমৃতত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ঔপচারিক প্রয়োগমাত্র। সুতরাং ঐ সমস্ত স্থান বিনাশশীল। তাহার অধিবাসীগণও পুনরাবৃত্তির অধীন। কেবল যাঁহারা তন্মধ্যে ক্রমমুক্তির ভজনা করেন তাঁহারা ক্রমে ব্রহ্মলোকে উত্থান করিয়া জীবন্মুক্ত হন। পশ্চাৎ পরান্তকালে তাঁহারা ব্রহ্মলোক-বাসীগণের সহিত মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর প্রচ্যুতি হয় না। বেদান্তাদি প্রধান প্রধান শাস্ত্রে একমাত্র উত্তর মার্গের বিবরণের মধ্যে দেবযান এবং মহর্লোকাবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত সমস্ত অর্চ্চির ভুবনকে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে সমস্ত উত্তর মার্গকেই দেবযান আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ-শাস্ত্রে দেবযান ও বিষ্ণুপদাখ্য সত্যাদিলোক পৃথক্ পৃথক্ ধৃত হইয়াছে। এই ভিন্নতার হেতু আছে। যেখানে ক্রমমুক্তগণের বিবরণ করিয়াছেন সেইখানেই দেবস্বর্গাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত একত্রে "দেবযান বা" "ব্রহ্মলোক" শব্দে গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা তৎসর্ব্বত্রেই অধিকাংশতঃ ক্রমমুক্তগণ বিরাজ করেন। মুক্তি দুই প্রকার। সাক্ষাৎ মুক্তি ও ক্রমমুক্তি। নিরুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানী সাক্ষাৎ মোক্ষ পান, সোপাধিক ব্রহ্মোপাসক ক্রমমুক্তি পান। সোপাধিক ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে মার্গযোগে দেবযান হইয়া তরণ-ব্যতীত গত্যন্তর নাই। (শাঃ ৩।৩।৩০) "গতে রর্থবত্ত্বমুভ-যথান্যথাহি বিরোধঃ।" সকল ব্রহ্মজ্ঞানী বা সকল উপাসকই যে দেবযানযোগে তরেন এমন নহে। সগুণ উপাসকই কেবল দেবযান হইয়া দেবযানের উন্নত প্রদেশ ব্রহ্মলোক সম্ভোগপূর্ব্বক পশ্চাৎ

ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। নির্গুণ উপাসক অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী এইখানেই ব্রহ্মলাভ করেন। "উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেলোকবৎ।" (৩১) স্বরূপ লক্ষণে যে ব্রহ্মোপাসনা করে তাহার দেবযানে যাইতে হয় না, সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। তটস্থ লক্ষণে, বিরাট-ভাবে, হৃদয়াকাশে, যোগৈশ্বর্য্যের কামনায়, ব্রহ্মচর্য্য সহকারে, বিধিবিহিত বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসদ্বারা যাহারা উপাসনা করে তাহারাই দেবযানে যায়। কেবল মুক্তিপ্রতিপাদক বিধায় বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ তাৎপর্য্যই লাভ করা যায়। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রে বিশেষ বিবরণ আছে। তাহাতে ক্রমমুক্তির অনধিকারীগণের ভোগসম্বন্ধাধীন উক্ত পৃথক্ পৃথক্ স্বর্গসমূহের সংস্থান ও পরমায়ু (পরমায়ু প্রলয়তত্ত্বে দ্রষ্টব্য) পৃথক পৃথকরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এরূপ বিশেষ বিবরণ প্রদান করা পুরাণের অধিকার। তাহাতে বেদান্তেরই অর্থ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

(২) বিষ্ণুপদাখ্য উর্দ্ধস্বর্গ।

৫৭। এইক্ষণে বিষ্ণুপদাখ্য মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোকের সংস্থান নিরূপণ করা যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে (২।৮) আছে "ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবোযত্র ব্যবস্থিতঃ। এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি-ভাস্বরং।" স্বামী এই বচনের টীকায় লিখিয়াছেন যে, "সপ্তর্ষিভ্যোদক্ষিণতো দেবযানস্থিতি উক্তং। তদূর্দ্ধান্তরতো বিষ্ণুপদস্থিতিমাহ। ঊর্দ্ধেতি যাবৎ সমাপ্তি। ঊর্দ্ধং তদুপরি তদুত্তরঞ্চ। সপ্তর্ষিভ্যঃ উত্তরস্যাং দিশ্যূর্দ্ধং যত্র ধ্রুবস্তিষ্ঠতি তদ্ধ্রুবস্যাশ্রয়ভূতং বিষ্ণুপদাখ্যং ভূম্যপেক্ষয়াদিব্যং তৃতীয়ং স্থানমিত্যর্থঃ।" সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণ দেবযান। তাহা উক্ত হইয়াছে। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্দ্ধ বিষ্ণুপদ আছে। ঊর্দ্ধ শব্দ দ্বারা উপরিভাগ ও উত্তরাংশ বুঝায়। অতএব সপ্তর্ষিমণ্ডলের উত্তরাংশে ঊর্দ্ধভাগে যেখানে ধ্রুব আছে, সেই ধ্রুবের আশ্রয়স্থান অর্থাৎ ধ্রুবের উত্তর-

ও ঊর্দ্ধদিকে ধ্রুবের ধারণশক্তি-স্বরূপ বিষ্ণুপদ স্থিতি করে। তাহা ভূমি অপেক্ষা দিব্য তৃতীয় স্থান ইত্যর্থ। অর্থাৎ ভূলোক প্রথমস্থান, ভূলোকের অপেক্ষায় অন্তরীক্ষ ও সমগ্র পিতৃ ও দেবস্বর্গ দ্বিতীয়-স্থান, এবং বিষ্ণুপদ তৃতীয়স্থান এই অভিপ্রায়।

৫৮। এই তৃতীয় স্থানস্বরূপ বিষ্ণুপদ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বীজ ও আশ্রয়স্থান। তাহার সেই আশ্রয়শক্তি জগতে পরম্পরা অবরোহণ করিয়াছে। অর্থাৎ প্রথমেই বিষ্ণুপদস্বরূপ ব্রহ্মলোক ধ্রুব নক্ষত্রকে আকর্ষণদ্বারা আকাশমণ্ডলে ধারণ করিয়া আছে। ধ্রুবকর্ত্তৃক শিশুমারমণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও সূর্য্য বিধৃত হইয়া আছে। অধোভুবনে সূর্য্য সমস্ত সৌরজগৎকে ধারণ করিতেছেন। ঋগ্বেদ সংহিতা (ঋ ৪১৬) "আণিংব রথ্যমমৃতাধিতস্থু" চন্দ্র নক্ষত্রাদি সমুদয় জ্যোতিঃপদার্থ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যেমন অক্ষচ্ছিদ্রনিবেশিত কীলবিশেষ আশ্রয় করিয়া রথ স্থিতি করে। কিন্তু "মূর্দ্ধাদিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা" (ঋ ৬৮২) অগ্নিলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোকই সমুদয় স্বর্গলোকের মস্তক এবং পৃথিবীর নাভিস্বরূপ। ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্মলোকই সমগ্র জগতের আশ্রয়স্থান। এই একটিমাত্র অণ্ডকটাহের বিবরণ। এতাদৃশ কোটী কোটী অণ্ডকটাহ ব্রহ্মশক্তিতে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। পুনশ্চ, কোটী কোটী ব্রহ্মলোক, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্থান হইয়া আছে। তন্মধ্যে এই পৃথিব্যাদি সপ্তলোক যে ব্রহ্মলোকের আশ্রয়ে তিষ্ঠিয়া আছে তাহাই এ ক্ষেত্রের নির্দ্দেশ্য। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নিলোক অথবা ব্রহ্মলোকই বিরাট-রূপী ব্রহ্মার মস্তকস্বরূপ এবং তাহাই হিরণ্যগর্ভনামক মূল সূর্য্য। তাহারই আশ্রয়ে ধ্রুব অবধি পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক সংস্থিত রহিয়াছে। যত লোকমণ্ডল আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মলোক প্রধান। বিষ্ণুপদ তাহার অন্তর্গত। তাহার শ্রেষ্ঠ কক্ষা বিধায় বিষ্ণু-

পদই মোক্ষস্থানরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতাতেও এই বিষ্ণুপদকে অভিনন্দন করিয়াছেন। (২২৮ ঋঃ। ১মঃ ৫অঃ ৫ সূঃ ২০ ঋ) তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং। আকাশে চক্ষু বিস্তৃত হইলে যেমন তাহার স্বচ্ছতা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা শাস্ত্ররূপ নির্ম্মল নেত্রদ্বারা বিষ্ণুর অধিষ্ঠানভূত শাস্ত্র প্রসিদ্ধ অত্যূর্দ্ধ স্বর্গলোক দর্শন করেন।

৫৯। বিষ্ণুপুরাণে (২ অং। ৮ অঃ।) উক্ত স্থানের মাহাত্ম্য এইরূপে কীর্ত্তন করেন। যথা, "নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্। স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে॥ অপুণ্যপুণ্যপরমে ক্ষীণা শেষার্ত্তিহেতবঃ। যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥ ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোক-সাক্ষিণঃ। তৎসাঙ্খ্যোৎপন্নযোগেঙ্গস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥ যত্রো-তমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ ভূতং সচরাচরং। ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বি-ষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাং। বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। যস্মিন প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান মেধীভূত স্বয়ং ধ্রুবঃ। ধ্রুবেচ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃ-ম্বম্ভোমুচোদ্বিজ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহাদের দোষরূপ পঙ্ক ক্ষালিত হইয়াছে, যাঁহারা যতি ও সংযতাত্মা, তাঁহাদের পাপপুণ্য ক্ষয় হইলে এই পরম স্থান লাভ হয়। যাঁহাদের অপুণ্য ও পুণ্যের উপরম হয়, যাঁহারা নানাদেহ প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ অদৃষ্ট হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া শোক-রহিত হন তাহাই সেই বিষ্ণুর পরম পদ। এই বিষ্ণুপদকে আশ্রয়পূর্ব্বক ধর্ম্ম-ধ্রুব প্রভৃতি পুণ্যাত্মারা লোকসাক্ষিস্বরূপ হইয়া আছেন। এই স্থান সাঙ্খ্য-যোগরূপ ঐশ্বর্য্যময় এবং ইহার নিবাসীগণ অনিমা লঘিমাদি ঐশ্বর্য্যশালী। সুতরাং ইহাকে বিষ্ণুর পরম পদ কহে। যে স্থানে অতীত ও ভাবি চরাচর ব্রহ্মাণ্ড

ওতপ্রোতরূপে অবস্থিতি করিতেছে, অর্থাৎ যেখানে বিশ্বের কারণ ও আশ্রয়স্বরূপ চৈতন্যদ্বারা এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডীয় বীজশক্তি ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। তন্ময়াত্মা যোগীদিগের তত্ত্বজ্ঞানরূপ চক্ষুর্দ্বারা যেস্থান আকাশে বিস্তৃত সূর্য্যরূপ চক্ষুর ন্যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হয় সেই স্থানের নাম বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ তাহাই শুক্লাগতির সীমা। যেস্থানে তেজস্বী ধ্রুব স্বয়ং মেধীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, আর ধ্রুবনক্ষত্রে সমস্ত লোকমণ্ডল ও জ্যোতির্গণ আশ্রিত হইয়া আছে; যেস্থানের প্রভাবে উত্তাপ ও মেঘ সকল সর্ব্বলোকে উৎপন্ন হইয়া জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে; নরলোকস্থ যাগযজ্ঞাদি যে স্থানের উদ্দেশে আচরিত হইতেছে তাহাই তৃতীয় স্থান বিষ্ণুপদ। তাহা "আধারভূতলোকানাং" সমগ্র লোকমণ্ডলের আধারভূত এবং "ত্রয়াণাং বৃদ্ধিকারণং" ত্রিলোকের বৃদ্ধির হেতু।

৬০। বিষ্ণুপদ একটি সাধারণ নাম মাত্র। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক প্রভৃতি উত্তরমার্গীয় ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ স্বর্গ সকল উহারই অন্তর্গত। অপরঞ্চ, ঐ সমস্ত লোক একত্রে ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক বলিয়াও উক্ত হয়। স্বামী বিষ্ণুপুরাণের (২ অং ৭ অঃ ১৫ শ্লো) টীকায় লিখিয়াছেন, "সত্যলোক এবকক্ষাভেদেন ব্রহ্মধিষ্ণ্যাৎ পরং বৈকুণ্ঠলোকাদি জ্ঞেয়ং।" সত্যলোকই প্রদেশভেদে ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠলোকাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, সমগ্র সত্যলোক বা বিষ্ণুপদই বিরাটরূপের মহামৌলিস্বরূপ। স্বামী কহিয়াছেন, "তদ্ধি বৈরাজস্য হৃদয়নাড়িস্থানম্, অতস্তদন্তর্যামিনোবিষ্ণোঃ স্থানম্, অতঃ ক্রমমুক্তিস্থানম্।" তাহা বৈরাজগণের, অর্থাৎ যাঁহাদের রজমল বিধূত হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়নাড়ি অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ির চরম স্থান। অতএব সে স্থান হৃদয়ান্তর্যামি বিষ্ণুর স্থান। সুতরাং ক্রমমুক্তিস্থান। ক্রমমুক্তিস্থানের

অর্থ এই যে, তথা হইতে জ্ঞানীদিগের ক্রমে মুক্তি হইয়া থাকে।

৬১। শাস্ত্রের স্থূলসিদ্ধান্ত এই যে, প্রজাপত্যব্রতপরায়ণ ও ইষ্টাপূর্ত্তযাগানুষ্ঠায়ী মহাত্মাগণ মৃত্যুর পর দক্ষিণমার্গে গমন করেন। তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা তথা হইতে উত্তরমার্গে আরোহণ করিতে সক্ষম নহেন। তাদৃশ ঊর্দ্ধ সদ্গতির নিমিত্তে পৃথিবীতে পুনরাবৃত্ত হইয়া তপস্যা করা ভিন্ন তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই।

কেবল প্রজননবিরত ব্রহ্মচর্য্য, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত বানপ্রস্থাচার, আশ্রমবিহিত সন্ন্যাসাবলম্বন, যোগৈশ্বর্য্যের সাধনা, শাণ্ডিল্যবিদ্যার আরাধনা এবং সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা উত্তরমার্গ গতির উপযুক্ত চিত্ত ও প্রাণ প্রস্তুত হয়। যাঁহাদের তাহা হয় তাঁহারা তেজোপথদ্বারা অধিকারভেদে দেবস্বর্গ, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক বা সত্যলোকে নীত হয়েন।

তন্মধ্যে যাঁহাদের তপস্যা কামনাসহকৃত, মায়ালেশবিশিষ্ট এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য লাভার্থ, তাঁহাদের সম্বন্ধে তত্তল্লোকস্থ সুখভোগ কর্ম্মফলস্বরূপে আবির্ভূত হয়। ভোগমাত্রেই ক্ষয়শীল। সুতরাং সে ভোগ নিঃশেষে সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা দেবস্বর্গ দূরে থাকুক ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্ত হয়েন।

কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহাদের তপস্যা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও বৈরাগ্যসহকৃত তাঁহাদের আর প্রচ্যুতি হয় না। তাঁহাদের মধ্যে ক্রমোন্নতি আছে। তাদৃশ মহাপুরুষেরা দেবস্বর্গ হইতে, মহর্লোক হইতে, এবং জনলোক ও তপোলোক হইতে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করেন। জ্ঞান, প্রেম, ও বৈরাগ্য এই তিন তত্ত্বে তাঁহাদের তপস্যা প্রতিষ্ঠিত।

৬২। বিষ্ণুপদ বা ব্রহ্মলোকই সর্ব্বোর্দ্ধ স্বর্গরাজ্য। উক্ত মহাত্মারা ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ পরম মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মার

সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন। তথায়, যাবৎ ব্রহ্মাণ্ডের মূলস্বরূপিণী পরমা প্রকৃতির বিরাম না হয়, তাবৎকাল জীবন্মুক্তাবস্থায় স্বর্গীয় বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ সম্ভোগ করেন। সে সমস্ত ভোগ তাঁহাদের সম্বন্ধে অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ প্রারব্ধ-ভোগমাত্র। ব্রহ্মলোকের পরমায়ুর সহিত তাদৃশ প্রারব্ধ সমান স্থায়ী। পশ্চাৎ যখন প্রকৃতির বিরাম ও তৎসঙ্গে সঙ্গে পরব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের ও আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তলোকের সংহারকাল উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা সত্যস্বরূপ অব্যয় পরমাত্মাতে চিরসমাধি গ্রহণ করেন। এতাবৎ ক্রমমুক্তির তাৎপর্য্য। ইহাই উত্তরমার্গীয় স্বর্গভুবনসমূহকে অমৃতত্ব বিশেষণ দেওয়ার হেতু।

ফলতঃ যাঁহারা বেদান্তোক্তপ্রকারে ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগসহকারে এই পৃথিবীতেই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন অথবা নির্গুণোপাসক হয়েন তাঁহারা আশ্রমবিহিত কোন তপস্যাদি না করিয়াও এই পৃথিবীতেই জীবন্মুক্তাবস্থায় বিচরণ করেন। পশ্চাৎ দেহান্তে এইখানেই ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ পরম মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় না। তাঁহাদের নিমিত্তে অর্চ্চিরাদি মার্গের, ব্রহ্মনাড়ির, বা বিদ্যুৎপুরুষের নেতৃত্ব প্রয়োজন হয় না এবং সৃষ্টির বিরামকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় না। ইহারই নাম সাক্ষাৎ-মুক্তি। এই মুক্তি নির্ব্বাণ-মুক্তি, নির্গুণ-মুক্তি, ব্রহ্ম-কৈবল্য, পরমপদ, এবং নির্ব্বিশেষ-মোক্ষ বলিয়া উক্ত হয়। ব্রহ্মলোকবাসিগণও তল্লোকাবসানে ইহাই লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে ইহার বিশেষ নাই।

"বিষ্ণুপদ" ও "ব্রহ্মলোক" উভয় শব্দই সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় প্রকার মুক্তিবাচক। সগুণ উপাসকের পক্ষে উক্ত

শব্দদ্বয় "সূর্য্যদ্বার-স্বর্গবোধক।" নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে তাহা "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" বাচক।

৬৩। ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মুক্তিলাভের পূর্ব্বে বিষ্ণুপদ-বাসী মহাত্মারা যে সকল স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করেন তাহার নাম সগুণ-মুক্তি অথবা সবিকল্প মোক্ষ। সে অবস্থায় তাঁহাদের সঙ্কল্পময় মন ও কারণদেহ বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠা ও দৃঢ়-উপাসনা প্রসাদে যদি তাহা ভর্জিত বীজবৎ অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয় তবেই অন্তিম কল্পান্তে তাঁহারা মহামুক্তিলাভ করিতে পারেন, নচেৎ তাঁহাদের সঙ্কল্পময় মন এবং কারণদেহ তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি সংঘটন করিয়া থাকে।

সগুণ-গতিস্বরূপ বিষ্ণুপদকে শাস্ত্রে যেখানে যেখানে সাক্ষাৎ মোক্ষস্থানরূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহা কেবল অর্থবাদ মাত্র, এবং ক্রমমুক্তিভজনকারী জ্ঞাননিষ্ঠগণের উদ্দেশে। নচেৎ প্রাকৃতিক প্রলয়ে তাহার বিনাশ ও কর্ম্মফলভোগীগণের তথা হইতে প্রচ্যুতি সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ।

৬৪। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে ব্রহ্মলোকের অধিদেবতা হিরণ্যগর্ব্ভকে "বিনাশ" বিশেষণ দিয়াছেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য উহার এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন। "বিনাশং বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ব্ভং।"

গীতাস্মৃতি। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন। মামুপেত্যতু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মভুবন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক অবধি এই ভূলোক পর্য্যন্ত লোকসমূহে যত প্রাণী আছেন সকলেই পুনর্জ্জন্মভাগী। কেবল একমাত্র আমাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। স্বামী এ বচনের টীকায় লিখিয়াছেন যে, "ব্রহ্মণোভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোক স্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ। তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানা-

মবশ্যম্ভাবিপুনর্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরূপাসনাভির্ব্রহ্ম-লোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ। ‘ব্রহ্মণা সহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরাস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং॥’ কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ॥” ব্রহ্মার বাসস্থানকে ব্রহ্মলোক কহে। অর্থাৎ যেস্থান সৃষ্টির মূল উৎস এবং বৈরাটিক মহা-মৌলিস্বরূপ তাহা ব্রহ্মার বাসস্থানরূপে উক্ত হইয়াছে। সেই সর্ব্বোচ্চ স্বর্গধাম পর্য্যন্ত উত্থান করিলেও পুনর্জন্ম হয়। অর্থাৎ অনুৎপন্ন-তত্ত্বজ্ঞানী সকলের ব্রহ্মলোক হইতে প্রচ্যুতি ও পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ক্রমমুক্তিপ্রদ যে উপাসনা বা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান তৎপ্রসাদে যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাঁহাদের তথা ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। সেজন্য কেবল তাঁহাদেরই মোক্ষ হয়। প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইলে পরব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ “ব্রহ্মা” নামক বিদ্যমানতা পরব্রহ্মেতে উপসংহৃত হয়। সে সময়ে ব্রহ্মলোকস্বরূপ বীজভূমির সহিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে বিলীন হয়। তৎকালে ব্রহ্মলোকবাসী মুক্তাত্মারা তাঁহাদের প্রভু ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে স্থান লাভ করেন। ধ্যানদ্বীপে কহিয়াছেন, “উপাসনং নাতিপক্বমিহ যস্য পরত্র সঃ। মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে।” ইহ জন্মে যাহার উপা-সনা পরিপক্ক না হয় সে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করে। তথা ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক মুক্ত হয়। অপরঞ্চ কথিত হইয়াছে, “য উপাস্তে ত্রিমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে সনীয়তে। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পুরুষমীক্ষতে।” যিনি সগুণ বা সকাম উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি তথা গিয়া ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। পশ্চাৎ জীব-সমষ্টিরূপ প্রভু হিরণ্যগর্ব্ভের সহিত মুক্তিস্বরূপ পরমপুরুষকে লাভ করেন। যাঁহারা মনোযোগ-

পূর্ব্বক গীতাশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, দেবতাপূজনরূপ দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মাগ্নিকল্পনাপূর্ব্বক মানসযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-শাসনরূপ ইন্দ্রিয়যজ্ঞ, প্রাণাদিবায়ু দমনরূপ ধ্যানযজ্ঞ, দ্রব্য দান-রূপ দ্রব্যযজ্ঞ, চান্দ্রায়ণাদিরূপ তপোযজ্ঞ, বেদপাঠরূপ স্বাধ্যায়-যজ্ঞ, যোগাচরণরূপ প্রাণায়াম ও কুম্ভক যজ্ঞ ইত্যাদি কোনরূপ যজ্ঞ, তপস্যা, ও যোগাচারদ্বারা উৎক্রমণ নিবারিত হয় না। অর্থাৎ ঐ সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞকারী, অর্চ্চিরাদিমার্গে আরোহণ করেন। তথা তাঁহাদের ক্রমমুক্তি হয়। (গীঃ ৩ অঃ অবধি ৭ অঃ পর্য্যন্ত মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত লাভ হইবেক। তন্মধ্যে ৪র্থ অঃ ২৫ অবধি ৮টী শ্লোক, ৩০ শ্লোঃ, ৩২ শ্লোঃ, ৭ম অঃ ১৩ শ্লোঃ ও ১৬ শ্লোঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু যাঁহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মের ফলে ব্রহ্মলোকে স্থান লাভ করেন, জ্ঞান-প্রদ উপা-সনাপ্রসাদে নহে, তাঁহাদের মোক্ষ হয় না ইহাই সিদ্ধান্ত।

৬৫। উপরি উক্ত সর্ব্বোচ্চ স্বর্গলোককে বিষ্ণুপদই বল, সত্যলোকই বল, ব্রহ্মলোকই বল আর বৈকুণ্ঠই বল তাহা কেবল ক্রমমুক্তির স্থান। সাক্ষাৎ মোক্ষস্থান নহে। এই কথা যে কেবল পুরাণে ও গীতাস্মৃতিতে আছে এমত নহে। শ্রুতি ও বেদান্তেরও তাহাই সিদ্ধান্ত। মুণ্ডকশ্রুতিতে আশ্রমবিহিত কর্ম্মরূপে যাঁহারা তপস্যা, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, বানপ্রস্থধর্ম্ম, সন্ন্যাসধর্ম্ম, ও যোগাচার প্রভৃতির সেবা করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অমৃতাখ্য, হিরণ্যগর্ব্ভের স্থানস্বরূপ সত্যলোকাদি-গতি নিরূপণ করিয়াছেন। "তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসোভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজা প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ সপুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥" যে সকল শান্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি অরণ্যে বাসকরতঃ অর্থাৎ বানপ্রস্থ্য ও সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক, আশ্রমবিহিত তপস্যা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি হিরণ্যগর্ব্ভবিষয়া বিদ্যার উপসনাদ্বারা ভিক্ষাচরণ করেন তাঁহারা

বিরজ ও বিমল হইয়া সূর্য্যরশ্মিদ্বারা অমৃতাখ্য অব্যয় প্রথমজ হিরণ্যগর্ব্ভের পরমস্থানস্বরূপ সত্যলোকে নীত হন। এই শ্রুতি অপরিপক্ক উপাসকদিগের প্রতি লক্ষিত। ইহাতে কেবল তাদৃশ উপাসকগণেরই গতি নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্" প্রভৃতি শ্রুতিতে পশ্চাৎ কহিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নির্ব্বেদসহকারে ঐ সকল লোকের আনন্দভোগাশাও ত্যাগ করিবেন। ইহকালের দেহাত্মজ্ঞানসহকৃত ফলভোগ-আশা তো ত্যাগ করিতেই হইবে। অমুত্রের ভোগাশাও সেইরূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোকের আনন্দ-ভোগ অতি উন্নত এবং এত দীর্ঘস্থায়ী যে তাহাকে শাস্ত্রে অমৃত বিশেষণ দিয়াছেন। এমন যে অমৃত লোক, ব্রাহ্মণ তাহাও ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন। ইহাকে "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ" কহে। এইরূপ বৈরাগ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

৬৬। শাস্ত্রার্থ লইয়া পূর্ব্বকালে বিস্তর পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ হইয়া গিয়াছে। বেদান্তদর্শনের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে ব্রহ্মলোকবাসী মহাত্মাগণের মুক্তির প্রকার ও ভোগাদির বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যুত-পন্থাদ্বারা উপাসক মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে নীত হয়েন। এখন প্রশ্ন এই যে, তথা উপস্থিত হইয়া তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কি ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হন? পরব্রহ্মপ্রাপ্তির অর্থ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষে স্বীয় আত্মাস্বরূপে দর্শন বা লাভকরা। আর ব্রহ্মাকে প্রাপ্তির তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মকে অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য-রূপ মহা মহা ফলের দাতা ও দ্বৈত-জ্ঞান-সহকৃত ব্রহ্মানন্দপ্রদ উপাসনার কর্ম্মপদরূপে লাভকরা। পূর্ব্বকালে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে এই পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, কাঠকে "শতং চৈকাচ" প্রভৃতি

শ্রুতিতে "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" বাক্যে ব্রহ্মলোককে অমৃত বিশেষণ দিয়াছেন; তাহাতে কহিয়াছেন যে, মূর্দ্ধণ্যা নাড়িদ্বারা যিনি উর্দ্ধলোকে যান তিনি "অমৃতধাম" লাভ করেন। অতএব ব্রহ্মলোকের মুখ্যত্ব বিধায় তথা পরব্রহ্মই প্রাপ্ত হন।

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের বিচারার্থ মহর্ষি ব্যাসদেব "কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ"। "সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ।" "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ।" প্রভৃতি কয়েকটি সূত্র উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মলোকে কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাই প্রাপ্ত হন। কেননা যাঁহারা তথা গমন করেন তাঁহারা ব্রহ্মোপাসক হইলেও তাঁহাদের সে উপাসনা অপরিপক্ক। অপরিপক্ক উপাসনায় সাক্ষাৎ মুক্তির অভিন্নস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। তাঁহাদের কেবল ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তি হয়। তথা তাঁহাদের উপাসনা পরিপক্ক হইয়া পরমাত্মজ্ঞান জন্মে। পশ্চাৎ ভোগানন্দের সহিত, যোগানন্দের সহিত এবং অমৃতত্বরূপ সুদীর্ঘ পরমায়ুর সহিত ঐ লোক বিনষ্ট হইলে ব্রহ্ম-লাভ হয়। উহা মুক্তির নিকট এজন্য সামীপ্য-মুক্তি-স্থান অথবা সগুণমুক্তিস্থান বলিয়া কথিত হয়। আচার্য্যেরা ঐ সকল সূত্রের এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। "এবঞ্চ সত্যমৃতত্ব-শ্রুতিঃ ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়া। তস্মাৎ উত্তরমার্গেণ প্রাপ্যং কার্য্যং ব্রহ্মেতি॥" বেদেতে যে "অমৃতত্ব" বিশেষণ আছে তাহার অভিপ্রায় ক্রমমুক্তি। অতএব উত্তরমার্গদ্বারা কার্য্যব্রহ্মকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যাঁহাদের, ভোগ্য যোগানন্দ ও প্রেমানন্দ প্রভৃতির ফলদাতারূপে, অথবা নিষ্কামকর্ম্মের অধিষ্ঠাতা-রূপে, কোনরূপ ব্রহ্ম-ভাবনা নাই এবং যাঁহারা কেবল সাংসারিক ফললাভের নিমিত্তে প্রতিমাদির পূজা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয় না। মহর্ষি ব্যাস পরসূত্রে তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাঽদোষাত্তৎক্রতুশ্চ॥"

অপ্রতিম-উপাসককেই বিদ্যুদ্দেবতা ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, কেননা তাদৃশ উপাসকের ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা, বিষয়ানন্দের প্রতি নহে। "তস্মাৎ ন্যায়তো ন প্রতীকোপাসকান্ সত্যলোকং প্রাপয়েদিতি সিদ্ধং" অতএব উক্ত শ্রদ্ধার অভাব বশতঃ ন্যায়তঃ মায়িকাধারস্বরূপ প্রতিমার উপাসকেরা সত্যলোকে যাইতে পারেন না। আর যাঁহারা সন্ন্যাসাদি প্রভাবে তথা বাস করিয়াও ক্রমমুক্তির ভজনা না করেন তাঁহারা তথা হইতে পুনরাবৃত্ত হয়েন।

৬৭। ব্রহ্মলোকবাসী ক্রমমুক্তির উপাসকগণ শাস্ত্রে মুক্ত বলিয়াই গণনীয় হইয়াছেন। তাঁহারা যেন তথাকার শুভ প্রারব্ধযুক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ। যতদিন তাঁহাদের নির্ব্বিকল্প মোক্ষ না হয় ততদিন তাঁহারা পরমানন্দে বিরাজ করেন। তাঁহারা পৃথিবীতে ব্রহ্মচর্য্য, মহামহা নিষ্কাম-যজ্ঞ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, যোগাচার প্রভৃতি যেসকল উচ্চ উচ্চ ক্রিয়া করিয়া যান তাহার ফলস্বরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য সকল ভোগার্থ লাভ করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত যোগৈশ্বর্য্যের বলে তাঁহাদের আনন্দভোগের সীমা থাকে না। পরন্তু ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা ও তৎসহকৃত সগুণ উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের যে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠা উপার্জিত হয় তাহাই তাঁহাদের ক্রমমুক্তির হেতু।

৬৮। মহর্ষি বেদ-ব্যাস শারীরকাখ্য বেদান্ত-দর্শনে (৪।৪) ব্রহ্মলোকবাসী মুক্তাত্মাগণের ভোগের যে সমস্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্যতঃ দেবস্বর্গ, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্য-লোক এই সমুদয় অর্চ্চির ভুবনবাসী মুক্তগণের প্রতিই লগ্ন হয়। তিনি লিখিয়াছেন।

"সঙ্কল্পাদেবতু তৎশ্রুতেঃ" অর্চ্চিরাদি মার্গদ্বারা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত উপাসকগণের কোন প্রকার স্থূল দেহ নাই। "অতএব চানন্যাধিপতিঃ" এই পৃথিবীতে- আমরা যেমন শরীর সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়

সকলের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের অধীন, উক্তপ্রকার মুক্তগণ সেরূপ দেবগণের অধীন নহেন। আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়সমূহের দীপ্তিদাতা। সেজন্য তাঁহারা ক্রমে শ্রবণ, ত্বচ, চক্ষু, রসনা ও নাসিকার অধিপতি। তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হওয়াতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির অনুভব হয়। সুতরাং উক্ত দেবগণ শরীরের অধিপতি বলিয়া উক্ত হন। কিন্তু এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, দেবস্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি বিষ্ণুপদবাসী স্বর্গীয় মুক্তাত্মাগণের তাদৃশ কোন অধিপতি নাই। তাঁহারা বাহ্য-ইন্দ্রিয় বিহীন ও অনন্যাধিপতি। তাঁহাদের উপাসনা ও যোগসাধনের এতই প্রভাব যে, তদ্দারা তাঁহারা বাহ্য ইন্দ্রিয় ও স্থূল দেহকে তদীয় বীজভূমি মনেতে আকর্ষণ বা বিলীন করিয়া রাখিতে পারেন। তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বা ইন্দ্রিয়দিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল তাঁহাদের উপরি আধিপত্য করিতে পারে না। ফলতঃ মূঢ়েরাই স্থূল ও বাহ্যের অধীন। উপাসক ও যোগীগণ স্থূল ও বহির্ব্যাপার দমনপূর্ব্বক সূক্ষ্ম ও অন্তরের সেবা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মনই ইন্দ্রিয় ও দেহাদির উৎস-স্থান। মন হইতেই তৎসমস্ত আবির্ভূত হয়। আবির্ভূত হইয়া স্থূল ও বাহ্য-রাজ্যে কার্য্য করে। শক্তিক্ষয়ে কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের পতন হয়। আবির্ভূত দেহ বহিরিন্দ্রিয়গণের সহ মৃত্যু লাভ করে। মৃত্যুর পর মন কিন্তু থামিবার নহে। মন অভিনব বহিরিন্দ্রিয়সৌষ্ঠব দেহ প্রকটিত করিয়া থাকে। যোগী ও উপাসকগণ ঐ তত্ত্ব দৃঢ়তররূপে বুঝিয়া অভ্যাসরূপ সাধন ও জ্ঞানসহকৃত উপাসনাদ্বারা সেই মনকে বশে আনয়ন করেন। তাঁহাদের বশীভূত মন, স্বীয় দেহ, ইন্দ্রিয় ও তাহাদের দীপ্তিদাতা দেবগণকে তুচ্ছ করিয়া থাকে এবং সেই মন স্বয়ং যোগবলপরিপুষ্ট-সংকল্পের আধাররূপে অবস্থিতি করে মাত্র। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাদৃশ বাহ্য-

ইন্দ্রিয়বিহীন, অধিপতিবিহীন, সুতরাং বহিঃসাধননিরপেক্ষ অবস্থায় তাঁহারা কিরূপে স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করেন? ইহার উত্তরে কহিলেন, "সঙ্কল্পাদেব" ইত্যাদি। কেবল সঙ্কল্পদ্বারাই সেরূপ আনন্দ ভোগ করেন। যোগ ও উপাসনাপ্রসাদে তাঁহাদের "সংকল্পশক্তি" বা "ইচ্ছাশক্তি" এতই প্রভাবসম্পন্ন যে তাহাদ্বারা তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার আনন্দভোগই করিতে পারেন।

৬৯। তাঁহারা, তাদৃশ অমোঘ-ফলোপধায়িনী ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে, দেহ ধারণ ও দেহ সংহরণ করিতে পারেন; পরলোক-গত পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণকে দর্শন, তাঁহাদের সহ কথোপকথন এবং তাঁহাদের পবিত্র সহবাস-জনিত পবিত্রা-নন্দ উপভোগ করিতে পারেন। তাঁহাদের তাদৃশ দেহ ধারণ ঐচ্ছিক মাত্র। সে দেহ, কর্ম্মনিবন্ধন-অনৈচ্ছিক, অথবা ভাবি বন্ধনের হেতু নহে। এ সকল কারণে, শাস্ত্রে কোথাও তাঁহাদের দেহের অসদ্ভাব কোথাও বা সদ্ভাব উক্ত হইয়াছে। এই বিকল্প শ্রবণে ব্যাসদেব মীমাংসা করিয়াছেন যে, "দ্বাদশাহবদুভয়বিধং" ইত্যাদি। যেমন একই "দ্বাদশাহ" শব্দ শ্রুতিতে যজ্ঞবিশেষকে বুঝায় এবং দ্বাদশ দিবসকেও বুঝায়, সেইরূপ একই সগুণ-মুক্ত ব্রহ্ম-লোকাদিবাসী বা বিষ্ণুপদবাসী মহাত্মার সম্বন্ধে সেই ঐচ্ছিক দেহের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব উভয়বিধ অবস্থাই সংলগ্ন হয়। তন্মধ্যে "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপদ্যতে" যখন সেই দেহকে তিনি উপসংহরণ করেন তখন কেবল মানসে রমণ করেন। ইহকালে আমাদের স্থূলদেহ শয্যাতে শয়িত থাকিলেও আমরা যেমন লোকের অদৃশ্যভাবে স্বপ্নে বিষয়ভোগ করি, সেইরূপ উক্ত মহাত্মারা দেহব্যতীতও যোগ-সম্পাদ্য ঐশ্বর্য্য বা কোন না কোন প্রকার আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। তাদৃশ ভোগসাধনে তাঁহারা সিদ্ধ। সুতরাং স্বপ্নের যে অলীকাংশ তাহা উক্ত সম্ভোগরূপ দার্ষ্টান্তিকে যোজিত হয় নাই।

পক্ষান্তরে কোন স্বর্গীয় মহাত্মা প্রাগুক্ত প্রকার ইচ্ছা-সম্পন্ন দেহ ধারণ করিলে যেরূপে ভোগাদি করেন তৎসম্বন্ধে ব্যাস লিখিয়াছেন, "ভাবে জাগ্রদ্বৎ।" সেরূপ দেহ-সদ্ভাবাবস্থায় তিনি জাগ্রত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমানবিষয়ভোগের ন্যায় ব্রহ্মানন্দ ও স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন।

৭০। এসম্বন্ধে বেদান্তাধিকরণমালায় আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "(অর্চ্চিরাদিমার্গেন ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তস্য) একস্যাপি পুরুষস্য কালভেদেন তৌ (দেহভাবাভাবৌ) ব্যবস্থিতৌ যদা দেহ-মিচ্ছতি তদা সংকল্পেন দেহং সৃষ্ট্বা তত্রাবস্থিতো জাগ্রদ্দশায়া-মিব ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে। যদা দেহং নেচ্ছতি তদা সংকল্পেন তমেব দেহমুপসংহৃত্য স্বপ্নদশায়ামিব মনসৈব ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে। তস্মা-দেকস্যাপি পুরুষস্য ঐচ্ছিকৌ দেহভাবাভাবাবিতি॥"

ইহার অর্থ এই যে, অর্চ্চিরাদি মার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত প্রত্যেক পুরুষের সম্বন্ধেই কালভেদে দেহের সদ্ভাব ও অভাব ব্যব-স্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কোন একজন পুরুষের সর্ব্বদা দেহ থাকে এবং কোন একজনের একেবারেই দেহের অভাব থাকে এমত নহে। এইজন্য একই পুরুষের সম্বন্ধে কালভেদে উভয়-বিধ সম্ভব কহিয়াছেন। তাদৃশ মহাপুরুষ যখন দেহ ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় অব্যর্থ সঙ্কল্প-শক্তি দ্বারা দেহ সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে অব-স্থিতি করিয়া জাগ্রদ্দশার ন্যায় ভোগাদি করেন। আর যখন দেহ ইচ্ছা করেন না তখন সঙ্কল্পশক্তিদ্বারা সেই দেহ উপ-সংহৃতপূর্ব্বক স্বপ্নদশার অনুরূপ কেবল মনেতেই আনন্দ ভোগ করেন। এইরূপে একই পুরুষের সম্বন্ধে কখন ঐচ্ছিক দেহের সদ্ভাব কখন বা অসদ্ভাব হইয়া থাকে।

৭১। উপরি উক্ত স্বর্গবাসী মহাত্মাগণের স্বর্গীয় সুখভোগ-সম্বন্ধে উক্ত আচার্য্যেরা আরো বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। যথা,

"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তীত্যাদিনা পিতৃমাতৃভ্রাতৃগন্ধমাল্যাদিভোগ্যসৃষ্টৌ সঙ্কল্পস্য সাধনত্বমভিধায় এবকারেন বাহ্যহেতুং নিরাচষ্টে। নচ সঙ্কল্পকার্য্যাণামাশামোদক সমানত্বং শঙ্কনীয়ং। উপার্জ্জিতমোদকসমানত্বস্যাপি সঙ্কল্পয়িতুং শক্যত্বাৎ সঙ্কল্পশক্তেরুপাসনাপ্রসাদেন নিরঙ্কুশত্বাৎ। তস্মাৎ সঙ্কল্পএব ভোগ্যসৃষ্টৌ হেতুঃ।" উত্তরমার্গগামী কোন মহাত্মা যদি পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণের সহবাসানন্দ এবং গন্ধমাল্যাদি কাম্যবস্তু ভোগের কামনা করেন, তাহা হইলে একমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য বহিঃসাধনের অপেক্ষা থাকে না। তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ এই, "সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি। জ্ঞানীর সঙ্কল্পমাত্রে পিতৃ প্রভৃতি আবির্ভূত হন। অতএব শ্রুতিতে কেবল সঙ্কল্পেরই কার্য্যকারিতা উক্ত হওয়ায় একমাত্র তাহাই উক্ত প্রকার মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধে ভোগ্যসৃষ্টির কারণ। লৌকিক ভোগসাধনের ন্যায় কোনরূপ বাহ্য কারণ অপেক্ষিত নহে। এই প্রকার সঙ্কল্পপ্রভাব যে আশা-মোদক-সমান অলীক এমন আশঙ্কা করা যায় না। কেননা তাঁহাদের উপাসনাপ্রসাদে সেরূপ সঙ্কল্প-শক্তি নিরঙ্কুশ। তজ্জন্য তাহা সত্য-মোদকের ন্যায় ফলদায়ক। একমাত্র সঙ্কল্পই স্বর্গীয় ভোগ্যসৃষ্টির হেতু।

৭২। মহর্ষি ব্যাস ও আচার্য্যগণের এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বেদমূলক। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে শেষাধ্যায়ে উহার মূল শ্রুতিসমূহ আছে। উক্ত সমুদয় শ্রুতিই সগুণ। ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ। কিন্তু অপরিপক্ক জ্ঞানী তাঁহাকে সবিশেষ ও সগুণরূপে গ্রহণ করেন। শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত এই যে, নির্ব্বিশেষদর্শী ব্রহ্মজ্ঞের এইখানেই ব্রহ্মলাভ হয়। তাঁহাকে উপাসক ও যোগীদিগের ন্যায় তেজ-পথদ্বারা উত্তর-স্বর্গে গিয়া ক্রমমুক্তির ভজনা

করিতে হয় না এবং তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারনিবন্ধন ভোগ্যোপ-ভোগের সঙ্কল্পও হয় না। কিন্তু যোগী ও সগুণোপাসকের মনে যোগসম্পৎকামনা, উপাস্য ও উপাসক-বুদ্ধি, এবং গম্য ও গন্তা, দাতা ও প্রাপ্তা প্রভৃতি দ্বৈতজ্ঞান থাকায় তাঁহাদের উত্তর-মার্গে গতি হয়। নির্গুণ মোক্ষ হয় না।

ফলতঃ যদিও তাঁহারা সাক্ষাৎ মোক্ষ-লাভ না করুন, কিন্তু যৎপরিমাণে উপাসনা, অতিথি, মৌনব্রত, উপবাস এবং আরণ্য-ধর্ম্মের সেবা করেন, তৎপরিমাণে তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য সুসিদ্ধ হয়। তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্য ও যোগাচারপ্রভাবে হৃদয়াভ্যন্তরে তাঁহারা ব্রহ্মকে সগুণরূপে দর্শন পান। অতএব উক্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ইহকালেই তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করেন। তাহাতে উপাসনা ও যোগপ্রভাবে তাঁহাদের মানসে প্রভূত ক্ষমতা জন্মে। যোগ ও মানসিক সঙ্কল্পদ্বারা এখানেও তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার শুভ বাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন। যে সকল মৃত ও জীবিত স্বজন বন্ধুবর্গকে তাঁহারা দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন এবং অশন বসন পানীয় প্রভৃতি যে সকল ভোগ্যবস্তু লাভ করিতে চাহেন তৎ-সমস্তই যোগ ও সঙ্কল্পপ্রভাবে প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ইহলোকে হৃদয়ধামে উক্ত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন তাঁহারাই দেহান্তে ব্রহ্ম-স্বর্গের অধিকারী হন। তাঁহাদের সঙ্কল্প সর্ব্বলোকেই সিদ্ধ হয়।

তাঁহারা মৃত্যুকালে সুষুম্না নাড়িতে ব্যাপ্ত সূর্য্যকিরণরূপ পথদ্বারা ঊর্দ্ধ স্বর্গে আরোহণ করেন। ঐ পথ অজ্ঞানীর পক্ষে রুদ্ধ। ব্রহ্ম-চারী, উপাসক ও সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানিরা উহা দ্বারা পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করেন। তাঁহারা অমৃত ভবনে গিয়া সঙ্কল্পশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাদৃশ যোগীগণ ইহকালেও সে শক্তির কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন বিবরণ প্রদান করা বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। আমি ইতিপূর্ব্বে "সঙ্কল্পাদেব"

এবং "দ্বাদশাহবৎ" প্রভৃতি যে সকল বেদান্তসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও "সগুণ ব্রহ্মবিৎ মহাত্মাগণের দেহ হইতে উৎক্রান্তির পর উত্তরা গতিস্বরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি" বিষয়ক প্রকরণের অন্তর্গত। সুতরাং "সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" প্রভৃতি ছান্দোগ্য-উপনিষদের বচনসমূহ তথা কেবল পরলোকগত সগুণোপাসকদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। সে সমস্ত বচন, নির্গুণোপাসক, জীবিত-যোগী, অথবা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণরূপ বিদেহ-মোক্ষপ্রাপ্ত জনের পক্ষে উক্ত প্রকরণে গৃহীত হয় নাই।

এক্ষেত্রে ঐ সকল বচনের তাৎপর্য্য এই যে, পরলোকগত সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্কল্প সমুদয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তিনি যদি প্রাচীন স্নেহ নিমিত্ত অথবা স্বভাববশতঃ পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ, স্বস্থ, পত্নী, সখা, গন্ধমাল্য, অন্নপান, গীতবাদিত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সম্মিলন ও ভোগ্যসমূহের সংযোগ ইচ্ছা করেন তবে অবিলম্বে তাহা সেই ইচ্ছাশক্তিরই প্রভাবে লাভ করেন। তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই আত্মীয় স্বজন সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হন। এবং যখন তিনি তাদৃশ সম্মিলনের ইচ্ছাকে সংবৃত করেন তখন তাঁহারাও অন্তর্হ্ত হন।

৭৩। এতাদৃশ সম্ভোগ, সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। তাহার মূলে স্নেহ থাকিলেও ক্রমমুক্তিভাগী মহাত্মার পক্ষে তাহা জ্ঞানদগ্ধ প্রারব্ধবৎ অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ। এজন্য শারীরকে কহিয়াছেন, "অনাবৃত্তি শব্দাৎ" অর্থাৎ তাদৃশ মুক্তগণের আর জন্ম হয় না।

বেদান্ত ও পুরাণ উভয়েই এ মুক্তিকে সামীপ্য বলেন। তদ্বিবরণ ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। ব্রহ্মলোকের বিনাশে এ মুক্তির উর্দ্ধ পরম মোক্ষ লাভ হয়। তাহাকেই নির্ব্বাণ বলে। ব্রহ্মলোকে না গিয়াও নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইতে পারে। সে কথা পরে উক্ত হইবে। ফলে ব্রহ্মলোকবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা

তল্লোকে বাস লাভ করেন, জ্ঞান বা উপাসনায় নহে, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়। এই শেষোক্ত মুক্তিই সালোক্য। তল্লোকে বাস-পূর্ব্বক তাহা ভোগ হয় মাত্র। নতুবা তাহা ক্রমমুক্তির সোপান নহে। এতাবতা "দেবস্বর্গ" ও মহর্ল্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোকে বিভক্ত "ব্রহ্মভুবন" বা "বিষ্ণুপদের" বিবরণের সহিত উত্তরমার্গের সংবাদ সমাপ্ত হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

নির্গুণ-মুক্তি।

৭৪। পূর্ব্বাধ্যায়ে যে সগুণ-মুক্তির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সাক্ষাৎ মোক্ষ নহে। তাহা সর্ব্বোর্দ্ধ স্বর্গ-ভোগ মাত্র। তাহা বিধিবিহিত উপনিষৎপাঠ, শাণ্ডিল্যবিদ্যার সাধন, সন্ন্যাস, যোগাচার বা নিষ্কাম যজ্ঞ বন্দনার ফল; কিন্তু তাহা ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ সহকৃত প্রকৃতি ত্যাগরূপ কৈবল্য বা ব্রহ্মৈকাত্মজ্ঞানরূপ স্বরূপাবস্থান নহে। সগুণমুক্তি অবস্থার স্বর্গভোগ প্রকৃতির সুসূক্ষ্ম, সুপবিত্র, আনন্দজনন, বিরজ, বিমল, দীর্ঘস্থায়ী, সুশোভন, সুভোগ্য ফলরাজ্য মাত্র। সে ফলরাজ্য কোটি-কল্প স্থায়ী হইলেও বিধ্বংসমান। পরমার্থজ্ঞানদৃষ্টিতে পুত্রকন্যাপরিবৃত ইহ-সংসার যেমন অনিত্য, অদ্য তাহারা যেমন বিকশিত মালঞ্চের ন্যায় গৃহোদ্যানকে শোভাময় করে, কল্য গলিত স্খলিত হইয়া কোথায় চলিয়া যায়, সেইরূপ পারলৌকিক সংসারস্বরূপ স্বর্গরাজ্যও অনিত্য। কেননা তাহা মহামায়াস্বরূপিণী প্রকৃতির উৎকৃষ্ট পরিণাম মাত্র।

অতএব সগুণমুক্তির অবস্থায় যে স্বর্গবাস ও স্বর্গীয় সম্পৎ সম্ভোগ হয়, তাহা অনিত্য এবং নির্গুণ-মুক্তির তুলনায় হীনসুখ মাত্র। কিন্তু সে অবস্থায় ক্রমে ক্রমে যে সকল উন্নতিশীল মোক্ষানুকূল-জ্ঞান, চিত্তকে অধিকার করে তাহাই উপাদেয়। নতুবা সগুণ-মুক্তির স্বর্গভোগাংশ কেবল মায়িক। তৎকালে মুক্তদিগের যে সঙ্কল্প বিকল্প উদিত হয় তাহা মানসব্যাপার মাত্র। মন, সূক্ষ্মদেহের প্রধান অঙ্গ। সঙ্কল্পমাত্র তদবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম কলেবর অবশ্যই

কার্য্যে পরিণত হয়। সে সমস্ত আবির্ভাবই প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা। আমাদের জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতে আমাদের মানসক্ষেত্রে তাঁহারই অধিকার। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যসৃষ্টি অদৃশ্য হইয়া গেলেও তিনি মানস-গগনে সুরপুরী ও গন্ধর্ব্বনগরী রচনা করিতে পারেন, মাতৃক্রোড়-ত্যক্ত মৃত পুত্রকে পুনঃ মাতৃক্রোড়ে স্থাপন করিতে পারেন, মৃত পিতামাতাকে দর্শন করাইতে পারেন। তাঁহার সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের যে ভাগ যিনি চিত্তক্ষেত্রে উপার্জ্জন করেন তাঁহাকে তিনি সেই ভাবে আশ্রয় করেন। জাগ্রত স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই তাঁহার সেই প্রভাব প্রকাশ পায়। নিদ্রাতে শরীর অভিভূত হইলেও যেমন তিনি জীবকে স্বপ্নরাজ্যে ও স্বপ্নদেহে লইয়া উপস্থিত করেন, সেইরূপ মহানিদ্রারূপ মৃত্যুতে শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহাকে যথাসঙ্কল্পিত-লোকে উপযুক্ত দেহ সহকারে লইয়া যান। শ্রুতি, "যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি, বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামান্" ইত্যাদি। মনুষ্য, মনেতে যে যে লোক সঙ্কল্প করেন, ও বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি যাহা কামনা করেন তাঁহারা সেই সকল লোক ও তদনুরূপ কাম্যবিষয় লাভ করেন। "কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ সকামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।" বাসনা-বিশিষ্ট ব্যক্তি যে কামনা করেন তিনি সেইরূপ কামনা ভোগার্থ সেইরূপ লোকেই উপস্থিত হন। গীতা, "যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ। তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥" যদি সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মানবের মৃত্যু হয়, তবে তিনি অমল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। বাসনা-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিরই এই সমস্ত প্রভাব। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বাসনা নিবৃত্ত হইলে সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতির মায়া অনুভূত হয়। আমরা জাগ্রদবস্থায় যেমন স্বপ্নদেহকে মিথ্যা বলি, সেইরূপ পর-

মার্থ-জ্ঞানে জাগ্রত হইলে সমস্ত জন্ম-জন্মান্তর ও লোক-লোকান্তর ভ্রমণরূপ বৃহৎ সংসারব্যাপার স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই ভূলোক অবধি ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুপদপর্য্যন্ত সমুদয়ই সংসারশব্দের বাচ্য। উহার যেখানে যতই সুখভোগ হউক সমুদয়ই সংসারাবস্থা। উহার মধ্যে থাকিলে জীবের সুখের প্রতি অনুরাগ ও অসুখের প্রতি দ্বেষ থাকিবেই। কিন্তু জাগ্রতকালে স্বপ্নদৃষ্ট সুখভোগাদি যেমন কোন কার্য্যে আসে না ও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে ঐ সকল সংসারাবস্থা মিথ্যা, অকিঞ্চিৎকর ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া যায়। "সংসারস্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ। স্বকালে সত্যবদ্ভাতি, প্রবোধে-হসত্যবদ্ভবেৎ"। (আত্মবোধে)। ভূলোকাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই সংসাররাজ্য স্বপ্নেরই তুল্য। স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্নের ভোগ যেমন সত্যবোধ হয়, সেইরূপ ঐ দীর্ঘ সংসারাবস্থায়, জীব, পার্থিব ও স্বর্গীয় সর্ব্বপ্রকার ভোগকেই সত্য মনে করেন। কিন্তু স্বপ্ন হইতে প্রবোধিত হইলে স্বপ্নের ঘটনাকে যেমন অসত্য বলিয়া বুঝেন, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবোধিত হইলে ভূলোকাবধি ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত সমগ্র সংসারকে স্বপ্নবৎ মায়াব্যাপার বলিয়া জানিতে পারেন। অতএব ব্রহ্মলোকের সুখও স্বপ্ন। কিন্তু একেবারে অলীক নহে। "নাস্তি" শব্দের বাচ্য নহে। স্বপ্নে যেমন সত্যরূপে কাশ্মীরের কুসুমকাননে ভ্রমণ ও তথাকার বিচিত্র শোভা দর্শন করা যাইতে পারে, সেইরূপ পরলোকপ্রস্থ সাধু, ব্রহ্মলোকের স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। তাহা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক নহে। তাহা সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাহি। তবে কিরূপ সত্য? না, সত্য-স্বপ্নদৃশ্যবৎ মায়াসম্ভোগমাত্র।

শাস্ত্রে তাদৃশ স্বর্গভোগের ব্যবস্থা আছে। আশঙ্কা হইয়াছিল ঐ ব্যবস্থা স্তুত্যর্থবাদ কি না—আশামোদক সদৃশ মিথ্যা কি না।

পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহা নহে। উহা সত্য। কিন্তু কিরূপ সত্য? পারমার্থিক জ্ঞানে কহিয়া দিবে যে, স্বপ্নভোগবৎ স্বর্গের সুখ-সম্ভোগ ভোগকালে সত্যরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রবোধে তাহার অসত্যতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ঐ স্বর্গসুখ-ভোগ, যোগ ও সঙ্কল্পবলে পিতৃমাতৃদর্শন, এবং কোটি কোটি জন্মের পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধুদিগের স্নেহমমতা যাহা ভোগাবস্থায় সত্য-মোদকতুল্য বোধ হয়, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা হইয়া যায়। তখন "আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং মায়ায়াং কল্পিতং জগৎ।" ব্রহ্মলোক হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ যে মায়াদ্বারা কল্পিত এই বাক্যার্থই স্ফূর্ত্তি পায়।

এতাবতা সগুণ-মুক্তদিগের স্বর্গভোগ মায়াকল্পনামাত্র। কেবল ব্রহ্মই সত্য। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, স্বর্গনরক, জন্মজন্মান্তর সমস্তই স্বপ্নাধিকার। জাগরণ ব্যতীত, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের অতি-ক্রান্ত অধ্যাত্মযোগ ব্যতীত, সেই ব্রহ্মরূপ সত্যের অধিকারে, সেই মায়াময় প্রকৃতি-রাজ্যের পরপারে, উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। যেপর্য্যন্ত না জীব ব্রহ্মজ্ঞানে জাগরিত হইবেন, সে পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃতি মাতার ক্রোড়ে স্বপ্নপ্রস্থ। সে পর্য্যন্ত প্রকৃতি-বিরচিত বাসনার উচ্ছ্বাস, আশার দাসত্ব, সুখের কামনা, দুঃখের যন্ত্রণা। সে পর্য্যন্ত জয় ও মঙ্গলার্থ মহামায়ার পূজা, দেবযজ্ঞ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন। সে পর্য্যন্ত শিরশিখা ও যজ্ঞসূত্র ধারণ। সে পর্য্যন্ত বর্ণাভিমান, বংশাভিমান, ধর্ম্মাভিমান। সে পর্য্যন্ত আমার সংসার, আমার পরিবার এবং আমিত্বাভিমান। সে পর্য্যন্ত স্বর্গাদিভোগ এবং বিচ্ছিন্ন মাতৃ পিতৃ পুত্র ভার্য্যা প্রভৃতির পুনঃসম্মিলন কামনা। সে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার আশার কথঞ্চিৎ সাফল্য। আবার ভগ্নাশা জন্যও যন্ত্রণার একশেষ। কিন্তু যখন সেই মাতৃক্রোড়ের অকি-ঞ্চিৎকর ও অনিত্য সম্ভোগ শেষ হয়, অথবা যখন বেদান্তবিজ্ঞান-

বলে বা ব্রহ্মদর্শন জন্য তৎপ্রতি হেয়ত্ব বোধ জন্মে, তখনই জীবের সন্ন্যাস সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখন বাসনা নিবৃত্তি সহকারে স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্ম, শিখা, সূত্র, জাত্যভিমান, সংসারাভিমান, পুত্র ভার্য্যা প্রভৃতির স্নেহ এবং স্বর্গভোগাশা সমস্তই স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া বোধ জন্মে।

৭৫। যে মহাত্মা এই পৃথিবীতে উক্ত স্বপ্নাধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানাধিকারে জাগ্রত হন তিনি জীবন্মুক্ত শব্দের বাচ্য। তিনি বেদান্তবিজ্ঞানবিৎ এবং সন্ন্যাসী। তিনি সংসার ও পরিবারের মধ্যে থাকিলেও সন্ন্যাসী। তিনি ঈশ্বরার্থে সংসার পালন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বার্থ নাই। তিনি একমাত্র ব্রহ্মরূপ সুধার্ণবে নিমগ্ন। তাঁহার হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হইয়াছে, সর্ব্বসংশয়চ্ছেদ হইয়াছে এবং শুভাশুভকর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে। যদিও তিনি প্রারব্ধ জন্য রক্ত মাংস বিষ্ঠামূত্রাদির আধাররূপ শরীরকে বহন করেন, যদিও আন্ধ্য মান্দ্য অপটুত্বাদির আশ্রয়রূপ ইন্দ্রিয়গণের অধীন হইয়া বিচরণ করেন এবং অশনা পিপাসা শোক মোহাদির আকররূপ অন্তঃকরণদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাকৃত জ্ঞানাবিরোধী প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ভোগ করেন, কিন্তু তিনি জানেন এই জগৎ পরমার্থ সত্যবস্তু নহে। "সচক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণোঽকর্ণ ইব, সমনা অমনা ইব, সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব।" শ্রুতি কহেন যে, তিনি বাহ্যবস্তুতে চক্ষু থাকিয়াও চক্ষুহীন, কর্ণ থাকিয়াও কর্ণহীন, মন সত্ত্বেও মনোরহিত, এবং প্রাণসত্ত্বেও প্রাণ রহিত। কেননা তিনি স্বার্থশূন্য। স্বার্থমাখা বিষয়ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত শূন্য-ক্ষেত্র, নিশার অন্ধকারবৎ এবং নির্লিপ্ত, কিন্তু ভগবৎপ্রীতি ও তৎপ্রিয়কার্য্য সম্বন্ধে তাহা পরিপূর্ণ ও দিবালোক-সমুজ্জ্বলিত। "সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যোন পশ্যতি, দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ। তথাপি কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ-

নিশ্চয়ঃ ॥" এইরূপে যে উদাসীন পুরুষ জাগ্রত থাকিয়াও বাহ্য বিষয়ে নিদ্রিত থাকেন এবং জগতের সর্ব্বপদার্থে ও সর্ব্বকর্ম্মে যিনি একই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন, আর বাহ্য কর্ম্ম করিয়াও যিনি ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি জন্য এবং অহঙ্কার ও স্বার্থত্যাগ হেতু অন্তঃ-করণে নিষ্ক্রিয় তিনিই জীবন্মুক্ত। তদ্ভিন্ন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে ইহা নিশ্চয়।

জীবন্মুক্ত পুরুষগণের পাপপুণ্য সম্বন্ধে শারীরক দর্শনে কথিত হইয়াছে যে, "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপ-দেশাৎ" ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানীর উত্তর পূর্ব্ব পাপের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে,পুণ্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকে কি না? ইহার উত্তরে এই সূত্র আছে—"ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু।" পাপের ন্যায় পুণ্যের সম্বন্ধও থাকে না। কেননা শুভাশুভবাসনা বিগত হওয়ায় "পুণ্যপাপয়োরুভয়োর্জ্ঞানিনাং সমমেব।" জ্ঞানীগণের সম্বন্ধে পুণ্যপাপ উভয়ই সমান। "তস্মাৎ পাপবৎ পুণ্যেনাপি ন লিপ্যতে জ্ঞানীতি।" অতএব জ্ঞানীর পক্ষে যেমন পাপ-সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ পুণ্যসম্বন্ধও থাকে না। এস্থলে পুনশ্চ এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, যদি জীবন্মুক্ত পুরুষের পাপপুণ্য না থাকিল তবে জ্ঞানের উত্তরকালে তাঁহার শরীর থাকা অসম্ভব। কেননা, কিয়ৎ পরিমাণ পাপপুণ্যভোগার্থই শরীর ধারণ হইয়া থাকে। অতএব যে পরিমাণ পাপপুণ্য-ভোগজন্য শরীর আরব্ধ হইয়াছে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবামাত্রে কি সে পাপপুণ্যও নষ্ট হয়? তাহা হইলে তাদৃশ প্রারব্ধ-পাপপুণ্যের কার্য্যস্বরূপ এই ব্যবহারিক শরীরও কি জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয়? ইহার উত্তরে সূত্রেতে কহিলেন, "অনারব্ধ কার্য্যে এবতু পূর্ব্বে তদবধেঃ।" কেবল অনারব্ধ পাপপুণ্য যাহাকে সঞ্চিত পাপ-পুণ্য কহে তাহারই নাশ হয়; কিন্তু যে পরিমাণ পাপপুণ্যের

সহিত শরীর ধারণ হইয়াছে, যাহাকে "প্রারব্ধ" কহে, জ্ঞানদ্বারা তাহার নাশ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত "ইষু চক্রাদিবৎ।" ধানুকী, বাণ পরিত্যাগ করিলে যেমন সে বাণকে ফিরাইয়া লইতে পারে না, সে বাণ যেমন তখন স্বীয় কার্য্য সাধন করিবেই; এবং কুলাল স্বীয় চক্রকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও সে চক্র যেমন স্বীয় বেগে ঘুরিবে; সেইরূপ জীব যে পরিমাণ পাপপুণ্য ভোগার্থ শরীরধারণ করেন, সে শরীরধারণের অন্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও আর সে প্রারব্ধ-ঘটিত দেহকে ক্ষান্ত করিতে ক্ষমবান হন না। যে পাপপুণ্য ভোগার্থ সে দেহ ধারণ করিয়াছেন, সে দেহ থাকা পর্য্যন্ত, সে পাপপুণ্য অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। তবে তাঁহার উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা তাঁহার অনারব্ধ পূর্ব্বসঞ্চিত পাপপুণ্য নিঃশেষে বিনষ্ট হয় এবং তিনি জীবনের অবশিষ্টকালে যে সকল কার্য্য করেন তাহাতে সঙ্কল্প, স্বার্থ, ফলাভিসন্ধি না থাকায় অথবা সে সমস্ত কার্য্য পরব্রহ্মে সমর্পিত হওয়ায়, তদ্দ্বারা তাঁহার কোন অভিনব পাপপুণ্যও জন্মে না। সুতরাং সে জীবনান্তে তাঁহার আর দেহধারণের সম্ভব থাকে না। তাঁহার প্রারব্ধ-পাপপুণ্য তাঁহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে সুখদুঃখে নীয়মান করে। ফলে যেমন ভর্জিত বীজ অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয় সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ সে প্রারব্ধ আর ভাবি-দেহ ধারণার্থ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সুতরাং তাহার বন্ধকত্ব নাহি।

এস্থলে গীতায় কহেন, "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" হে অর্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি, সকল কর্ম্মই ভস্ম করে। স্বামী কহেন, "জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি, "প্রারব্ধ" ব্যতিরিক্ত সর্ব্ব

কর্ম্মকে নষ্ট করে। জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত তাবৎ পাপপুণ্য বিনাশ পায় এবং অভিনব পাপপুণ্যও নিবারিত হয়। কেবল প্রারব্ধমাত্র নির্বীজরূপে জ্ঞানীকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানীর পক্ষে যেমন পাপ-ভোগার্থ নরক নাই, সেইরূপ পুণ্যফলভোগার্থ স্বর্গ নাই এবং পুনর্জন্মও নাই। মৃত্যুর পর শুক্ল কৃষ্ণ কোন মার্গে তাঁহার গমন হয় না। তাঁহার কারণশরীররূপ প্রকৃতি-বীজ অথবা তাঁহার সূক্ষ্মদেহরূপ গর্ব্ভাঙ্কুর তাঁহার পরলোক-ভোগার্থ কোন প্রকার কার্য্যোপযোগী শরীর উৎপন্ন করে না। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামায়েস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোমৃত-ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" (শ্রুতি) মর্ত্ত্য মানব যখন হৃদয়-আশ্রিত কামনা সকল হইতে মুক্ত হন তখন তিনি সর্ব্ব বন্ধনের উপশম হেতু এই-খানেই ব্রহ্মকে লাভ করেন। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রাম-ণন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণ ও সূক্ষ্মদেহ তাঁহাকে স্বর্গাদি লোকে লইয়া যায় না। তিনি একেবারে এই-খানেই ব্রহ্মলাভ করেন।

৭৬। ফলতঃ জীবন্মুক্তি ব্যতীত মরণান্তে বিদেহমুক্তি সম্ভবে না। কেবল জীবন্মুক্ত পুরুষই মৃত্যুর পর একেবারে ব্রহ্মলাভে অধিকারী। তল্লাভ জন্য তাঁহাকে স্বর্গাদি লোকে গমন করিতে হয় না। কেননা কোন প্রকার আনন্দভোগের কামনা তাঁহার থাকে না। কেবল একমাত্র ব্রহ্মলাভেই তিনি পর্য্যাপ্তকাম হন। সেই ব্রহ্মলাভ তাঁহার পক্ষে কোন অভিনব ভোগ্যবস্তু লাভের ন্যায় নহে। "সম্পদ্যাবির্ভাব স্বেন শব্দাৎ।" (শাঃ সূঃ) ব্রহ্মরূপ পরম সম্পৎ হৃদয়ে ধরিয়া মানব জন্মগ্রহণ করেন। সংসারবাসনা নিবৃত্ত হইলেই তাহা লাভ হয়। "তস্মাৎ পুরাতনং বস্তু এব মুক্তিরূপমিতি।" (অঃ মাঃ) অতএব "মুক্তি" কোন অভিনব ভোগ্যফলের ন্যায় স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। তাহা লাভমাত্রে জীব

তাহাকে, স্বীয় সম্পৎরূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং মুক্তির স্বরূপ পুরাতন বস্তুর ন্যায়। তাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। শারীরকে আছে, "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" জীব যেমন সাংসারিক সুখকে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করেন এবং সে সকল সুখের আগম অপায় আছে, ব্রহ্মকে সেরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ জানিয়া ভোগ করেন না। তাঁহাকে আপনারই মুখ্য আত্মারূপে লাভ করেন। "তস্মাৎ মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নং" অতএব মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

৭৭। এপ্রকার কৈবল্যভাবসম্পন্ন যে জীবন্মুক্ত পুরুষ তিনি মৃত্যুর পর আর কোথায় গমন করিবেন? সুতরাং প্রারব্ধকৃত সুখ দুঃখ হইতে, রোগশোকের আশ্রয়স্বরূপ ত্রিবিধ দেহ হইতে চিরকালের মত বিমুক্ত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মরূপ পরম নিকেতনে প্রবেশ করেন। "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥" মুণ্ডক শ্রুতির এই বচনটী নির্গুণ মুক্তিকে প্রতিপন্ন করিতেছে। যাঁহারা বেদান্ত-বিজ্ঞানদ্বারা পরমাত্মারূপ পরমার্থকে সুনিশ্চয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুকালে ব্রহ্মরূপ পরমলোকে পরমামৃত লাভ করিয়া পরিমুক্ত হন। এস্থলে "ব্রহ্মলোক" শব্দে "সত্যলোক" নহে। যে "ব্রহ্মলোক" সত্যলোকবোধক তাহা ব্রহ্মার লোক, তাহা সগুণ-মুক্তদিগের স্বর্গলোকবিশেষ। তদ্বিষয়ে "তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে" প্রভৃতি স্বতন্ত্র বচন আছে। তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে উদ্ধৃত করা গিয়াছে। সে বচনে যে সকল ক্রিয়া ও আচরণের কথা আছে তাহা আশ্রমবিহিত আচারমাত্র। তথা "সূর্য্যদ্বারমার্গ" ও অব্যয়াত্মা-পুরুষের যে উল্লেখ আছে তাহা একমাত্র সত্যলোককেই প্রতিপন্ন করে। সে লোক ইহামুত্রফলভোগবিরাগী বেদান্তবিৎ ব্রহ্মজ্ঞের স্থান হইতে পারে না।

তাদৃশ বেদান্তবিৎ জ্ঞানীর পক্ষে কোন স্বতন্ত্র ভোগস্থান অপ্রয়োজনীয়। ব্রহ্ম স্বয়ংই তাঁহার আশ্রয়স্থান। ব্রহ্ম, সামান্যতঃ যেমন সমস্ত জগতের ও সর্ব্বজীবের আশ্রয়, ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেও মোক্ষাধিকারে যে সেইরূপ আশ্রয় এমন অভিপ্রায় নহে। তিনি, মায়াশক্তি দ্বারা আবৃতরূপে পৃথিব্যাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বসংসারের আশ্রয় কিন্তু মায়া-মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে তিনি সপ্রকাশ আনন্দনিকেতন। প্রাগুক্ত নির্গুণ-মুক্তিপ্রতিপাদক "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" শ্রুতির ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, এস্থলে "সন্ন্যাস" শব্দের অর্থ "সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগ" "ব্রহ্মলোক" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মই ব্রহ্মজ্ঞজনের পরমলোক" "পরান্তকাল" শব্দের অর্থ "দেহপরিত্যাগকাল," "পরামৃতা" শব্দের অর্থ "অমরণধর্ম্মী ব্রহ্মাত্মভাব।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা বেদান্তবেদ্য পরমাত্মাকে নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার আশ্রমবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন তাঁহারা দেহপাতকালে ব্রহ্মরূপ পরমধামে পরম অমৃত লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মাত্মভাবে জীবন্ত হইয়া পরিমুক্ত হন। "নদেশান্তরগন্তব্যমপেক্ষন্তে" তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্বর্গরূপ দেশান্তরে গমনের অপেক্ষা রাখেন না। প্রাকৃতিক জগতে তাঁহাদের আর কিছুমাত্র ভোগ্য অবশিষ্ট থাকে না। তাঁহারা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত প্রদীপের ন্যায়, ঘটবিনাশে ঘটাকাশের মহাকাশ লাভের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক উপাধি ও বাসনা হইতে নিবৃত্তি লাভ করেন। সংসার সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক ভোগাদি সম্বন্ধে, প্রকৃতি-পরিকল্পিত-গুণ সম্বন্ধে তাঁহারা নিবৃত্তি লাভ করেন, কিন্তু প্রাকৃতিকগুণগত-লক্ষণ হইতে বিলক্ষণ, প্রাকৃতিক সংযোগ হইতে বিলক্ষণ, সংসারধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্মরূপ পরমানন্দনিষ্পন্ন দেবদুর্ল্লভ কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। সেই কৈবল্যানন্দ দেশেতে পরিচ্ছিন্ন নহে। শঙ্কর

কহেন, "ব্রহ্মন্তু সমস্তত্বান্নদেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যং যদিহি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম স্যাৎ মূর্ত্তদ্রব্যবদাদ্যন্তবদন্যাশ্রিতং সাবয়বমনিত্যং কৃতকং চ স্যাৎ নত্বেবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈবদেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা।" ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বিধায় তিনি কোন এক দেশেতে পরিচ্ছিন্ন নহেন। ব্রহ্মলাভার্থ স্থানান্তরে যাইতে হয় না। যদি ব্রহ্মকে দেশপরিচ্ছিন্ন বল তাহা হইলে তিনি মূর্ত্তদ্রব্যের ন্যায়, আদ্যন্তবিশিষ্টের ন্যায়, অন্যাশ্রিতের ন্যায়, সাবয়বী, অনিত্য, ও কৃতবস্তুর ন্যায় হইবেন। কিন্তু ব্রহ্ম তদ্রূপ নহেন। অতএব তাঁহার প্রাপ্তি দেশপরিচ্ছিন্ন নহে। এইজন্য উক্ত হইয়াছে যে জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহান্তে এইখানেই তাঁহাকে লাভ করিয়া অমৃত হয়েন।

৭৮। তিনিই তাঁহার পরমলোক, তিনিই তাঁহার পরমগতি, তিনিই তাঁহার পরমধাম-বিষ্ণুপদ। জীবাত্মা সংসারাবস্থায় যেমন প্রকৃতিতে বিরচিত থাকেন, জীবন্মুক্ত অবস্থায় তিনি যেমন বাহিরে প্রারব্ধঘটিত দেহ বহন করেন, কিন্তু অন্তরে ব্রহ্মভাব ধারণ করেন, এই বিদেহ নির্গুণ মুক্তির অবস্থায় তিনি সেই প্রকার ব্রহ্মরূপ পরম কৈবল্য ধাতুদ্বারা সংগঠিত একমাত্র আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন। যেমন অগ্নিসংপৃক্ত লৌহ অগ্নিত্ব লাভ করে, সেইরূপ ব্রহ্মাভিমুখী জীব মোক্ষরূপ ব্রহ্মাত্মভাব প্রাপ্ত হন। আমরা সংসার ও প্রাকৃতিক গুণগত উপাধির মধ্যে থাকিয়া সেই বিদেহ ও নির্গুণমোক্ষের ভাব অনুমান করিতে পারি না। এমন কোন দৃষ্টান্ত আমরা সংসার মধ্যে পাই না যাহা সেই সংসারাতীত, ব্রহ্মপদপ্রবৃষ্ট, পরমামৃতরূপ, মায়াস্বপ্ন-প্রবোধিত মহাজাগ্রতরূপ অবস্থার প্রতি যোজনা করিতে পারি। সে পদ বেদের অগম্য, স্মৃতির অগম্য; দর্শনের অগম্য, বুদ্ধির অগম্য। সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, অনল তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। সুতরাং আমরা উপাধি সম্বন্ধে সেই

নির্ব্বাণ পদ, অথচ যে পদ পরমার্থসম্বন্ধে জাগ্রত, জীবন্ত, অমৃত, মোক্ষের অভিন্নস্বরূপ, সেই ব্রহ্মপদকে, ও তাহার আনন্দপূর্ণ পরম ভাবকে কি প্রকারে বুঝিব? নির্গুণমুক্তিকালে জীব, "নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন," অথচ "ব্রহ্ম হইয়া যান" শাস্ত্রের এই সকল সিদ্ধান্ত আমরা বুঝিতে অক্ষম। অক্ষম হইয়া শাস্ত্রকে কতই তিরস্কার করি, কখন নাস্তিক হই, পরকাল ও ঈশ্বর, ব্রহ্ম ও মোক্ষ স্বীকার করি না। কখনও বা "নির্ব্বাণমুক্তি" এবং "ব্রহ্মাত্মভাবরূপ মোক্ষ" এই দুই শাস্ত্রীয় বাক্যের পরিবর্ত্তে মোক্ষাবস্থাকে ভোগ-প্রদ স্বর্গীয় অবস্থামাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করি এবং তাহাকে কতই না প্রাকৃতিক বসন-ভূষণে, ফলে-ফুলে, মায়া-মমতায় সুশোভিত করিয়া থাকি! আমাদিগকে ধিক্ যে আমরা এইরূপে সংসাররূপ কাচ দ্বারা পরমার্থরূপ হীরকখণ্ডকে পরীক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করি না।

প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেহমোক্ষের ভাব প্রলয় অথবা সুষুপ্তির ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে। তাহা ভূলোকাবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত ঐহিক-পারত্রিক ভোগরাজ্যও নহে। স্বপ্নসুখ যে ভ্রম তাহা জাগরণে প্রতীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের উজ্জ্বল রাজ্যে জাগিয়া উঠিলে ঐহিক-জাগ্রতাবস্থা এবং পারত্রিক-স্বর্গাদি ভোগ উভয়কে সমভাবে ভ্রম বলিয়া ও সমভাবে স্বপ্নবৎ বোধ হয়। মোক্ষানন্দ, এ-প্রকার "নিদ্রার স্বপ্ন" "জাগ্রত স্বপ্ন" বা "স্বর্গীয়-স্বপ্নদর্শন" নহে। সে অবস্থা অনন্তজাগ্রত ও অমৃতময় জীবন্ত অবস্থা। সে অবস্থায় জীবের জীবত্বরূপ সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেও তিনি ব্রহ্মরূপ পরমধাতুবিরচিত আত্মস্বরূপে জাগ্রত ও জীবন্ত হইয়া উঠেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ সে মোক্ষের ভাব এইখানেই অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার লোকান্তরে গমন হয় না, তিনি এইখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। শারীরকে (৪ অঃ ২ পাঃ ইহার বিচার আছে) মৃত্যুর পরেও তাঁহার সে

ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ রহিত হয় না। তবে তখন প্রারব্ধঘটিত উপাধি সমস্ত না থাকায় তিনি কোন গুণগত লক্ষণের ব্যপদেশ্য থাকেন না। "ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি" তিনি ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিশেষতা লাভ করেন। তখন ব্রহ্মই তাঁহার বাসধাম, ব্রহ্মই তাঁহার গতিমুক্তি, ব্রহ্মই তাঁহার কর্ম্ম, ব্রহ্মই তাঁহার ধর্ম্ম, ব্রহ্মই তাঁহার আনন্দ, ব্রহ্মই তাঁহার চরিত্র, ধাতু, স্বভাব, ও স্বরূপ হন। ঠিক সেই প্রকার, যেমন এই সংসারে প্রকৃতিই আমাদের ধাম, প্রকৃতি আমাদের গতি, প্রকৃতিই আমাদের কর্ম্ম, ধর্ম্ম, সুখ, চরিত্র, ধাতু, স্বভাব ও আকৃতি হইয়া আছেন।

"অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" নির্গুণমুক্তিপ্রতিপাদক এই বেদান্ত-সূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "অবিভাগরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপে অবস্থিতি এবং আনন্দভোগ মুক্ত সকলে করেন, যেহেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে, যাহা যাহা ব্রহ্ম অনুভব করেন সেই সকল অনুভব মুক্তেরা দেহত্যাগ করিয়া করেন।" (রাঃ মোঃ রা)। এই সিদ্ধান্ত মুক্তির ভাবপক্ষপ্রতিপাদক। তাহার অভাব-পক্ষ-সম্বন্ধে সাংখ্যসূত্রকার মহর্ষি কপিল স্বীয় দর্শনের পঞ্চমাধ্যায়ে ৭৪ অবধি কতিপয় সূত্রে কহিয়াছেন যে, ভোগানন্দের উন্নতি, ব্রহ্ম-লোকে বাস, স্মৃতিভ্রংসতা, আত্ম-নির্ব্বাণ, এবং লয়রূপ মহাবিনাশ এ সমস্ত মুক্তি নহে। কেবল আত্মার, স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

৭৯। জীবাত্মার ঔপাধিক ও স্বরূপাবস্থা সম্বন্ধে বেদ বেদা-ন্তাদি শাস্ত্রে বিস্তর মীমাংসা আছে। শরীর ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি-বিশিষ্ট যে ঔপাধিক অবস্থা তাহার সম্বন্ধে মীমাংসা একরূপ; আর শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি হইতে ভিন্ন যে স্বরূপাবস্থা তাহার সম্বন্ধে মীমাংসা অন্যরূপ। ইহলোক অবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবাত্মার যত প্রকার গতি হয় তাহা সামান্যত ঔপাধিক বা সংসারাবস্থা। সে সব অবস্থায় জীবাত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম, সঙ্কল্পিত প্রভৃতি নানাবিধ

দেহ দ্বারা ও বিবিধ সুখ সম্ভোগ-দ্বারা লক্ষিত হন; কর্ম্মীরা সেই সব দেহ ও ফলভোগকেই অভিনন্দন করেন। তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারানুসারে এইরূপ বুঝেন যে,সেরূপ ফলভোগোপযোগী দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতীত জীবাত্মা স্বতন্ত্র কোন অবস্থায় থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন—যখন ব্রহ্মদর্শন হইলে সর্ব্বপ্রকার উপাধি ত্যাগ হয় তখন মোক্ষকালে দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিও থাকিতে পারে না। অতএব মৃত্যুর পর মুক্ত পুরুষের, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বিরহিত যে শুদ্ধ জীবাত্মা থাকেন তাহাই স্বরূপাবস্থা। সে অবস্থায় তাঁহাতে উপাধিজনিত জীবত্ব ব্যবহার থাকে না। এজন্য তখন তিনি কেবল নিরুপাধিক আত্মা শব্দে কথিত হন। কিন্তু স্বভাবতঃ জন্ম, কর্ম্ম, স্বর্গকামী কর্ম্মীদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর সেরূপ নিরুপাধিক আত্মা থাকেন না। তবে সোপাধিক জীবাত্মা থাকেন। সত্যলোক পর্য্যন্ত উত্থান ও তথাকার আনন্দভোগই তাঁহার চরমগতি ও পরম পদ।

৮০। কঠোপনিষদে নিরুপাধিক আত্মার সম্বন্ধে বিস্তর সিদ্ধান্ত আছে। স্থূলদেহের বিনাশরূপ মৃত্যুর পর জীবাত্মার ত্রিবিধ গতি হয়। ধূমমার্গ, অগ্নিমার্গ ও নির্গুণমুক্তি। তন্মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে ধূমমার্গস্থ পিতৃলোক ও ঊর্দ্ধ স্বর্গপ্রদ অগ্নির বিষয়ে অল্পমাত্র উক্তি আছে। শঙ্কর তাদৃশ অল্পমাত্র উক্তির এই কারণ প্রদর্শন করেন যে, "তাহার বিস্তারিত বিবরণ বিধি প্রতিষেধপ্রদ মন্ত্র ব্রাহ্মণে দ্রষ্টব্য।" কেবল নির্গুণমুক্তি বিষয়েই উক্ত উপনিষৎ শাস্ত্রে ভূরি বিচার দৃষ্ট হয়। শঙ্কর কহেন; "আত্মাতে যে সকল বিধি প্রতিষেধার্থ ক্রিয়া, কর্ত্তা, ও ফলবিষয়ক অধ্যারোপলক্ষণ, এবং সংসারবীজস্বরূপ স্বাভাবিক অজ্ঞানারোপ আছে, তাহার নিবৃত্তি জন্য ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপ লক্ষণশূন্য, আত্যন্তিক নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজন-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান-দান জন্য নির্গুণ শ্রুতির অভ্যুদয় হই-

য়াছে।" , নির্গুণশ্রুতিতেই প্রকাশ যে, নির্গুণমুক্তির অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন প্রকার দেহ না থাকিলেও আত্মা থাকেন। এই শেষোক্ত প্রকার আত্মজ্ঞানই কঠোপনিষদের বক্তব্য বিষয়। সে জ্ঞান বিধিপ্রতিষেধের বিষয়রূপ অলৌকিক ফলবিশেষ নহে। তাহা ফলরাজ্যোত্তীর্ণ মুক্ত পুরুষদিগের অনুভবসিদ্ধ, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, অধ্যাত্মযোগসিদ্ধ।

৮১। কঠোপনিষদে নচিকেতা, যমরাজকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি-চৈকে" ইত্যাদি। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এবচনের ভাষ্যে লেখেন, "যা ইয়ং 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ 'প্রেতে' মৃতে মনুষ্যে অস্তি ইতি একে শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মেত্যেকে ন অয়ং অস্তি ইতি চ একে নায়মেবম্বিধোস্তীতি চৈকে।" মৃতমনুষ্যসম্বন্ধে এই যে এক সংশয় আছে অর্থাৎ কেহ বলেন যে, মৃত্যুর পর শরীর ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আত্মা থাকেন ; কেহ বলেন এবম্বিধ দেহাদিশূন্য আত্মা থাকেন না, হে যম! তুমি আমার এই সংশয় ভঞ্জন কর। এস্থলে স্থূল-দেহ-বিনাশরূপ মৃত্যুর পর জীবাত্মা থাকেন কি না এরূপ সংশয় উত্থাপিত হয় নাই। কেননা মৃত্যুর পর লোকান্তরে জীবাত্মার শরীরধারণ সিদ্ধই আছে। সেজন্য প্রথমতঃ নচিকেতা স্বর্গবিষয়ে জিজ্ঞাসু হন। তদনুসারে এই কঠোপনিষদের পূর্ব্বভাগে তাহা সংক্ষেপে উক্তও হইয়াছে। "ত্রিনাচিকেত স্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা যএবম্বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতং। সমৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে।" (১ বঃ ১৮ শ্রু) অর্থাৎ অগ্নিবিজ্ঞানবান্ ত্রিনাচিকেত কর্ম্মী শরীর-পাতের পূর্ব্বেই মৃত্যুপাশ সকল ছেদনপূর্ব্বক, শোককে অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন। পঞ্চমী বল্লীতেও অবিদ্যাবদ্ধ মূঢ়দিগের সম্বন্ধে প্রসঙ্গাধীন কহিয়াছেন, "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে

"শরীরত্বায় দেহিনঃ" অন্যে অর্থাৎ যাঁহারা পরমাত্মজ্ঞানবিমুখ তাঁহাদের আত্মা, শরীরত্যাগানন্তর শরীরান্তর গ্রহণার্থ দেহীর গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে ইত্যাদি। মৃত্যুর পর আত্মা স্বর্গেই যান আর পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্মই লাভ করুন সর্ব্বত্রেই কোন না কোন প্রকার শরীর ধারণ করেন। দেহাবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারেন না। তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়াও মনঃপ্রধান ঐচ্ছিকদেহকে অনুসরণ করেন। এখন নচিকেতার প্রশ্নের প্রধান অভিপ্রায় এই যে, "আত্মার কি এমন কোন অবস্থা আছে যখন দেহত্যাগান্তে আর শরীর ধারণ হয় না অথচ শরীর নিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধ আত্মা থাকেন।" অর্থাৎ মোক্ষাধিকারে প্রকৃতিরূপ দেহবীজের সহিত সূক্ষ্ম স্থূল সর্ব্বপ্রকার দেহ নিঃশেষে বিনষ্ট হইলে—সর্ব্বপ্রকার উপাধি ও জীবত্ব ব্যবহার একেবারে নিবৃত্ত হইলে, আত্মা কেবল স্বীয় স্বরূপে থাকিতে পারেন কি না ইহাই সংশয়স্থল।

৮২। যমরাজের উক্তিস্বরূপে কঠোপনিষদে এই প্রশ্নের যে উত্তর আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

যম কহিলেন, হে নচিকেত! যে আত্মার মরণোত্তরকালীন অস্তিত্ব বিষয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ তিনি প্রাকৃত-বুদ্ধি ব্যক্তির উপদেশে সুবিজ্ঞেয় হন না, কেবল অনন্যদর্শী ব্রহ্মদর্শী আচার্য্য তাঁহাকে "ব্রহ্মাত্ম-ভূত" রূপে প্রতিপাদন করিলে দেহত্রয়ের অভাবেও তাঁহার সম্বন্ধে অস্তি নাস্তি কোন সংশয় স্থান পায় না। (২ বঃ ৮ শ্রু।) ধীরব্যক্তি আচার্য্যের নিকট হইতে শুনিয়া আত্মাকে শরীর হইতে ব্যতিরেক ও ব্রহ্মেতে অন্বয়পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করেন। (২ বঃ ১৩ শ্রু।)

৮৩। নচিকেতা যমরাজের এইরূপ ভূমিকা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে ভগবন্! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক তবে ধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, অধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, এই কৃত ও অকৃত হইতে অন্য, ভুত ভবিষ্যৎ হইতে অন্য, এমন যাহা তুমি জান, তাহা বল।" নচিকেতার এই উক্তিটীও তাঁহার নিরুপাধিক আত্মার অস্তিত্ববিষয়ক প্রথম প্রশ্নের সহিত অন্বিত। এই

উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, 'ধর্ম্ম' অর্থাৎ শাস্ত্রীয়ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার ফল, ও তাহার কারক; 'অধর্ম্ম' অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম; 'এই কৃত ও অকৃত' অর্থাৎ এই সংসারে পরিণতা কার্য্যরূপিণী প্রকৃতি ও ইহার মূলীভূতা সুসূক্ষ্মা কারণরূপিণী প্রকৃতি; 'ভূত-ভবিষ্যৎ' অর্থাৎ কালত্রয়ের পরিচ্ছেদ—এই সমস্ত হইতে পৃথগ্‌ভূত সর্ব্ব ব্যবহারগোচরাতীত যাহা তুমি জান বল। সুতরাং এপ্রশ্নের লক্ষ্যও উপাধিরহিত আত্মাই। কেবল আত্মাই নিরূপাধিক অবস্থায় ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রকৃতি ও কাল হইতে স্বতন্ত্র। এস্থলে পরমাত্মা ও মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা উভয়ে নির্ব্বিশেষে লক্ষিত হইয়াছেন।

৮৪। এই কারণে যমরাজ পুনর্ব্বার উত্তর দিলেন।—

তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টি সংক্ষেপে "ওঁ"। এই "ওঁ" অক্ষর 'অপরব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্ম' উভয়প্রতিপাদক। ২ বঃ ১৫। ১৬ শ্রু।

নির্ব্বিশেষ নিরূপাধিক আত্মাকে প্রতিপাদন করাই এস্থলে উদ্দেশ্য। উপনিষৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী। এই বিশ্ব যে এখন কার্য্যস্বরূপে দীপ্তি পাইতেছে এবং আমরা যে জাগ্রত অবস্থায় বিচরণ করিতেছি—এই কার্য্যাবস্থায় ও জাগ্রত অবস্থায়, তিনি নিয়ন্তা ও অন্তর্যামীরূপে ব্যাপ্ত। সুতরাং এইরূপ ব্রহ্মব্যাপ্তি সোপাধিক। মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা এই সোপাধিক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন না। কেননা ঐ ভাব শান্ত নহে। উহা জগৎ ও জাগরণ কে নিয়মনে লিপ্ত। এই অবস্থার নিয়ন্তৃত্ব ও অন্তর্যামীত্ব 'বৈশ্বানর' শব্দে কথিত হয়। "অ" অক্ষরকে তাহার বীজরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিশ্ব বর্ত্তমান অবস্থার পূর্ব্বে অপরিণতঃ সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল, এবং আমাদের এই জাগ্রত অবস্থার অতীত একটী স্বপ্নাবস্থা আছে। স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহ কার্য্য করে না। তখন সূক্ষ্মদেহেরই প্রভাব। এই সমস্ত সূক্ষ্মাবস্থাতেও ব্রহ্ম, নিয়ন্তা ও অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠিত।

তাঁহার এ ভাবও সোপাধিক। ইহা "তৈজস" বা "হিরণ্যগর্ব্ভ" নামে অভিহিত হয়। "উ" অক্ষর তাহার বীজ।

বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্মাবস্থার অতীত একটি কারণাবস্থা থাকা স্বীকৃত হয়। জীবেরও জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার অতীত একটি সুষুপ্তি অবস্থা আছে। ঐ উভয়ই লয়ের অবস্থা। উহাতে ব্রহ্মের যে অধিষ্ঠাতৃত্ব তাহাও কারণাবচ্ছিন্ন বিধায় সোপাধিক। মোক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় নহে। এই ভাবটি "প্রাজ্ঞ" বা সকলের প্রভব ও অপ্যয়ের হেতু বিধায় "সর্ব্বেশ্বর" শব্দে কথিত হয়। "ম" অক্ষর ইহার বীজরূপে গৃহীত হয়।

প্রাগুক্ত বীজ-ত্রয়ের সন্ধি হইলে "ওঁ" হয়। এই সংক্ষিপ্ত বীজমন্ত্রের অর্থ "স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রলয়কালীন প্রকৃতিতে উপহিত, সোপাধিক, কামনার বিধাতা, সগুণ ব্রহ্ম।" অপরঞ্চ ঐ মহামন্ত্র জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম কারণাত্মিকা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ ব্রহ্মভাবকেও প্রতিপন্ন করে। সে ভাবও সোপাধিক, সগুণ ও সবিশেষ। মোক্ষাধিকারে তাহা লগ্ন হয় না। প্রকৃতি ও সৃষ্টিতে ব্যাপৃত বিধায় তাহা ফলের নিমিত্তে উপাস্য। মোক্ষের প্রতিকূল বিধায় তাহা অশ্রেষ্ঠ সুতরাং "অপরব্রহ্ম" নামে অভিহিত হয়। এই "অপরব্রহ্ম" ভাবটী "কৃত" অর্থাৎ কার্য্যে পরিণতা প্রকৃতির অন্তর্গত, "অকৃত" অর্থাৎ প্রলয়কালীন কারণরূপী প্রকৃতির অন্তর্গত, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কামনা, ক্রিয়া ও ফলরাজ্যের অন্তর্গত, এবং ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালাবচ্ছিন্ন সর্গ, প্রতিসর্গ, লোক, লোকান্তর, জনন, মরণ, স্বর্গ নরকাদি ভোগের অন্তর্গত। ইহা হইতে পৃথগ্‌ভূত যে নিরুপাধিক, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ, ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব তাহাই নচিকেতার জিজ্ঞাস্য।

৮৫। সোপাধিক অবস্থাত্রয়ের আশ্রয়ীভূত ও তদতীত যে নিরুপাধিক তত্ত্ব, যাহা মোক্ষাধিকারে বিশুদ্ধ আত্মাশব্দের বাচ্য;

তাহাই "ওঁ" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ পাদ। সেই আত্মাই জীবের স্বীয় সম্পৎ। তাঁহা হইতে জীবের আত্মবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়। তিনিই জীবাত্মার অন্তরাত্মা। তাঁহার প্রভাবেই জীব জীবাত্মা। কিন্তু সংসারাবস্থায় জীব, কামনা ও ফলের দাস। তাহা ভেদ করিয়া তাঁহাকে আত্ম-সম্পৎ, আপনার অন্তরাত্মা ও মোক্ষস্বরূপে গ্রহণ করিতে অপারক। সংসার নিবৃত্তি হইলেই সেই আত্মা প্রকাশ পান। সংসার স্রোতোন্মুক্ত জীবাত্মা, প্রকৃতি ও কামনা রাজ্যের পরপারে সেই আত্মাকে পাইয়া আত্ম-সম্পন্ন হন। মোক্ষভাগী জীব, মরণোত্তরকালে দেহ ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিরূপ উপাধি-শূন্য হইয়া সেই পরমাত্মাতে আত্মবান্ হইয়া আত্ম-রাজ্যের আনন্দ-ভোগ করেন। "ওঁ" মন্ত্রের পরমার্থস্বরূপ সেই পরমাত্মাই "পরব্রহ্ম" শব্দের বাচ্য। এইটি সবিশেষ ও নির্বিশেষরূপে জ্ঞাপনের জন্য যমরাজ "ওঁ" মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। (মৎকৃত বেদান্তদর্শনের ১মঃ খঃ ৪৯। ৯২। ৯৩। ও ৯৪ ক্রম দ্রষ্টব্য।)

৮৬। অতঃপর যমরাজ পশ্চাতের উপদেশে ঐ পরমার্থকেই দৃঢ়তর করিয়াছেন। তন্মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী কয়েকটি শ্রুতির তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বলিতেছি।

এই আত্মা জন্মবিনাশরহিত, অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাব, স্বভাবাদি কোন কারণান্তর হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য কোন পদার্থ হন নাই। ইনি জন্মবিহীন, নিত্য, অপক্ষয়বর্জিত, ও পুরাণ। ইনি শরীরের মধ্যে (জীবাত্মার নিত্য আত্মবুদ্ধিদও চিরন্তন অন্তরাত্মারূপে, মুখ্যআত্মারূপে) আকাশবৎ নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতি করেন। এজন্য শরীর শস্ত্রাদি-দ্বারা বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হন না। (২ বঃ ১৮।) ইহাঁকে যে ব্যক্তি হনন করিতে ইচ্ছা করে এবং যে ব্যক্তি স্বীয় শরীর নাশে সেই আধারাত্মার বিনাশ মনে করে তাদৃশ উভয়ই ভ্রান্ত। সেই আত্মা স্থূলদেহেতে ও মনাদি সূক্ষ্মদেহেতে আকাশবৎ নির্লিপ্ত বিধায় স্বয়ং হননও করেন না, হতও হন না। (২ বঃ ১৯।) এই আত্মা শরীরের গুহামধ্যে স্থিতি করেন। কামনাশূন্য বীতশোক ব্যক্তি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি ধাতুসমূহের অস্থির জীবত্ব

ব্যবহার ও বহিরঙ্গত্ব জানিয়া তৎপ্রসাদে সেই প্রকৃত শুদ্ধ আত্মার মহিমাকে দর্শন করেন। তখন সাক্ষাৎ জানিতে পারেন যে, বৃদ্ধিক্ষয়রহিত অপরিবর্ত্তনশীল এই আত্মাই আমি। (২ বঃ ২০।) ইনি স্বয়ং অশরীরী ও আকাশকল্প হইয়াও অনিত্য শরীরে অবস্থিতি করেন। ধীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে "আমি-বুদ্ধি" করিয়া অশোক হয়েন। (২ বঃ ২২।) শরীরগুহাতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। জীবাত্মা কর্ম্মফলের ভোক্তা, পরমাত্মা প্রদাতা। (৩ বঃ ১।) সংসার-গতে জীবাত্মা, স্বয়ং-পরমাত্মাকে লাভ করেন। তাহাই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিষ্ণুপদ। (৩ ব। ৯।) সে পদ "মহানাত্মা" নামক স্বগুণমুক্তিপ্রদ হিরণ্যগর্ভপদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূর্য্যদ্বার-মার্গীয় বিষ্ণুপদ-নামক সগুণ মুক্তিপদ হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং প্রকৃতিস্বরূপ সূক্ষ্মতম সর্ব্বকারণাত্মক অব্যক্ত বীজশক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ। সেই পরমাত্মা প্রত্যগাত্মা ওঁ মহান্ পুরুষ শব্দে কথিত হন। সেই পুরুষ হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই পর্য্যবসান এবং পরাগতি। মোক্ষ-ভাগী সাধুগণ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া অমৃত হন। (৩ বঃ ১১।) সেই পুরুষ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি গুণবিহীন। তিনি নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহত্তত্ত্ব হইতে মহান্, অনন্তজ্ঞানস্বরূপ। জীব এবম্ভূত ব্রহ্মাত্মাকে জানিলে অবিদ্যাকামকর্ম্মফল-লক্ষণ-রূপ, জন্ম জরা মরণ প্রবাহ-রূপ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া নিরুপাধিক আত্মাস্বরূপে নিত্যকাল অবস্থিতি করেন। (৩ বঃ ১৫।)

মনুষ্য ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিতেছেন। সেজন্য কেবল বহির্ব্বিষয়ই দেখেন। কোন কোন ধীর, প্রতিস্রোতে গমনের ন্যায় প্রত্যগাত্মাকে দেখিয়াছেন। (৪।১।) পরমাত্মাই জীবের আত্মা। তাঁহারই দ্বারা জীব রূপরসাদি জ্ঞানানুভব করেন। অথচ তিনি দেহ হইতে বিলক্ষণ। (৪।৩।) সেই আত্মার আশ্রয়েই স্বপ্ন ও জাগরণে বিষয়ানুভব হয়। (৪।৪) এই কর্ম্মফলভোগী জীবাত্মা সেই আত্মার সমীপ-বর্ত্তীই আছেন। জীবাত্মা তাঁহাকে জানিয়া অদ্বয়ভাব লাভপূর্ব্বক অভয় প্রাপ্ত হন। (৪।৫।) সেই পরমাত্মাই সৃষ্টির অঙ্কুরাবস্থায় তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। তিনি সকলের হৃদয়াকাশে সূত্রাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিকে বিষয়ে প্রেরণ করি-তেছেন। (৪।৬।) গর্ভিণী যেমন গর্ভধারণ করেন, যাজ্ঞিকেরা যেমন অগ্নিরক্ষা করেন, জীব, সেইরূপ সেই আত্মাকে ধারণপূর্ব্বক জীবাত্মা হইয়াছেন। (৪।৮।) সেই আত্মা এই শরীরে যেমন জীবের আত্মা হইয়া আছেন, মৃত্যুর পরেও তিনি সেইরূপে থাকেন। (৪।৯।) সেই পুরুষ ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা হইয়াও জীবাত্মার মধ্যে এই শরীরে স্থিতি করিতেছেন। জীব তাঁহাকে জানিয়া অভয় হন। (৪।১২।) অন্তরাকাশে আত্মা আদিত্যবৎ প্রকাশমান। জীব, তাঁহার সম্যগ্বিজ্ঞান লাভ-

করিয়া মুক্ত হন। (৫।১।) সেই আত্মা যে কেবল আমাদেরই অন্তরাকাশস্থ এমত নহে। তিনি যেমন আমাদের আত্মা, সেইরূপ সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী, যজ্ঞ, সত্য প্রভৃতি সকলেরই আত্মা। (৫।২।) তিনি রাজার ন্যায় আমাদের হৃদয়াকাশে থাকায় প্রাণবায়ুসকল ও শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। (৫।৩।) তিনি যদি দেহসম্বন্ধ ত্যাগ করেন তবে সেই প্রাণাদি হতবল হয়। (৫।৪।) প্রাণাদিদ্বারা মনুষ্য জীবিত থাকে এমত নহে। প্রাণাদির আশ্রয়স্বরূপ আত্মাদ্বারাই জীবিত থাকে। (৫।৫।) এই আত্মাকে জানিলে সর্ব্ব-সংস্কার নিবৃত্ত হয়। না জানিলে মরণের পর পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা পাইতে হয়। (৫।৬—৭।) সেই আত্মা নিদ্রাবস্থাতেও জীবকে ত্যাগ করেন না। প্রত্যুত জাগ্রত থাকিয়া জীবের কাম্যবস্তু নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। তিনি পরিশুদ্ধ, অমৃত, এবং সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্ম। (৫।৮।) কাষ্ঠাদি আশ্রয়ে অগ্নির এবং ঘটাদি আশ্রয়ে বায়ুর নানারূপ ধারণের ন্যায় সেই পরমাত্মা প্রত্যেক জীবের অন্তরাত্মা হইয়া আছেন। অথচ আকাশবৎ অবিকৃত ও স্বতন্ত্রও আছেন। (৫।৯—১০।) সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষুতে তদাকারাকারিত ও তাহার প্রকাশক হইয়াও যেমন কোন দর্শনজনিত দোষে লিপ্ত হন না, সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বভূতে জীবাকারাকারিত ও জীবাত্ম-বুদ্ধির প্রকাশক হইয়াও জীবের দুঃখশোকে লিপ্ত হন না। তিনি বিশুদ্ধাত্মা। জীব যতদিন তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারাবস্থায় বদ্ধ থাকেন ততদিন যাবৎ অজ্ঞানতা বশতঃ স্বীয় অবিদ্যাকামকর্ম্মোদ্ভব দুঃখাদি ও জীবত্ব ব্যবহার তাঁহাতে অধ্যাস করিয়া থাকেন। (৫।১১।) তিনি একমাত্র নিত্য, চেতনের চেতন, তাঁহাকে যাঁহারা আত্মস্থ দেখেন তাঁহাদের নিত্যশান্তি। (৫।১৩।) জ্ঞানিরা মোক্ষাবস্থায় যে পরম অনির্দ্দেশ্য সুখ সম্ভোগ করেন তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? সে অবস্থায় পরমাত্মা আত্মবুদ্ধির বিষয়রূপে প্রকাশ পান কিনা তাহাই বা আমি এই উপাধি-বিশিষ্ট অবস্থায় থাকিয়া কিরূপে জানিব? (৫।১৪।) ইহার উত্তরে কহিতেছেন যে, সে ব্রহ্মরাজ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রকাশ পায় না। ইহারা সকলে তাঁহারই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত। সুতরাং তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। (৫।১৫।) তিনি মোক্ষাধিকারে প্রকৃতির ঊর্দ্ধ। তিনি এই সংসার-বৃক্ষের ঊর্দ্ধমূল। নিম্নপরিবর্দ্ধিত সেই বৃক্ষে, সুতরাং পরম্পরা সেই ঊর্দ্ধ-মূলকে সমুদয় লোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তিনিই প্রকৃত আত্মা। (৬।১) শরীর পতনের পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন তাঁহারাই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। নতুবা পৃথিবী বা অন্যান্য লোকে পুনঃ শরীর গ্রহণ করেন। (৬।৪) আদর্শে যেমন স্পষ্ট মুখপ্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মা নির্ম্মল ও মোক্ষ-

ভাগী হইলে তাহাতে পরমাত্মা স্পষ্ট দৃষ্ট হন। কিন্তু স্বর্গাদিলোকে তাঁহাকে তেমন বিশদরূপে পাওয়া যায় না। অতএব এই শরীর থাকিতেই আত্মদর্শনে যত্ন করিবেক। (৬। ৫।) পরমাত্মদর্শনপ্রভাবে যখন এই মর্ত্ত্যজীব হৃদিশ্রিত কামনা সকল হইতে মুক্ত হন তখন তিনি এইখানেই ব্রহ্মভাব লাভ করেন। স্বর্গাদি ভ্রমণ করিতে হয় না। (৬। ১৪।) নচিকেতা এই আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইলেন। (৬। ১৮।)

৮৭। যমরাজের সমস্ত উপদেশের মর্ম্ম এই যে, পরমাত্মাই জীবের প্রকৃত আত্মা। তিনি জীবের সহিত নয়নাকারাকারিত জ্যোতির ন্যায় এক হইয়া আছেন। সংসারাবস্থায় তাঁহাতে যে জীবত্বাধ্যাস হইয়া থাকে মোক্ষকালে তাহা নিবৃত্ত হয়। মোক্ষকালে জীব পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মা বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তদাত্ম হন। মোক্ষভাগী জীব, মৃত্যুর পর কোনরূপ দেহ ইন্দ্রিয় মনাদি না থাকিলেও, সেই পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনন্তধামস্বরূপ পরমাত্ম সত্ত্বার অভাব হয় না। অতএব কঠোপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মোক্ষাবস্থায় শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি থাকে না। তাহা হইতে বিলক্ষণ যে নিরুপাধিক আত্মা তিনিই থাকেন। এই অবস্থার নামই স্বরূপাবস্থান, ইহারই নাম নির্গুণ-মুক্তি। ইহা হইতে ঊর্দ্ধ আর কোন অবস্থা নাই।

উপসংহার।

১। যাঁহারা সংসার লইয়াই বিব্রত, সংসারই যাঁহাদের পরম পুরুষার্থ, সাংসারিক সুখপ্রদ উপকরণসমূহ সঞ্চয় করা এবং লিপ্ত হইয়া তাহাই সম্ভোগ করা যাঁহাদের জীবনের সার উদ্দেশ্য, পারলৌকিক জীবন তাঁহাদের বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় না। যমরাজ নচিকেতাকে কহিয়াছিলেন (কঠ শ্রুতি ২ বঃ ৬ শ্রু)
"না সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তম্বিত্তমোহেন মূঢ়ং।
অয়ং লোকো নাস্তিপর ইতিমানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে।"
বিত্তমোহে মূঢ় প্রমাদবিশিষ্ট অবিবেকীর নিকট পরলোক-তত্ত্ব-প্রতিভাত হয় না। তাহারা মনে করে এই দৃশ্যমান স্ত্রীপুত্র দাস-দাসীবিশিষ্ট, সুভোগ্য ধনসম্পত্তি অন্নপানাদিসম্পন্ন ইহলোক মাত্র আছে। এতদ্ভিন্ন কোন অদৃষ্ট পরলোক নাই। এতাদৃশ মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ আমারই বশে পতিত হয়। জনন মরণাদি-লক্ষণ দুঃখ-প্রবাহে পতিত হইয়া থাকে। বার বার যমযন্ত্রণা ভোগ করে।

২। সংসারে তিন প্রকার ধার্ম্মিক দৃষ্ট হন। যশের জন্য, স্বর্গাদি ফলের জন্য, এবং ঈশ্বরার্থ। যাঁহারা যশের জন্য ধার্ম্মিক তাঁহাদের পরলোকবিশ্বাস অপরিস্ফুট। যাঁহারা স্বর্গাদি ফলের জন্য ধার্ম্মিক তাঁহাদের পরলোকবিশ্বাস দৃঢ়। কিন্তু তাঁহারা সকাম ও স্বার্থপরায়ণ। যাঁহারা ঈশ্বরার্থ ধার্ম্মিক তাঁহারা অন্যকামনা ত্যাগ-পূর্ব্বক ঐহিক পারত্রিকে ঈশ্বরকেই চান। তাঁহাদেরও পরলোক-বিশ্বাস দৃঢ়। সকামপুরুষেরা ঈশ্বরকে ফলদাতারূপে এবং নিষ্কাম-পুরুষেরা তাঁহাকে স্বয়ং ফলস্বরূপে দৃষ্টি করেন। সুতরাং উভয়েরই

ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা যশের জন্য বা কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে ধর্ম্মক্রিয়া করেন, তাঁহাদের যেমন পরলোকবিশ্বাসেরও অভাব, হয়ত সেইরূপ ঈশ্বরবিশ্বাসেরও অভাব।

ঈশ্বর ও পরলোকবিশ্বাস-শূন্য ব্যক্তি কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সহস্র ধর্ম্মকার্য্য করিলেও তাহার অভিসন্ধি আত্মসম্ভ্রম মাত্র। তাদৃশ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিতে পরলোক-তত্ত্ব সংলগ্ন হয় না। বিত্তমোহে বিমূঢ় ও যশোলোভে অন্ধ ব্যক্তিদিগের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয়। ভগবৎ-প্রসঙ্গপরিপূর্ণ, স্বর্গাপবর্গপ্রতিপাদক, জীবের অনন্ত কল্যাণপ্রবোধক পবিত্র শাস্ত্রসমূহ তাঁহাদের সম্বন্ধে স্তব্ধ মরুভূমি এবং ঘোরতমসাবৃত।

৩। কিন্তু কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই পরলোকের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অনেকে স্বজাতীয় ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহকে অবলম্বন করিয়া আছেন। তাঁহাদের পরলোকবিশ্বাস অতি দৃঢ়তর এবং স্ব স্ব শাস্ত্রানুযায়ী। আর্য্য-শাস্ত্রাবলম্বী ভারতবাসীগণ, এবং নানাদেশবাসী খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় শাস্ত্রাবলম্বীগণ সকলেই একবাক্যে পরলোকে বিশ্বাস করেন।

আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বীগণ জীবের জন্মান্তর, স্বর্গ ও নরক স্বীকার করেন। নরক হইতে উদ্ধার, স্বর্গ হইতে পতন, পুনর্জ্জন্মপরিগ্রহ, পুনঃ পতন বা স্বর্গারোহণ এবং অন্তে ক্রমোন্নতিসাধক, ক্রমমুক্তিপ্রদ ব্রহ্মলোকে আরোহণ, তাহার পর মহামুক্তিরূপ পরমানন্দ-লাভ এই সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তদ্ব্যতীত চরম সিদ্ধান্ত এই যে, বেদান্তবিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা জীবের একেবারেই মহামোক্ষ লাভ হয়। সর্ব্বপ্রকার পারলৌকিক গতিতেই জীবের কোন না কোন প্রকার দেহসম্বন্ধ থাকে, এমত কি ব্রহ্মলোকেও দেহধারণের ও পিতৃমাতৃদর্শনের ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু মোক্ষ-

কালে দেহসম্বন্ধবিবর্জিত আত্মকৈবল্য ও পরমাত্মস্বরূপ লাভ হয়। তাহা হইতে আর বিচ্যুতি নাই।

খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মতে পুনর্জন্ম নাই এবং পূর্ব্বেও আর জন্ম ছিল না। মৃত্যুর পর অন্তিম কল্পান্ত পর্য্যন্ত সমাধি-গহ্বরে মৃত্তিকাবশেষ পার্থিব কলেবর আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঘোরতর সুষুপ্তি অবস্থায় অপেক্ষা করিতে হইবে। কল্পান্তকালে প্রভু যিশুখ্রীষ্টের পুনরাগমনপ্রভাবে তাঁহারা পুনরুত্থিত হইবেন; এবং স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে হয় অনন্ত স্বর্গে, নয় অনন্ত নরকে, গমন করিবেন। আর পতন নাই, উত্থান নাই, জন্ম নাই, সৃষ্টিও নাই। সমাপ্ত।

উক্ত বাদিগণের মতে স্বর্গে শরীর থাকে, পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হয়, এবং তথা সকলে সমবেত হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত দেবস্বর্গ হইতে ব্রহ্মস্বর্গ পর্য্যন্ত সমুদয় অর্চ্চির ভুবনে যত সুখভোগ আছে সে সমুদয়ই ব্রহ্মকৈবল্যরূপ পরম মোক্ষের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর এবং অধম। ব্রহ্মলোকে যে ব্রহ্মারাধনা সম্পাদিত ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হয় তাহাও সগুণ, প্রকৃতির গুণসম্বন্ধবিশিষ্ট। নির্গুণ ও বিশুদ্ধ নহে।

৪। আর্য্যশাস্ত্রদ্বারা বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় স্বর্গ মুক্তিস্থান বা ক্রমমুক্তিস্থান নহে। তথা যে ঈশ্বরীয় আনন্দ লাভ হয় তাহা 'সগুণ,'—প্রকৃতির গুণসম্বন্ধবিশিষ্ট। তথা যে পরস্পর মিলন হয়, দেবকলেবর লাভ হয়, সে সমস্তই মহামায়া-স্বরূপিণী প্রকৃতির গুণ। সে গুণ-রাজ্য হইতে উদ্ধার লাভপূর্ব্বক নির্গুণ মোক্ষাধিকারে প্রবেশ করার কোন ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

এই বর্ত্তমানকালে এমন অনেক ঈশ্বর-বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান সম্প্রদায় সকল উত্থিত হইয়াছেন, যাঁহারা কোন-দেশীয় শাস্ত্রকে অব-

লম্বন করেন না। তাঁহাদের মধ্যেও পরলোকের বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী সপ্তস্বর্গের শৃঙ্খলা স্বীকার করেন। যথা ভুলোক, নিম্নশ্রেণীস্থ উজ্জ্বল স্বর্গ, অপেক্ষাকৃত উচ্চ উজ্জ্বললোক, মধ্যবর্ত্তি-উজ্জ্বললোক, স্বর্গীয় জনপূর্ণলোক, অতি উর্দ্ধ উজ্জ্বললোক এবং ঈশ্বরীয় প্রেম ও জ্ঞানপূর্ণ সর্ব্বোর্দ্ধ ব্রহ্মলোক। এ সমস্ত ভু, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ, ও সত্যলোকের নামান্তরমাত্র; কিন্তু তাৎপর্য্যে বিস্তর প্রভেদ। এ সমস্তই ভারতীয় ভুরাদি সপ্তলোকের ন্যায় সগুণানন্দস্থান। তদতিরিক্ত আর্য্য-শাস্ত্রীয় মোক্ষপদের ন্যায় কোন চরমমুক্তি তাঁহারা স্বীকার করেন না; এবং নিম্নকল্পে জন্মান্তরও মানেন না। এই শেষোক্ত উভয় বিষয়ে তাঁহাদের মত খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় মতের তুল্য। কেবল তাঁহারা অনন্ত নরক অসম্ভব মনে করেন।

ঐরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাসী শাস্ত্রানাশ্রয়ী আর এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা সগুণভাবে ব্রহ্মোপাসনা করেন। ফলে শাস্ত্রীয় আশ্রমবিহিত প্রকারে তাদৃশ উপাসনা না করিয়া যুক্তিঅনুসারে স্বকপোলকল্পনাকে আশ্রয়পূর্ব্বক তাহা করিয়া থাকেন। তাঁহারাও খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় স্বর্গের ন্যায় স্বর্গ স্বীকার করেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রদ্বারা বিচার করিলে তাঁহাদের স্বীকৃত স্বর্গকে সগুণানন্দের স্থানমাত্র কহা যাইতে পারে। তাঁহারা নির্গুণমোক্ষ ও পুনর্জন্ম মানেন না। ইহাঁরা কেহ কেহ স্বর্গ ও নরকের কোন নির্দ্দিষ্টস্থান স্বীকার না করিয়াও মৃত্যুর পর আত্মার ঐহিক শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফলভোগ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কেহই নরককে অনন্ত বলেন না।

যাহা হউক ঈশ্বর ও পরলোক-বোধবিরহিত, বিত্ত-বিমুগ্ধ, যশোলোভী, কর্ত্তব্যবুদ্ধি-অভিমানী, ঐহিকজ্ঞানগর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের

অপেক্ষা উপরি উক্ত সমস্ত সম্প্রদায়ই অল্প বিস্তর পারলৌকিক কল্যাণের পথে আরূঢ় আছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের আদরের পাত্র।

৫। প্রকৃতির স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গুণ হইতে বিলক্ষণ যে অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মস্বরূপ ও আত্মার ভাব তাহা সকলে ধারণ করিতে পারে না। সে ভাবের বক্তা, শ্রোতা ও ধ্যাতা দুর্ল্লভ। এই হেতু সাধারণ মানবকুল সগুণ-আত্ম বুদ্ধিতে, সগুণ-ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে এবং সগুণ-উপাসনায় নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহার চিত্ত প্রকৃতির যেরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম-গুণের তারতম্যদ্বারা বিন্যস্ত তাঁহার বুদ্ধিতে ব্রহ্মস্বরূপ ও জীবাত্মস্বরূপ সেই অনুসারে প্রতিভাত হয়। শাস্ত্রে কহেন যে, প্রকৃতির সূক্ষ্ম-গুণের চরম-প্রভাবপরিপূর্ণ, যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, বহু-কল্পস্থায়ী যে ব্রহ্মলোক, তদ্ভোগের উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ও সূক্ষ্মতম গুণযুক্ত হইয়া তথা বাস করিলেও সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণ-জীবাত্মজ্ঞানই প্রতিভাত হয়। তাহাতে নির্গুণমোক্ষলাভ হয় না।

৬। এই সৃষ্টিরাজ্য ব্রহ্মেরই। তিনি ইহার স্রষ্টা, পাতা ও প্রলয়কর্ত্তা। ভোক্তারূপ জীব ও ভোগ্যরূপ প্রকৃতি এই দুই পদার্থ সৃষ্টির প্রধান তত্ত্ব। ব্রহ্ম, স্বীয় শক্তিবলে এই আশ্চর্য্য কর্ত্তৃভোক্তৃ ও ভোগ্যসমন্বিত বিশ্বরাজ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই শক্তি বহুগুণযুক্ত, অনির্ব্বচনীয় ও বিচিত্র। তাহা ব্রহ্মের মহত্তত্ত্বরূপ ধীশক্তিদ্বারা নিয়মিত। সে শক্তি অনাদি অনন্ত ও নিত্য। সে জন্য এই বিশ্বরাজ্য নিত্যকাল হইতে আছে ও থাকিবে। ফলে একাদিক্রমে আছে বা একভাবে থাকিবে এমত নহে। বার বার প্রলয়ে কবলিত, বার বার প্রকটিত হইয়াছে ও হইবে। ব্রহ্মের অনাদি অনন্ত অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি-শক্তির বিকর্ষণে জীব ও প্রকৃতিময়, অত্তা ও অন্নময় এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার

বার বার দেখা দেয় এবং সেই শক্তির আকর্ষণে বার বার বিলুপ্ত হয়।

সুতরাং সৃষ্টির আদি অন্ত কল্পনা করা অসম্ভব। ভোক্তা-স্বরূপ জীবেরও আদি অন্ত নাই, ভোগ্যস্বরূপ প্রকৃতিরও আদি অন্ত নাই। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্যবহারিক সৃষ্টির সম্বন্ধে শাস্ত্রে কুত্রাপি তাহার আদি অন্ত স্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রে সৃষ্টিবিষয়ক যত বিবরণ আছে তাহা কোন আদি সৃষ্টির অভিজ্ঞাপক নহে। কোন এক প্রলয়কালে জগৎ যেরূপ কারণাবস্থায় থাকে এবং তাহা হইতে ক্রমে সূক্ষ্মরূপ অঙ্কুরাবস্থায় ও ব্যবহারের উপযুক্ত স্থূলাবস্থায় যেরূপে পরিণত হয়, শাস্ত্রীয় সৃষ্টিবিষয়ক বিবরণে কেবল তাহাই লক্ষিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কোন আদি সৃষ্টি-লক্ষিত হয় নাই। এমত কি অনেক শাস্ত্রে সূক্ষ্ম-সৃষ্টির বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবান্তর প্রলয়ের পরবর্ত্তী স্থূল-সৃষ্টির বিবরণ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

যেমন শাস্ত্রীয় সৃষ্টিপ্রকরণে কোন আদি সৃষ্টি লক্ষিত হয় নাই, সেইরূপ কোন অন্ত্যসৃষ্টিও বিবৃত হয় নাই। তদ্রূপ কোন অন্তিম প্রলয়ও উল্লিখিত হয় নাই। তবে ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে বাসনা-নিবৃত্তি জন্য জীবাত্মার ভোক্তৃত্ব ও প্রকৃতির ভোগ্যত্ব ইন্দ্রজালবৎ রহিত হয় বলিয়া, ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিকে অনাদি অনন্ত মায়া বলিয়াছেন এবং এই সৃষ্টিকে সেই মায়ারই রূপবিশেষ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টি মায়াময়। জ্ঞানোদয়ে তাহা জ্ঞানীর সম্বন্ধে নিঃশেষে রহিত হয়। কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত জীবের পক্ষে তাহা রজ্জু-আশ্রিত সর্পের ন্যায় সত্যবৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৭। জীবাত্মা ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। এক অন্যের বিকার বা উৎপাদক নহে। উভয়েই নিত্যকাল ব্রহ্মশক্তিতে

স্থিত। তথা হইতে কখনও ব্যক্ত, কখন সেই শক্তিতেই সুষুপ্ত। যখন ব্যক্ত তখন উভয়ে একযোগে প্রেরিত। কেননা, অত্তা ও অন্ন, অনাদি কর্ম্মানুগত বিধি নিবন্ধন সংযুক্ত। ব্রহ্মপুত্র-জীবাত্মা একেবারেই সেই পরম পিতার ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগপূর্ব্বক পিতৃধাতু-দ্বারা পুষ্ট হইতে পারিবেন না। এই নিমিত্তে সেই পিতা তাঁহার মঙ্গলার্থ অপ্রধান ভোগানন্দের বিস্তার করিয়াছেন। তাহাই এই একগুণ আনন্দধাম ভূলোকাবধি সহস্রগুণ আনন্দনিকেতন ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক ভোগরাজ্যে পরিবেষিত হইতেছে। পিতার উদ্দেশ্য এই যে সন্তান সেই সমস্ত আনন্দভোগে তৃপ্ত না হইয়া তাঁহার স্বকীয় আনন্দে অন্তে ব্যাবৃত্ত-চিত্ত হইবে। সেই মহা মঙ্গলোদ্দেশ্যটিকে বুঝাইয়া দিয়া পরমগুরু-বেদান্ত জীবের অনন্তকল্যাণনিকেতনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক রাজ্যের অধিক সুখভোগ করিয়াই হউক, আর অল্পভোগ করিয়াই হউক, যখন জীবের চৈতন্যোদয় হয় যে, "এরাজ্য চিরসুখজনক নহে, ইহার ভোগ্য পদার্থ সকল স্বরূপতঃ আমার ভোগ্য নহে, আমি অনাদি মায়ারূপিণী প্রকৃতির বশতাপন্ন হইয়া দেহাদি প্রাকৃতিক উপাধিতে যে আত্ম-অধ্যাস করিয়াছিলাম, এসকল ভোগ্যপদার্থ সেই দেহাদিই ভোগ করিয়াছে, অতএব এরাজ্যে আমার আত্মস্বরূপের ভোগ্য কিছু নাই"; তখনই জীবের বৈরাগ্য আরম্ভ এবং ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবেশ।

জীবের এইরূপ বৈরাগ্যই তাঁহার উন্নতির মূল। পরীক্ষাদ্বারা এইটি উদয় করিয়া দেওয়াই তাঁহার পিতা ব্রহ্মের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতির কার্য্য। উহার উদয় মাত্রে অথবা ব্রহ্মদর্শন মাত্রে প্রকৃ-তির নিবৃত্তি, জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মফলের নিবৃত্তি, স্বর্গাদি সুখভোগের নিবৃত্তি, বার বার জন্ম মৃত্যুর নিবৃত্তি। তখন ব্রহ্মের স্বরাজ্য জীবাত্মার সম্মুখে সুপ্রকাশিত হয় এবং নিবৃত্তিগত

সংসারের সহিত কোটি কোটি পূর্ব্ব জন্ম, বার বারের স্বর্গাদি-ভোগ, বারবারের সংসারযন্ত্রণা, যমযন্ত্রণা প্রভৃতি ব্যাপার সকল জাগ্রত পুরুষের স্বপ্ন স্মরণের ন্যায় মায়াদৃশ্য বলিয়া প্রতীত হয়।

৮। পরমগুরুস্বরূপ বেদান্তশাস্ত্রকে ধন্যবাদ, পরম ঋষিগণকে নমস্কার, যে তাঁহারা পারমার্থিক উপদেশ দ্বারা জীবের ব্রহ্মদৃষ্টিতে মায়ার অভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে ঐ অনির্ব্বচনীয় মায়ারাজ্য ভেদ করিয়া জীবকে ব্রহ্মদর্শনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের ব্রহ্মলাভই সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও অন্তিম ফল। সৃষ্টিতে প্রাপ্য ক্ষুদ্রানন্দ ভোগপূর্ব্বক জীব ক্রমে ব্রহ্মানন্দ ভোগের অধিকারী হন। প্রকৃতিপ্রদ ক্ষুদ্রানন্দ রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্রমিশ্রিত। তাহাতে জীবের তৃপ্তি হয় না। সেজন্য ক্রমে তাহার প্রতি অনাস্থা জন্মিয়া সর্ব্বসুখদাতা সেই পরমপিতার প্রতি নিষ্ঠা হয়। জীবের তাদৃশ প্রার্থনা ও উচ্চাধিকারের উদয়-মাত্রে পিতা তাঁহাকে আপনার দ্বিতীয় রাজ্যে গ্রহণ করেন।

সেই দ্বিতীয় রাজ্য ব্রহ্মস্বরূপে, পরমাত্মস্বরূপে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপে, আত্মকৈবল্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাহা মহামায়াস্বরূপিণী পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির কোন ধাতুদ্বারা বিরচিত নহে। তাহা সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মানন্দদ্বারা বিন্যস্ত। মায়োপাধিমুক্ত ব্রহ্মদর্শী সাধু তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় পিতার ক্রোড়স্থ হন।

আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে এইরূপ নির্গুণ মোক্ষই উপাদেয়। তদ্ভিন্ন ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বপ্রকার সুখ ও তজ্জন্য ঈশ্বরের পূজা, ধ্যান, জপ, তপ, সমস্তই হেয়। আর্য্যশাস্ত্র এই নির্গুণমোক্ষকে স্থির-তর রাখিয়া ঐ সমস্ত সগুণানন্দ ও সগুণোপাসনাকে হেয় কহিয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ নির্গুণ-মুক্তির ব্যবস্থা অভাবে অন্যদেশীয় ধর্ম্মপুস্তক সকল কেবল সগুণোপাসনা ও উন্নত স্বর্গভোগরূপ সগুণ মুক্তিরই উপদেশ দিয়াছেন।

৯।, কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নির্গুণভাব ধারণ করে এমত ব্যক্তি দুর্ল্লভ। আমরা চতুর্দ্দিকে রূপ গুণ ও উপাধিদ্বারা ঘেরিত। বিষয়-নিষ্ঠ দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিতে অধ্যস্ত যে আত্ম-জ্ঞান তাহা আমাদের নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ভগবান, বিস্তীর্ণ বাহ্যরাজ্যে বিস্তর সম্পত্তি, শোভা ও মিষ্টতা বিস্তার করিয়াছেন। মহা তেজঃসম্পন্ন মানসরাজ্যে বিস্তর জ্ঞান, ধর্ম্ম, যোগৈশ্বর্য্যের অধিকার দিয়াছেন। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপাদান তিনি নহেন। তিনি কেবল স্রষ্টা ও দাতা। প্রকৃতি তাহার উপাদান। স্বয়ং ব্রহ্ম ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা পরম সম্পদ্। তৎ সমুদয়ের অপেক্ষা তিনি পরম সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। আমরা সেই পরম সত্যের অদর্শন হেতু পরিবর্ত্তনশীলা মহামায়াময়ী প্রকৃতির পরিণাম-স্বরূপ ঐ সমস্ত ঈশ্বরীয় দানকে পরমার্থ মনে করি। দাতাকে প্রার্থনা করি না। এমন অবস্থায় আমরা কিরূপে ব্রহ্মের নির্ব্বি-শেষ, নিরাকার ও নির্গুণভাব এবং কিরূপে সেই নিরুপাধিক মোক্ষপদ ধারণ করিব?

সুতরাং পরলোকে স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহধারণপূর্ব্বক স্থূল বা সূক্ষ্ম আকৃতিরাজ্যে স্থূল বা সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে সবিশেষরূপে ব্রহ্মো-পাসনা করা ও সগুণ মোক্ষানন্দ সম্ভোগ করাই আমাদের কামনা। চিরদিন ধরিয়া তাঁহার ভজনানন্দে পুষ্ট হওয়াই বাসনা। স্বর্গে গিয়া মৃত জনক, জননী, সহোদর, স্বামী, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে উপাসনা-প্রসাদে দর্শন স্পর্শনপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু মোচন করা আমাদের আশা। এই সকল বাসনা মনে থাকিতে শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নিরাকার উপাসনা ও নির্ব্বাণ মোক্ষ আমাদের কখনই প্রীতিকর হইবে না।

আমাদের দেশের অনেকে ঐ সকল সগুণ-স্বর্গীয় ভাবের অনুরোধে কতিপয় বিজাতীয় গ্রন্থের পক্ষপাতী হইয়াছেন। স্বর্গে

গিয়া মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহ সম্মিলন হইবে এই আশা তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু যখন অপেক্ষাকৃত প্রণালী শুদ্ধরূপে আর্য্যশাস্ত্রেও সেরূপ স্বর্গের ব্যবস্থা আছে তখন পরের নিকট ঋণী হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ সেরূপ স্বর্গ যে মায়িক পরে তাহা কখনই বলিবে না, কেবল ঘরেরশাস্ত্রই তোমাকে সেই মায়া হইতে উদ্ধার করিবে।

১০। হে ভারত-পুত্র! শাস্ত্রীয় পরলোক-তত্ত্বের মর্ম্ম অবগত হও, অভিলষিত ফল পাইবে। যদিও শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করিযাছেন যে, পৃথিবী অবধি ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্যভোগই মায়া ও স্বপ্ন মাত্র, তথাপি যাহাতে নরকাদি রূপ দুঃস্বপ্ন দর্শন না করিয়া স্বর্গ-ভোগরূপ শুভ স্বপ্ন দেখিতে পাও তাহারই যত্ন কর। দৃঢ়ব্রত হইয়া উপনিষৎ গীতা, ও পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ কর, বেদাগম-বিহিতরূপে ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরের আরাধনা কর, শ্রদ্ধা, দান, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মের আচরণ কর, স্বয়ং নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরার্থে কর্ম্মাচরণ কর অবশ্যই ব্রহ্মলোক গমনের অধিকার পাইবে। তথা ইচ্ছা হইলে উপাসনাপ্রসাদে পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের সহবাসানন্দ লাভ করিতে পারিবে এবং তথা হইতে ক্রমোন্নতি ও ক্রমমুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু সাবধান, যদিও অধিকারী না হইয়া থাক, যদিও ধারণ করিতে না পার, তথাপি সেই যোগীজন-দুর্লভ, আর্য্যশাস্ত্রের গৌরবস্থল, পরব্রহ্মস্বরূপী রত্নকল্প নির্গুণ-মোক্ষকে অস্বীকার বা হেয় করিয়া আর্য্যশাস্ত্রের ও আর্য্যধর্ম্মের শিরশ্ছেদন করিও না।

[এই গ্রন্থের সম্ভাবিত ফল সকল পরব্রহ্মেতে অর্পিত হইল।]

গ্রন্থ সমাপ্ত।

(আরম্ভ, জানুয়ারী ১৮৮০ খৃঃ। সমাপ্ত ১৫ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ)

Printed by I. C. Bose & Co, Stanhope Press, Calcutta.